তাফহীমুস্ সুন্নাহ সিরিজ ৪

নামাযের মাসায়েল

মূলঃ

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

অনুবাদ

মুহাম্মাদ হারুন আযিযী নদভী

প্রকাশনায়ঃ
মাকতাবা বাইতুস্‌সালাম রিয়াদ

كتاب الصلاة

(باللغة البنغالية)

تاليف:

محمد اقبال كيلانى

ترجمه:

محمد هارون العزيزى الندوى

مكتبة بيت السلام الرياض

তাফহীমুস সুন্নাহ সিরিজ নং-৪

كتاب الصلاة باللغة البنغالية

নামাযের মাসায়েল

অনুবাদ
মুহাম্মাদ হারুন আযিযী নদভী

প্রনেতা
মুহাম্মাদ ইকবাল কায়লানী

HADITH PUBLICATIONS, LAHORE, PAKISTAN
PHONE: 0092 42 7232808

ح محمد إقبال كيلانى، ١٤٣٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

كيلانى ، محمد إقبال
كتاب الصلاة ، محمد إقبال كيلانى ـ ط٤
الرياض ١٤٣٤هـ
ردمك: ٣ـ ٩ ١٩٤ـ ١ ٠ـ ٣ ٠ ٦ـ ٩٧٨
(النص باللغة البنغالية)
١ـ الصلاة أ العنوان

ديوي ٢٥٢ ١٤٣٤/٣٥٧٥

رقم الإيداع: ١٤٣٤/٣٥٧٥
ردمك٣ـ ٩ ١٩٤ـ ١ ٠ـ ٣ ٠ ٦ـ ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

تقسيم كنندة

مكتبة بيت السلام

ص ب 16737 ، الرياض 11474

فون: 4381122، 4381158، فاكس: 4385991

جوال: 0542666646 / 0505440147

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من أطاعنى دخل الجنة

رواه البخارى

রাসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন

"যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

সহীহ আল্-বুখারী।

সূচীপত্র

নং	أسماء الأبواب	অধ্যায়সমূহ	পৃষ্ঠা
1	بسم الله الرحمن الرحيم	বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	6
2	عرض المترجم	অনুবাদকের আরয	9
3	اصطلاحات الحديث مختصراً	হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষাসমূহ	10
4	النية	নিয়তের মাসায়েল	12
5	فرضية الصلاة	নামাজের ফরজীয়ত	13
6	فضل الصلاة	নামাজের ফজীলত	14
7	أهمية الصلاة	নামাজের গুরুত্ব	16
8	مسائل الطهارة	তাহারাতের মাসায়েল	18
9	الوضوء والتيمم	ওযু এবং তায়াম্মুম	21
10	الستر	ছতরের মাসায়েল	28
11	مساجد وموضع الصلاة	মসজিদ এবং নামাজের স্থান	29
12	مواقيت الصلاة	নামাজের ওয়াক্তসমূহ	33
13	الأذان والاقامة	আযান ও একামত	36
14	السترة	সুতরার মাসায়েল	41
15	مسائل الصف	কাতারের মাসায়েল	43
16	مسائل الجماعة	জামাআতের মাসায়েল	45
17	مسائل الامامة	ইমামতের মাসায়েল	47
18	مسائل المأموم	মুক্তাদির মাসায়েল	51
19	مسائل المسبوق	মাসবুকের মাসায়েল	52
20	صفة الصلاة	নামাজের নিয়ম	53
21	صلاة النساء	মহিলাদের নামাজ	67
22	الاذكار المسنونه	মাসনূন যিকিরসমূহ	70
23	مايجوز فى الصلاة	নামাজে জায়েয বিষয়াদি	73
24	الممنوعات فى الصلاة	নামাজে নিষিদ্ধ বিষয়াদি	76
25	فضل السنن والنوافل	সুন্নাত-নফলের ফজীলত	78

সূচীপত্র

নং	أسماء الأبواب	অধ্যায়সমূহ	পৃষ্ঠা
26	احكام السنن والنوافل	সুন্নাত-নফলের বিধান	80
27	سجدة السهو	সিজদায়ে সাহু	85
28	صلاة القضاء	কাজা নামাজের হুকুম	87
29	صلاة الجمعة	জুমার নামাজ	89
30	صلاة الوتر	বেতরের নামাজ	94
31	صلاة التهجد	তাহাজ্জুদের নামাজ	99
32	صلاة التراويح	তারাবীর নামাজ	101
33	صلاة السفر	সফরের নামাজ	103
34	جمع الصلاة	দুই নামাজ একসাথে পড়া	108
35	صلاة الجنائز	জানাযার নামাজ	109
36	صلاة العيدين	দুই ঈদের নামাজ	114
37	صلاة الاستسقاء	ইস্তেস্কার নামাজ	118
38	صلاة الخوف	ভয়ের নামাজ	120
39	صلاة الكسوف والخسوف	সূর্যগ্রহন ও চন্দ্রগ্রহণের নামাজ	122
40	صلاة الاستخارة	এস্তেখারার নামাজ	123
41	صلاة الضحى	চাশ্তের নামাজ	124
42	صلاة التوبة	তাওবার নামাজ	125
43	تحية الوضوء والمسجد	তাহিয়্যাতুল ওযু এবং তাহিয়্যাতুল মসজিদ	125
44	سجدة الشكر	সিজদায়ে শোকর	126
45	مسائل متفرقة	বিভিন্ন মাসায়েল	127

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أمابعد.

নামাজ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের বড় মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজকে নয়নমণি আখ্যা দিয়েছেন। নামাজের সময় হলে হুজুর (সাঃ) হযরত বেলাল (রজিঃ)কে এই ভাষায় আযান দেয়ার আদেশ দিতেন–"হে বেলাল! আমাকে নামাজ দ্বারা শান্তি দাও।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজকে বেহেস্তে প্রবেশ হওয়ার জন্য জামিনস্বরূপ বলেছেন। হযরত রবীয়া ইবেন কাআব আসলামী (রজিঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত থাকতেন এবং নবী করীম (সাঃ)-এর ওযুর পানি ইত্যাদি প্রস্তুত করে দিতেন। একদা নবী করীম (সাঃ) সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "রবীয়া! যা ইচ্ছা আমার কাছে চাও।" হযরত রবীয়া বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বেহেশতে আপনার সাথে থাকতে চাই। হুজুর (সাঃ) বললেন, "তাহলে বেশী বেশী নামাজ পড়ে আমার সাহায্য কর।" অর্থাৎ তোমার আমলনামায় নামাজ বেশী থাকলে আমার পক্ষে তোমার জন্য সুপারিশ করা সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহপাক কোরআন মজীদে সফলকাম ব্যক্তিদের নিদর্শন বর্ননা করেছেন এই যে, "তাঁরা নামাজের পাবন্ধী করে থাকেন" (সূরা আল-মুমিনূন-৯)। এবং "তাঁদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামাজ কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না" (সূরা আন-নূর-৩৭)। নামাজকে আল্লাহপাক বলেন, "তাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে" (সূরা হজ্ব-৪১)।

দুঃখ-কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সংকটের সময় নামাজই মুমিনের বড় সহায়ক। আল্লাহপাক বলেছেন, "হে মুমিনগণ "তোমরা ধৈর্য্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর" (সূরা আল বাকারা-১৫৩)। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন আল্লাহর আদেশে স্বীয় পরিবার-পরিজনকে 'বায়তুল হারাম' এর পার্শ্ববর্তী মরুভূমিতে নিয়ে এসেছিলেন, তখন আল্লাহর দরবারে এ বলে ফরিয়াদ করেছিলেন, "হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে নামাজ কায়েমকারী করুন" (সূরা ইবরাহীম-৪০)। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর যে সকল গুণাবলীর কথা কোরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর একটি হল–"তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামাজ ও যাকাত আদায়ের আদেশ দিতেন" (সূরা মারইয়াম-৫৫)।

রাসূল করীম (সাঃ)কেও এই আদেশ দেয়া হয়েছে–"হে মুহাম্মদ! (সাঃ) আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন" (সূরা ত্বোয়া-হা-১৩২)। কোরআন মজীদে আল্লাহপাক 'ক্বলবে সলীমে'র সাথে হেদায়ত লাভকারী ভাগ্যবান বান্দাদের যে সকল গুণের উল্লেখ করেছেন এগুলোর একটি হল–"তাঁরা নামাজ কায়েম করে" (সূরা আল-বাকারা-৩)। নামাজে অন্যমনস্কতা এবং অলসতাকে আল্লাহপাক মুনাফিকের নিদর্শন বলেছেন। আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন–"তাঁরা যখন নামাজের জন্য দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায়, একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য" (সূরা আন্-নিসা-১৪২)। সূরা মাউনে আল্লাহপাক সেসব নামাজীর জন্য দুর্ভোগ ও ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা নামাজের ব্যাপারে বেখবর থাকেন। কোরআন মজীদে আল্লাহতায়ালা নামাজ ছেড়ে দেয়াকে বংশগুলোর দূর্ভোগ এবং ধ্বংসের মূল কারণ বলে গণ্য

করেছেন। আল্লাহপাক বলেছেন, "অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা নামাজ নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে।" (সূরা মারইয়াম-৫৯)। কেয়ামত দিবসে জাহান্নামবাসীদের একদল তাঁদের দোযখে যাওয়ার কারণ বর্ণনা করবে এই-"আমরা নামাজ পড়তাম না।" (সূরা মুদ্দাস্‌সির-৪৩)।

নিরাপত্তার অবস্থায় হোক বা শংকায়, গরমের মৌসুমে হোক বা ঠান্ডায়, সুস্থতায় হোক বা অসুস্থতায়, এমনকি জিহাদ এবং যুদ্ধের সময়ে রণক্ষেত্রে পর্যন্তও এ ফরজ রহিত হয় না। রাসূল করীম (সাঃ) পাঁচ ফরজ ব্যতীত, তাহাজ্জুদ, এশরাক, চাশ্‌ত, তাহিয়্যাতুল ওযু এবং তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামাজকে গুরুত্ব দিয়ে পড়তেন। এছাড়া বিশেষ বিশেষ সময়ে নিজ প্রতিপালকের কাছে তাওবা-ইস্তেগফারের জন্যও নামাজকেই মাধ্যম বানাতেন। চন্দ্রগ্রহন বা সূর্যগ্রহন হলে মসজিদে তাশরীফ নিতেন। ভূমিকম্প বা তুফান হলে বা ঝড়-বাতাস হলে মসজিদে তাশরীফ আনতেন। ক্ষুধা, উপবাস বা অন্য কোন দুঃখ-কষ্ট হলে মসজিদে তাশরীফ আনতেন। সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে মসজিদে যেতেন।

নবী জীবনের শেষ দিনগুলোতে অসুস্থ অবস্থাতেও রাসূল করীম (সাঃ) যে বস্তুটির জন্য সবচেয়ে বেশী চিন্তিত ছিলেন তা ছিল নামাজ। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে হুজুর (সাঃ)-এর উপর অজ্ঞান অবস্থা বিরাজ করছিল। এশার সময় যখন চোখ খুললেন সর্বপ্রথম প্রশ্ন করলেন, "লোকেরা কি নামাজ পড়েছে?" উত্তর দেয়া হল না, সবাই আপনার অপেক্ষায় আছেন। তখন রাসূল করীম (সাঃ) উঠার ইচ্ছা করলেন কিন্তু পুনরায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার চোখ খুললেন, পুনরায় সে প্রশ্ন করলেন, "লোকেরা কি নামাজ পড়ে ফেলেছে?" উত্তরে বলা হল, "না, আপনার অপেক্ষায় আছে।" হুজুর (সাঃ) তৃতীয়বারও উঠার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন এবং পূর্বের ন্যায় বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। পরে যখন হুঁশ ফিরে আসল তখন এরশাদ করলেন, "আবুবকর (রজিঃ)কে নামাজ পড়াতে বল।"

মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তে মহানবী (সাঃ) উম্মতকে যে শেষ ওছিয়ত করেছিলেন, তা ছিল-"হে মুসলমান সকল! নামাজ এবং দাস-দাসীর ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকিও।" নবী করীম (সাঃ)-এর উত্তম আদর্শ দ্বারা নামাজের গুরুত্ব একেবারেই স্পষ্ট হয়ে গেছে।

নামাজ নিজে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তদুপরী তার নিয়মও অধিক গুরুত্বের অধিকারী। নামাজের ব্যাপারে শুধু আদায় করার আদেশ দেয়া হয়নি বরং বলা হয়েছে-"আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখ, ঠিক সেভাবেই নামাজ পড়" (বুখারী শরীফ)। তাই সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা নবী করীম (সাঃ)-এর নামাজের নিয়ম সংক্রান্ত যে সকল মাসায়েল জানা গেছে, তা এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেছি। ফেকহী মাজহাবকে সামনে রাখা হয়নি। পক্ষান্তরে কোন ফেকহী মাসলাক'কে শুদ্ধ কিংবা অসুদ্ধ প্রমাণ করার নিছক উদ্দেশ্য নিয়েও হাদীসের এই পান্ডুলিপি তৈরী করা হয়নি। আমার একান্ত লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম (রজিঃ)-এর 'মাসলাক'। যেখানে রয়েছে-হযরত হুজায়ফা (রজিঃ) এক ব্যক্তিকে নামাজ পড়তে দেখলেন, যে রুকু-সেজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করতেছেনা। যখন সে ব্যক্তি নামাজ থেকে ফারেগ হলেন, হযরত হুযায়ফা (রজিঃ) তাকে ডাকিয়া বললেন, তুমি নামাজ পড়নি। এভাবে সারাজীবন নামাজ পড়ে মরে গেলেও ইসলামের বিরুদ্ধ পন্থায় তোমার মৃত্যু হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) এক ব্যক্তিকে ঈদের পূর্বে নফল নামাজ পড়তে দেখে তাকে বাধা দিলেন। লোকটি বললঃ "আল্লাহপাক আমাকে নামাজের জন্য আযাব দিবে না।" তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বললেনঃ "আল্লাহপাক তোমাকে সুন্নাতে রাসূল (সাঃ)-এর

বিরোধিতার কারণে অবশ্যই আযাব দিবে।" হযরত উমারা ইবনে রুওয়ায়বা (রজিঃ) একদা সমকালীন শাসককে জুমার খোতবায় হাত উঠাতে দেখে বললেন, "আল্লাহপাক এ হাতকে বরবাদ করুন। আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে এর চেয়ে বেশী উঠাতে কখনো দেখেনি।" এ বলিয়া শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করলেন। সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ মাসলাক সুন্নাতে রাসূলের প্রতি আসক্তি ও আগ্রহই আমাদের 'মাজহাব'। সেই আসক্তির বশবর্তী হয়ে আমার এই রচনা।

সাহাবায়ে কেরামের (রজিঃ) উক্ত কার্যধারা থেকে বুঝা গেল যে, যে সকল মাসআলাকে শাখা পর্যায়ের কিংবা মতবিরোধপূর্ণ বলে আমরা গুরুত্বহীন মনে করে থাকি, সাহাবায়ে কেরামের কাছে সে সবের কত মূল্যও গুরুত্ব। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি রাসূল করীমের (সাঃ) একথা স্মরণ রাখবে–"যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত গ্রহন থেকে দুরে সরে গেছে, সে আমার উম্মত নয়।" সে কোন সুন্নাতকে সাধারণ এবং গুরুত্বহীন মনে করতে পারে না।

হাদীস সমূহের শুদ্ধাশুদ্ধির ব্যাপারে এ বিষয় স্পষ্ট করে দেয়া অনর্থক হবে বলে মনে করি না যে, 'কিতাবুসসালাত' এর যে পান্ডুলিপি প্রথমে তৈরী করেছিলাম তার অন্ততঃ এক চতুর্থাংশকে এ কারণেই বাদ দিতে হয়েছে যে, সে হাদীসগুলো 'সহীহ' এবং 'হাসান' এর স্তরের ছিল না। রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি (জ্ঞাতসারে) আমার প্রতি এমন কোন কথার নেসবত করেছে, যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা তালাশ করে নেয়।" (তিরমিজি শরীফ)। যে সকল হাদীস কোন উপায়ে 'জয়ীফ' বা দুর্বল প্রমানিত হয়, সে সব হাদীসকে কোন মাজহাবের নিছক পক্ষপাতিত্ব বা বিরোধিতার মানসে লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব মাথায় বহন করার সাহস আমি পায়নি। সর্বতোভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টার পরেও পাঠক মহলের প্রতি আমার এই আন্তরিক আবেদন থাকবে যে, যদি কোন হাদীস 'সহীহ' এবং 'হাসান' এর স্তরের না হয় তাহলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে জানাতে মর্জি করবেন। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত পরের সংস্করণে তা ঠিক করে দেব।

এই পুস্তিকায় সৌন্দর্য্যের যা দিক রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহতায়ালার রহমত ব্যতীত আর কিছু নয়, আর ভুল-ত্রুটি যা আছে সব আমার দুর্বলতার ফল। আল্লাহপাক নিজের ফজলে পুস্তিকাটিকে গ্রহণযোগ্য করুন। আমীন

আমি নির্দ্বিধায় একথা স্বীকার করছি যে, এই পুস্তিকা 'এলমী ভান্ডারে' কোন সংযোজনের কারণ হবে না। তবে আমাদের কাছে অনেক সাধরণ শিক্ষিত লোকেরা আছেন, যারা রাসূল করীম (সাঃ)-এর সুন্নাতের প্রতি অধিক আসক্ত এবং তারা হুজুর (সাঃ)-এর উস্ওয়ায়ে হাসনা থেকে উপকৃত হতে চান। কিন্তু তারা বড় বড় আরবী পুস্তক বা লম্বা-চওড়া উর্দূ অনুবাদ থেকে জ্ঞান আহরণে সক্ষম নন। তাঁদের জন্য এই পুস্তিকাটি ইনশাআল্লাহ উপকারী হবে।

পরিশেষে আমি যেসব সকল সম্মানিত আলেমের শুকরিয়া জ্ঞাপন অত্যন্ত প্রয়োজন মনেকরি যাঁরা স্বীয় অনেক ব্যস্ততার পরেও খুশী মনে এই পুস্তিকাটি পুনরায় গভীর দৃষ্টিতে দেখেছেন। উলামায়ে কেরাম ব্যতীত আমার কিছু অন্যান্য বন্ধুরাও পুস্তিকাটি তৈরী করার ক্ষেত্রে আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন এবং সঠিক নির্দেশনা দান করেছেন।

আল্লাহপাক সবাইকে ইহজগত ও পরজগতে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করুন। আমীন।

ربنا تقبل منا انك أنت السميع العلم.

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী
বাদশাহ সউদ ইউনিভার্সিটি সৌদি আরব
২৭ই রজব, ১৪০৬ হিজরী

অনুবাদকের আরয

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি নিখিল বিশ্বের একমাত্র মালিক এবং দরূদ ও সালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধর এবং সাহাবাগণের প্রতি।

সালাত বা নামাজ ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। কিয়ামতের দিন মানুষের প্রথম হিসাব-নিকাশ হবে নামাজ সম্বন্ধে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সঠিকভাবে প্রিয় নবীর তরীকা অনুযায়ী নামাজ আদায় করা ফরজ। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামাজ আদায় করেছেন তা জানার একমাত্র পন্থা সহীহ হাদীসের অনুসরন করা।

সৌদি আরব, রিয়াদে অবস্থিত বিশিষ্ট আলেম জনাব মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী সাহেব কেবলমাত্র বিশ্বস্ত হাদীসসমূহের আলোকে 'কিতাবুস সালাত' নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে নামাজের যাবতীয় রীতিনীতি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

সত্যিকার অর্থে যারা রাসূল (সাঃ)-এর তরীকানুযায়ী নামাজ আদায় করতে চান, তাঁদের জন্য পুস্তকটি অত্যন্ত সহায়ক হবে এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে 'কিতাবুস সালাত' বাংলায় অনুদিত হলো।

বাহরাইনে অবস্থিত বন্ধুবর জনাব ইঞ্জিনিয়ার শাহজাহান সাহেব পুস্তকটি অনুবাদের প্রেরণা এবং অনুবাদ ও তাহকীকের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহযোগিতা দান করেছেন । আল্লাহপাক তাঁকে উত্তম বদলা দান করুন।

পরিশেষে আল্লাহপাকের দরবারে দোয়া করি যেন পুস্তকটিকে লেখক, অনুবাদক, পাঠক, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং এতে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী সালাত আদায়কারী সকলের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলের উসীলা করুন, আমীন।

বিনীত

কুরআন ও সুন্নাহর খাদেম

মুহাম্মদ হারুন আজীজি নদভী

হাদীসের পরিভাষাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হাদীস ঃ মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীস বলতে বুঝায় হুজুরপাক (সাঃ)-এর যাবতীয় কথা, কাজ, অনুমোদন, সমর্থন ও তাঁর অবস্থার বিবরণ।

মারফুঃ কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাম নিয়ে হাদীস বর্ণনা করলে তাকে হাদীসে 'মারফু' বলে।

মাওকুফ ঃ কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাম নেওয়া ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করলে কিংবা ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করলে তাকে হাদীসে 'মাওকুফ' বলে।

আহাদ ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা 'মুতাওয়াতির' হাদীসের বর্ণনাকারী অপেক্ষা কম হয় তাকে 'আহাদ' বলে। আহাদ তিন প্রকার। যথা-মাশহুর, আজীজ, গরীব।

মাশহুর ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী সর্বস্তরে দু'য়ের অধিক হয়।

আজীজ ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোনস্তরে দু'য়ে দাঁড়িয়েছে।

গরীব ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোনস্তরে একে দাঁড়ায়।

মুতাওয়াতির ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী সকল স্তরে এত বেশী যে, তাঁদের সকলের পক্ষে মিথ্যা হাদীস রচনা অসম্ভব মনে হয় এরূপ হাদীসকে হাদীসে 'মুতাওয়াতির' বলে।

মাকবুল ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সততা এবং তাকওয়া, আদালত সর্বজন স্বীকৃতি হয় তাকে 'মাকবুল' বলে। হাদীসে মাকবুল দুই প্রকার। যথা-সহীহ, হাসান।

সহীহ ঃ যে হাদীস ধারাবাহিকভাবে সঠিক সংরক্ষণ দ্বারা নির্ভরযোগ্য সনদে (সূত্র) বর্ণিত আছে এবং এতে বিরল ও ক্রটিযুক্ত বর্ণনাকারী থাকে না তাকে 'সহীহ' বলে।

হাসান ঃ হাদীসে সহীহের উল্লেখিত গুণাবলী বর্তমান থাকার পর যদি বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল প্রমানিত হয় তাহলে সেই হাদীসকে 'হাসান' বলে।

হাদীসে সহীহের স্তরসমূহ ঃ সহীহ হাদীসের সাতটি স্তর আছে।

প্রথমঃ যে হাদীসকে বুখারী এবং মুসলিম উভয় বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়ঃ যে হাদীস শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয়ঃ যে হাদীস শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থঃ যে হাদীস বুখারী মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চমঃ যে হাদীস শুধু বুখারীর শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠঃ যে হাদীস শুধু মুসলিমের শর্ত মতে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

সপ্তমঃ যে হাদীসকে বুখারী-মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন মুহাদ্দিস সহীহ মনে করেছেন।

গায়রে মাকবুল তথা জয়ীফ ঃ যে হাদীসে সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না তাকে হাদীসে 'জয়ীফ' বলে।

মুআল্লাক ঃ যে হাদীসের এক রাবী বা ততোধিক রাবী সনদের শুরু থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে 'মুআল্লাক' বলে।

মুনকতি ঃ যে হাদীসের এক রাবী বা একাধিক রাবী বিভিন্ন স্তর থেকে বাদ পড়েছে তাকে 'মুনকাত্তি' বলে।

মুরসালঃ যে হাদীসের রাবী সনদের শেষ ভাগ থেকে বাদ পড়েছে অর্থাৎ তাবেয়ীর পরে সাহাবীর নাম নেই তাকে 'মুরসাল' বলে।

মু'দাল ঃ যে হাদীসের দুই অথবা দু'য়ের অধিক রাবী সনদের মাঝখান থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে মু'দাল বলে।

মাওজু ঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে 'মাওজু' বলে।

মাতরূক ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত তাকে 'মাতরূক' বলে।

মুনকার ঃ যে হাদীসের রাবী ফাসেক, বেদাতপন্থী ইত্যাদি হয়, তাকে 'মুনকার' বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ

আস্‌সিত্তা ঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি, আবুদাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজা–এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে 'কুতুবেসিত্তা' বলে।

জামি ঃ যে হাদীস গ্রন্থে ইসলাম সম্পর্কীয় সকল বিষয় যথাঃ আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম, তাফসীর, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদির বর্ণনা থাকে তাকে 'জামি' বলা হয়, যেমনঃ জমি তিরমিজি।

সুনান ঃ যে হাদীস গ্রন্থে শুধু শরীয়তের হুকুম আহকাম সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করা হয় তাকে 'সুনান' বলা হয় যেমনঃ সুনানে আবুদাউদ।

মুসনাদ ঃ যে হাদীসের গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয় তাকে 'মুসনাদ' বলা হয়। যেমনঃ মুসনাদে ইমাম আহমদ।

মুসতাখরাজ ঃ যে হাদীস গ্রন্থে কোন এক কিতাবের হাদীসসমূহ অন্যসূত্রে বর্ণনা করা হয় তাকে 'মুস্তাখরাজ' বলা হয়। যেমনঃ মুস্তাখরাজুল ইসমাঈলী আলাল বুখারী।

মুসতাদরাক ঃ যে হাদীসগ্রন্থে কোন মুহাদ্দিসের অনুসৃত শর্ত মোতাবেক সে সব হাদীস একত্রিত করা হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে বাদ পড়ে গেছে, তাকে 'মুসতাদরাক' বলা হয়। যেমনঃ মুসতাদরাকে হাকেম

আরবায়ীন ঃ যে হাদীস গ্রন্থে চল্লিশটি হাদীস একত্রিত করা হয়েছে। যেমনঃ আরবায়ীনে নববী।

مسائل النية
নিয়তের মাসায়েল

মাসআলা-১ ঃ সকল কর্মের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভর করে।

عن عمربن الخطاب رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى إمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري (١)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রজিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, সকল কর্মের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করবে তাই সে পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি লাভ উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে তাই পাবে। আর যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে তাই পাবে।–বুখারী শরীফ।

মাসআলা-২ ঃ লোক দেখানো নামাজ দাজ্জালের চেয়েও বড় ফিৎনা।

عن أبي سعيد رضى الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندى من المسيح الدجال؟ فقلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الشرك الخفى أن يقوم الرجل فيصلى فيزيد صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه ابن ماجه. (٢) (حسن)

হযরত আবু সাঈদ (রজিঃ) বলেন, একসময় আমরা মসীহ দাজ্জালের সম্পর্কে কথাবার্তা বলতেছিলাম সে সময় আমাদের মাঝে রাসূল করীম (সাঃ) উপস্থিত হলেন এবং আমাদের কথা শুনিয়া তিনি বললেন, আমি তোমাদের দাজ্জালের চেয়েও ভয়ংকর একটি ফিৎনা সম্পর্কে অবহিত করবঃ আমরা উত্তরে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন, তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, গুপ্ত শিরক দাজ্জালের ফিৎনার চেয়েও বেশী ভয়ংকর। আর তা হচ্ছে, এক ব্যক্তি নামাজের জন্য দাঁড়াবে এবং অন্য কেউ তার নামাজের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে দেখে সে নামাজকে লম্বা করবে। –ইবনে মাজা।

মাসআলা-৩ ঃ লোক দেখানো উদ্দেশ্যে নামাজ পড়া শিরক।

عن شداد بن أوس رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلي يرائى فقد أشرك ومن صام يرائى فقد أشرك ومن تصدق يرائى فقد أشرك. رواه أحمد. (٣) (حسن)

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রজিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি লোক দেখানো উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ল সে শিরক করল। যে ব্যক্তি লোক দেখানো উদ্দেশ্যে রোজা রাখল সে শিরক করল। যে ব্যক্তি লোক দেখানো উদ্দেশ্য ছদকা করল সেও শিরক করল। –মুসনাদে আহমদ।

---

১. *সহীহ আল বুখারী (আরবী-বাংলা) ঃ ১/১৯, হাদীস নং-১ (আধুনিক প্রকাশনী)।*
২. *সহীহু সুনানি ইবনে মাজা-তাহ্‌কীক শায়খ আলবানী ঃ দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং-৩৩৮৯, মেশকাত শরীফ-মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী ঃ ৯/২৬৯, হাদীস নং-৫১০১।*
৩. *আত্‌তারগীব ওয়াত্ তারহীব-শায়খ মুহিউদ্দীন আদ্‌দীব ঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৪৩, মেশকাত শরীফঃ ৯/২৬৮, নং-৫০৯৯।*

فرضية الصلاة
নামাজ ফরজ হওয়া

মাসআলা-৪ ঃ নামাজ ইসলামের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রুকন।

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.** رواه البخارى. (١)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। (১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। (২) নামাজ কায়েম করা (৩) যাকাত দেয়া (৪) হজ্ব করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা। –বুখারী।

মাসআলা-৫ ঃ হিজরতের পূর্বে দুই দুই রাকাত নামাজ ফরজ ছিল কিন্তু হিজরতের পর চার চার রাকাত ফরজ হয়েছে।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: فرض الله الصلوة حين فرضها ركعتين ركعتين فى الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر. متفق عليه. (٢)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, আল্লাহতায়ালা আবাসে ও প্রবাসে নামাজ দু'রাকাত করে ফরজ করেছিলেন। পরে প্রবাসের নামাজ ঠিক রাখা হল এবং আবাসের নামাজ বৃদ্ধি করা হল।– বুখারী।

---

১. সহীহ আল বুখারী (আরবী-বাংলা) ঃ ১/৩৪, হাদীস নং-৭।
২. সহীহ আল বুখারী (আরবী-বাংলা) ঃ ১/১৮৭, হাদীস নং-৩৩৭।

فضل الصلاة
নামাজের ফজিলত

মাসআলা-৬ ঃ নিয়মিত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করলে সকল সগীরা গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদা বললেন, আচ্ছা বল দেখি, যদি তোমাদের কারো ঘরের সামনে নদী প্রবাহিত হয় এবং সে ব্যক্তি ঐ নদীতে দৈনিক পাঁচ বার গোসল করে তার শরীরে কোন ধরণের ময়লা থাকবে? ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, না, কোন ময়লা তার শরীরে থাকবেনা। অতঃপর হুজুর (সাঃ) বললেন, এই হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তায়ালা এগুলোর দ্বারা বান্দার সমূহ গুনাহ্ মিটিয়ে দেন। –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৭ ঃ নামাজ গুনাহসমূহের আগুনকে ঠান্ডা করে।

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكاينادى عند كل صلاة يابنى آدم! قوموا إلى نيرانكم التى أوقدتموها فأطفئوها . رواه الطبرانى فى الاوسط. (٢) (حسن)

হযরত আনস ইবনে মালেক (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক নামাজের সময় আল্লাহতায়ালার নির্দিষ্ট ফেরেশতা আহবান করতে থাকে। হে লোক সকল! সেই আগুন নিভার জন্য তৈরী হয়ে যাও, যা তোমরা (নিজ নিজ গুনাহ্ দিয়ে) প্রজ্জ্বলিত করেছ।"–তাবরানী।

মাসআলা-৮ ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত আদায়কারী কিয়ামতের দিন সিদ্দীক এবং শহীদগণের সাথে থাকবে।

عن عمر بن مرة الجهنى رضى الله عنه قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله! أرأيت إن شهدت أن لاإله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء . رواه ابن حبان. (٣) (صحيح)

হযরত আমর ইবনে মুররাহ আল্ জুহানী (রজিঃ) বলেন, "এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি এ সাক্ষ্য প্রদান করি যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি, যাকাত প্রদান করি এবং রমজান মাসে সিয়াম পালন করি ও তার রাত্রিতে তারাবীহ পড়ি। তাহলে আমি কাদের অন্তর্ভূক্ত হব? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তখন তুমি সিদ্দীক এবং শহীদগণের অন্তর্ভূক্ত হতে পারবা।" –ইবনে হিব্বান

---

১. *মেশকাত শরীফ ঃ ২/২০৮, হাদীস নং-৫১৯, মুখতাছারু সহীহ বুখারী নং-৩৩০।*

২. *সহীহুত্ তারগীব ওয়াত্তারহীব-শায়খ আলবানী-প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৩৫৫।*

৩. *সহীহুত্ তারগীব ওয়াত তারহীব ঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৩৫৮।*

মাসআলা-৯ ঃ অন্ধকার রজনীতে মসজিদে আগমণকারী নামাজীদের জন্য কিয়ামতের দিন পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ আছে।

عن بريدة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين فى الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبوداؤد والترمذى (٢)

হযরত বুরায়দা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যারা অন্ধকারে মসজিদে যায়, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও।" –আবুদাউদ, তিরমিজি।

মাসআলা-১০ ঃ মসজিদে আগমনকারী নামাজী আল্লাহর সাক্ষাৎকার, আল্লাহ তাঁদের সম্মান করেন।

عن سلمان رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فى بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. رواه الطبرانى (٣) (حسن)

হযরত সালমান ফারেসী (রজিঃ) বললেন, নবী করীম (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযু করে মসজিদে আসল সে আল্লাহর সাক্ষাৎকার। আর সাক্ষাৎকারীর সম্মান করা মেজবানের অধিকার।–তাবরানী।

---

১. *সহীহ্ সুনানি আবি দাউদ ঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৫২৫।*

২. *সহীহুত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৩২০ ।*

أهمية الصلوة
নামাজের গুরুত্ব

মাসআলা-১১ ঃ বেনামাজীর হাশর হবে কারুন, ফেরআউন, হামান এবং উবাই ইবনে খালাফের সাথে।

عن عبد الله بن عمروبن العاص رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا و برهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن خلف. رواه ابن حبان. (١) (حسن)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম (সাঃ) নামাজ সম্পর্কে বলতে বলতে বলেছেন, যে ব্যক্তি রীতিমত নামাজ আদায় করবে কিয়ামত দিবসে সে নামাজ তার জন্য আলো, প্রমাণ এবং মুক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর যে ব্যক্তি নিয়মিত নামাজ পড়বে না তার জন্য কোন আলো, প্রমাণ এবং মুক্তি হবেনা। বরং কিয়ামত দিবসে সে কারুন, ফেরআউন, হামান এবং উবাই ইবনে খালাপের সাথেই হবে। –ইবনে হিববান।

মাসআলা-১২ ঃ ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার সীমা হচ্ছে নামাজ।

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول سالله صلى الله عليه وسلم : **بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة.** رواه مسلم. (٢)

হযরত জাবের (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, মুসলমান বান্দা এবং কুফরের মধ্যকার সীমা হচ্ছে নামাজ ছেড়ে দেয়া। –মুসলিম।

মাসআলা-১৩ ঃ দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলে মেয়েরা নামাজে অব্যস্ত না হলে তাদেরকে প্রয়োজনে মারধর করে নামাজ পড়াতে হবে।

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : **مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم فى المضاجع.** رواه أبوداؤد. (٣) (صحيح)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের ছেলেমেয়েরা সাত বৎসরের হবে তখন তাদেরকে নামাজের আদেশ কর। আর যখন দশ বৎসরে উপনীত হবে অথচ রীতিমত নামাজ আদায় করে না তখন তাদেরকে মারধর করে হলেও নামাজের জন্য বাধ্যকর। আর দশ বছরের ছেলেমেয়েদেরকে আলাদা আলাদা শোয়ার ব্যবস্থা কর। –আবুদাউদ।

---

১. *সহীহ্ ইবনে হিব্বান–আরনাউতঃ চতুর্থ খন্ড, হাদীস নং-১৪৬৭, মেশকাত শরীফ ঃ ২/২১৫, হাদীস নং-৫৩১।*
২. *মুখতাছারু সহীহি মুসলিম–শায়খ আলবানী ঃ হাদীস নং-২০৪, মেশকাত শরীফ ঃ ২/২১১, হাদীস নং-৫২৩।*
৩. *সহীহ্ সুনানি আবিদাউদ ঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৪৬৫, মেশকাত শরীফ নং-৫২৬।*

মাসআলা-১৪ ঃ শুধু আছরের নামাজ পড়তে না পারা পরিবারবর্গ ও সমূহ ধন সম্পদ লুটে যাওয়ার নামান্তর।

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : **الذى تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. متفق عليه.** (١)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তির আছরের নামাজ ছুটে গেল তার যেন পরিবারবর্গ ও সমূহ ধন সম্পদ লুটে গেল।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-১৫ ঃ নামাজে অবহেলার শাস্তি।

عن سمرة بن جندب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الرؤيا قال: **أما الذى يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة.** رواه البخارى. (٢)

হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোরআন মজীদ মুখস্থ করে পরে ভুলে ফেলেছে, আর যে ব্যক্তি ফরজ নামাজ আদায় না করে শুয়ে পড়েছে কিয়ামত দিবসে উভয়কে পাথর ছুড়ে মাথা ভেঙ্গে দেয়া হবে।" –বুখারী।

মাসআলা-১৬ ঃ এশা এবং ফজরের নামাজে মসজিদে না আসা মুনাফিকের আলামত।

মাসআলা-১৭ ঃ যারা জামাতের সহিত নামাজ পড়েনা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولوحبوا، لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد.** متفق عليه. (٣)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মুনাফিকদের জন্য এশা ও ফজরের সালাতের চেয়ে ভারী কোন সালাত নেই। তারা যদি এই দুই সালাতের কি মর্যাদা আছে জানতে পারতো, তবে হামাগুড়ি দিয়েও এই দুই সালাতে উপস্থিত হতো। আমি মনস্থ করেছিলাম যে, মুয়াজ্জিনকে আদেশ করব, সে ইকামত বলবে, এরপর একজনকে আদেশ করব, সে লোকদের ইমামত করবে, তারপর আমি অগ্নিশিখা হাতে নিয়ে সেইসকল লোকদের ঘর জ্বালিয়ে দিই যারা আযান-ইকামতের পরেও মসজিদে আসল না।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-১৭ ঃ সুন্নাতের বিপরীত আদায়কৃত নামাজ কেয়ামতের দিন অসফলতার কারণ হবে।

মাসআলা-১৮ ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহর হকগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব হবে।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيئ قال الرب تبارك وتعالى: أنظروا هل لعبدى من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك .** رواه الترمذى. (٤) (صحيح)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "কেয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। যদি নামাজ ঠিক হয় তাহলে সে সফলকাম। আর যদি নামাজ ঠিক না হয়, তাহলে সে অসফলকাম। যদি বান্দার ফরজ ইবাদতে ঘাটতি থাকে তখন আল্লাহপাক বলবেনঃ আমার বান্দার আমলনামায় কোন নফল ইবাদত আছে কিনা দেখ। যদি থাকে তাহলে নফল দিয়ে ফরজ পূর্ণ করে দেয়া হবে। তারপর বাকী আমলসমূহের হিসাবও এইভাবে করা হবে।"– তিরমিজি।

---

১. *মুখতাছারু সহীহি বুখারী–যবীদি ঃ হাদীস নং-৩৪০, মেশকাত শরীফ নং-৫৪৬।*
২. *সহীহ্ আল বুখারী ঃ ১/৪৬৮, হাদীস নং-১০৭২।*
৩. *আল্ লু'লউ ওয়াল মারজান ঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৩৮৩।*
৪. *সহীহ্ সুনানিত্ তিরমিজি ঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৩৩৭।*

مسائل الطهارة
তাহারাত বা পবিত্রতার মাছায়েল

মাসআলা-১৯ ঃ স্ত্রীসহবাসের পর গোসল করা ফরজ।

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.** متفق عليه. (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাসে মিলিত হয় তখন কোন বীর্য নির্গত হোক বা না হোক উভয় অবস্থায় তার উপর গোসল ফরজ হয়ে যায়। --বুখারী, মুসলিম

মাসআলা-২০ ঃ স্বপ্নদোষ হলে গোসল করা ফরজ। এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য 'ওযু ও তায়াম্মুম' অধ্যায়ের মাসআলা নং-৪৭ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-২১ ঃ জনাবত তথা ফরজ গোসলের মাসনূন নিয়ম হল এইঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. (٢)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রজিঃ) বলেন, যখন রাসূল করীম (সাঃ) জনাবত তথা ফরজ গোসল করতেন। তখন প্রথমে (কব্জি পর্যন্ত) দু'হাত ধুঁয়ে ফেলতেন। অতঃপর ডানে বামে পানি দিয়ে লজ্জাস্থান পরিষ্কার করতেন। তারপর ওজু করতেন। তারপর আঙ্গুলের সাহায্যে মাথার চুলের গোড়ায় পানি পৌছাতেন। তারপর তিনবার মাথায় পানি দিতেন। অতঃপর সারা শরীরে পানি ঢালতেন। পরিশেষে আবার হাত পা ধৌত করতেন।–বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-২৩ ঃ মজি বের হলে গোসল ফরজ হয় না।

মাসআলা-২৩ ঃ অসুস্থতার কারণে সম্পূর্ণভাবে পবিত্রতা অর্জন সম্ভব না হলে তখন সে অবস্থাতেই নামাজ আদায় করতে হবে। তবে প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন নতুন ওযু করতে হবে।

عن علي رضى الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ . متفق عليه. (٣)

হযরত আলী (রজিঃ) বলেন, আমি মজি রোগে আক্রান্ত ছিলাম অর্থাৎ বেশী আকারে মজি বের হত। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে আমার ভীষণ লজ্জা হত। কারণ তাঁর কন্যা ফাতেমা (রজিঃ) আমার আকদে ছিল, অতএব আমি হযরত মেকদাদকে বললাম যেন রাসূল করীম (সাঃ) থেকে উক্ত বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে। তিনি জিজ্ঞাসা করলে নবী করীম (সাঃ) বলেন, লজ্জাস্থানকে ধৌত করবে এবং ওযু করবে। –বুখারী, মুসলিম।

---

১. আল্লু'লু ওয়াল মারজান ঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-১৯৯, মেশকাত শরীফ, নং-৩৯৬ ।

২. মুসলিম শরীফ ঃ ২/৮৩, হাদীস নং-৬০৯।

৩. মুসলিম শরীফ ঃ ১/৭২, হাদীস নং-৫৮৬।

عن عائشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت أبى حبيش رضى الله عنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئى فصلى. رواه أبوداؤد والنسائى. (١) (حسن)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত যে, ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশ এস্তেহাজা রোগী ছিল। তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, হায়েজের রক্ত কাল রং দ্বারা বুঝা যায়। সুতরাং হায়েজের রক্ত দেখা দিলে নামাজ পড়িও না। হায়েজ ব্যতীত অন্য রক্ত হলে তখন ওযু করে নামাজ পড়তে হবে।–আবুদাউদ, নাসাঈ।

মাসআলা-২৪ ঃ ঋতুবতী মহিলা এবং জুনুবী মসজিদ অতিক্রম করতে পারবে কিন্তু মসজিদে দাঁড়াতে পারবে না।

عن عائشة رضى اله عنها قالت: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولينى الخمرة من المسجد، قالت: فقلت إنى حائض فقال: **إن حيضتك ليست فى يدك**. رواه مسلم. (٢)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে আমার জায়নামাযটি নিয়ে এস! আমি বললাম, 'আমিতো ঋতুবতী'। হুজুর (সাঃ) বললেন, 'তোমার হায়েজ তো তোমার হাতে নয়।' –মুসলিম।

عن جابر رضى الله عنه قال: كان أحدنا يمر فى المسجد جنبا مجتازاً. رواه سعيد بن منصور. (٣)

হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, "আমরা জনাবত অবস্থায় মসজিদ অতিক্রম করে যেতাম।" –সাঈদ ইবনে মনছুর।

মাসআলা-২৫ ঃ প্রস্রাব-পায়খানার হাজত সারার জন্য পর্দা করা জরুরী।

عن أنس رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. رواه الترمذى وأبوداؤد والدارمى. (٤) (صحيح)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ) যখন প্রয়োজন সারার জন্য বসতেন, তখন জমির নিকটে গিয়ে কাপড় উঠাতেন।" –তিরমিজি, আবুদাউদ।

عن جابر رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. رواه أبوداؤد. (٥) (صحيح)

হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন হাজত সারার ইচ্ছা করতেন তখন বসতি থেকে অনেক দূরে যেতেন যেন কেউ না দেখে।

---

১. *সহীহ্ সুনানি নাসাঈ–তাহকীক ঃ শায়খ আলবানীঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-২৬৪।*
২. *মুসলিম শরীফ (আরবী-বাংলা) ঃ ২/৬৯, হাদীস নং-৫৮০।*
৩. *মুনতাকাল আখবার ঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৩৯১।*
৪. *সহীহ্ সুনানিত তিরমিজী ঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-১৩।*
৫. *সহীহ্ সুনানি আবীদাউদ ঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-২।*

মাসআলা-২৬ ঃ প্রস্রাব থেকে অসতর্কতা কবরে আযাবের কারণ হয়ে থাকে।

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **عامة عذاب القبر فى البول فاستنزهوا من البول.** رواه البزار والطبراني والحاكم والدار قطنى. (١) (صحيح)

হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "প্রস্রাবের কারণেই বেশীর ভাগ কবরে আযাব হবে, সুতরাং তা থেকে বেঁচে থাকো।" –বাযযার, তাবরানী।

মাসআলা-২৭ ঃ ডান হাত দ্বারা শৌচ করা নিষেধ।

عن أبى قتادة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولايتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس فى الإناء. رواه مسلم. (٢)

হযরত আবু কাতাদাহ (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "পেশাব করার সময় কেউ ডান হাত দিয়ে স্বীয় মূত্রাঙ্গ স্পর্শ করবে না এবং ডান হাত দ্বারা শৌচও করবেনা, আর (কোন কিছু পান করার সময়) পাত্রে শ্বাস নিবেনা। –মুসলিম।

মাসআলা-২৮ ঃ শৌচাগারে প্রবেশ করার সময় এই দোয়া পাঠ করা সুন্নাত।

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: **اللهم إنى أعوذبك من الخبث والخبائث.** متفق عليه. (٣)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন শৌচাগারে প্রবেশ করতেন তখন এই দোয়া পাঠ করতেন, হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট অপবিত্র জ্বিন নর ও নারীর (অনিষ্ট) হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-২৯ ঃ শৌচাগার থেকে বের হওয়ার সময় غفرانك (গোফরানাকা) বলা সুন্নাত।

عن عائشة رضي الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: **«غفرانك»..** رواه أحمد وأبوداؤد والنسائى والترمذى وابن ماجه. (٤) (صحيح)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) যখন শৌচাগার থেকে বের হতেন তখন বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" –আহমদ, আবুদাউদ, নাসাঈ।

---

১. সহীহুত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব–শায়খ আলবানী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং-১৫২।

২. মুসলিম শরীফ (আরবী-বাংলা, ইঃ ফাউন্ডেশন) ঃ ১/৩৭, হাদীস নং-৫০৪।

৩. আললু'লুউ ওয়াল মারজানঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-২১১, মুসলিম শরীফঃ নং-৭১৫।

৪. সহীহ্ সুনানি আবীদাউদঃ প্রথম খন্ড, নং-২৩, মেশকাত শরীফ, নং-৩৩২।

الوضوء والتيمم
ওযু ও তায়াম্মুমের মাসায়েল

মাসআলা-৩০ ঃ ওযু করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' পড়া জরুরী।

عن سعيد بن زيد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الترمذى وابن ماجة. (١) (حسن)

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ওযুর পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' পড়েনি তার ওযু হবে না।" –তিরমিজী, ইবনে মাজা।

মাসআলা-৩১ ঃ ওযুর পূর্বে নিয়তের প্রচলিত শব্দ (نويت أن أتوضأ) হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা-৩২ ঃ ওযুর মসনূন তরীকা নিম্নরূপ।

عن حمران أن عثمان رضى الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئى هذا. متفق عليه. (٢)

হযরত হুমরান বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান (রজিঃ) ওযুর জন্য পানি নিলেন এবং প্রথমে কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত তিন তিন বার ধৌত করলেন। তারপর কুলি করলেন। এরপর নাকে পানি দিলেন এবং ভাল মতে পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনবার মুখ ধৌত করলেন। তারপর কনুই পর্যন্ত প্রথমে ডান ও পরে বাম হাত তিন তিন বার ধৌত করলেন। তারপর মাথা মসেহ করলেন। তারপর টাখনু তথা ছোট গিরাসহ প্রথমে ডান পরে বাম পা তিন তিন বার ধৌত করলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে এভাবেই ওযু করতে দেখেছি। –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৩৩ ঃ ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো এক থেকে তিনবার পর্যন্ত ধোয়া জায়েয। এর চেয়ে বেশী ধুইলে গুনাহ হবে।

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: توضأ النبى صلى الله عليه وسلم مرة مرة. رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبوداؤد والنسائى والترمذى وابن ماجه. (٣)

হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ওযু করার সময় ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো একএকবার ধৌত করেছিলেন। –আহমদ বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

عن عبد الله بن زيد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. رواه أحمد والبخارى. (٤)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ওযুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো দুই দুইবার ধৌত করেছেন। –আহমদ, আবুদাউদ, বুখারী।

---

১. সহীহ্ সুনানিত্ তিরমিজী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং-২৪, তিরমিজী (আরবী-বাংলা) নং-২৫।

২. মুসলিম শরীফঃ ২/৩, হাদীস নং-৪২৯

৩. সহীহ আল বুখারী ঃ ১/১১০, হাদীস নং-১৫৪।

৪. সহীহ আল বুখারী ঃ ১/১১০. হাদীস নং-১৫৫।

عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم قال: جاء أعرابى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد والنسائى وابن ماجه. (١) (حسن)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ-এর নিকট ওযুর নিয়ম জানতে চাইল। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে তিন তিন বার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধুয়ে ওযু করে দেখালেন। তারপর বললেন, এই হল ওযু। যে ব্যক্তি এর চেয়ে অতিরিক্ত করবে সে অনিয়ম, সীমালংঘন ও অন্যায় করবে। –আহমদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

মাসআলা-৩৪ ঃ রোজা না হলে ওযু করার সময় ভালভাবে নাকে পানি পৌঁছাতে হবে।

মাসআলা-৩৫ ঃ উভয় হাত ও উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ এবং দাঁড়িতে খেলাল করা সুন্নাত।

عن لقيط بن صبرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ فى الإستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبوداؤد والترمذى والنسائى وابن ماجه. (٢) (صحيح)

হযরত লকীত ইবনে ছাবুরাহ (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "ভালভাবে ওযু কর, হাত পায়ের আঙ্গুলসমূহে খেলাল কর। আর যদি রোজা না হয় তাহলে ভালভাবে নাকে পানি পৌঁছাও।।" –আবুদাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

عن عثمان رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته فى الوضوء. رواه الترمذى. (٣) (صحيح)

হযরত উসমান (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, "রাসূল করীম (সাঃ) ওযু করার সময় দাঁড়ি মোবারকে খেলাল করতেন।" –তিরমজি, ইবনে খুযায়মা, বুখারী।

মাসআলা-৩৬ ঃ শুধু চতুর্থাংশ মাথা মসেহ করা হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয়।

মাসআলা-৩৭ ঃ গর্দান মসেহ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা-৩৮ ঃ মাথা মসেহ এর মসনূন তরীকা এই ঃ

عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضى الله عنه فى صفة الوضوء قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه. رواه البخارى. (٤)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রজিঃ) ওযুর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'হাত দিয়ে মাথা মসেহ করলেন, উভয় হাত অগ্র-পশ্চাত টেনে। শুরু করলেন মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে এবং নিয়ে গেলেন ঘাড় পর্যন্ত। তারপর যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে ফিরিয়ে আনলেন।" –বুখারী।

---

১. *সহীহ্ সুনানি ইবনে মাজা ঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৩৩৯, মেশকাত নং-৩৮৩*

২. *সহীহ্ সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-১২৯।*

৩. *সহীহ্ সুনানিত তিরমিজি, প্রথম খন্ড, হাদীস নং-২৮।*

৪. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/১২০, হাদীস নং-১৮০।*

মাসআলা-৩৯ ঃ মাথার সাথে কানের মসেহ করা জরুরী।

মাসআলা-৪০ ঃ কানের মসেহ এর মসনুন তরীকা এইঃ

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فى صفة الوضوء قال: ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. رواه النسائى. (١) (حسن)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) ওযুর বর্ণনায় বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাথা মসেহ করলেন এবং শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে কানের ভিতর ও বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে কানের বাহির মসেহ করলেন।" –নাসাঈ।

মাসআলা-৪১ ঃ ওযুর অঙ্গগুলোর মধ্যে কোন অংশ শুকনা না থাকা চাই।

عن أنس رضى الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفى قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء. فقال: **ارجع فأحسن وضوءك.** رواه أبوداؤد والنسائى. (٢) (صحيح)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে ওযু করার সময় তাঁর পায়ে নখ পরিমাণ জায়গা শুকনা রয়ে গেছে। তখন তাকে বললেন, যাও পুনরায় ওযু করে আস। –আবুদাউদ, নাসাঈ।

মাসআলা-৪২ ঃ রাসূল করীম (সাঃ) প্রত্যেক ওযুর সময় মিসওয়াক করার উৎসাহ প্রদান করেছেন।

মাসআলা-৪৩ ঃ মিসওয়াকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائى وصححه إبن خزيمة. (٣) (صحيح)

হযরত আবুহুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টের কারণ না হত তাহলে আমি প্রত্যেক নামাজের সাথে মিসওয়াকের আদেশ দিতাম।" মালেক, আহমদ, নাসাঈ, ইবনে খুযায়মা।

মাসআলা-৪৪ ঃ ওযুর সাথে পরিহিত জুতা, মৌজা এবং জৌরবের উপর মসেহ করা জায়েয।

মাসআলা-৪৫ ঃ মসেহ এর সময় মুকীমের জন্য একদিন এক রাত, আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত।

মাসআলা-৪৬ ঃ জুনুবী তথা শরীর অপবিত্র হয়ে গেলে মসেহ এর সময় শেষ হয়ে যায়।

عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: توضأ النبى صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين.

رواه احمد والترمذى وابوداؤد وابن ماجة (٤) صحيح

মুগীরা বিন শো'বা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাঃ) ওযু করলেন, আর উভয় মোজা এবং জুতার উপর মাসাহ করলেন।

---

১. সহীহ্ সুনান আল নাসাঈ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৯৯।

২. সহীহ্ সুনানি আবি দাউদঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-১৫৮।

৩. সহীহ সুনান আল্ নাসায়ীঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৭।

৪. সহীহ সুনান আল্ নাসায়ীঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-১২১, মেশকাত-৪৮৮।

عن صفوان بن عسال رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. رواه الترمذى والنسائى. (١) (حسن)

হযরত ছফওয়ান ইবনে আসসাল (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমরা সফরে থাকতাম তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে তিনদিন তিন রাত মৌজা পরিধান করে রাখার আদেশ দিতেন। পায়খানা প্রস্রাব বা তন্দ্রায় এই হুকুমে পরিবর্তন হত না। তবে জনাবত তথা স্ত্রীসহবাস ইত্যাদি কোন কারণে শরীর অপবিত্র হয়ে গেলে তখন মৌজা খুলে ফেলার আদেশ দিতেন। –তিরমিজি, নাসাঈ।

عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: جعل النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعنى فى المسح على الخفين . رواه مسلم. (٢)

হযরত আলী (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাতের অনুমতি দিয়েছিলেন, আর মুকীমের জন্য একদিন এক রাতের অনুমতি দিলেন। – মুসলিম।

মাসআলা-৪৭ ঃ এক ওযু দ্বারা কয়েক নামাজ পড়া যায়।

عن بريدة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد. رواه مسلم. (٣)

হযরত বুরায়দা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা বিজয়ের দিবসে এক ওযু দ্বারা কয়েক নামাজ পড়েছেন। –মুসলিম।

মাসআলা-৪৮ ঃ পানি পাওয়া না গেলে ওযুর বদলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করা চাই।

মাসআলা-৪৯ ঃ ওযু বা গোসল অথবা একসাথে উভয়ের জন্য একবার তায়াম্মুম যথেষ্ট।

মাসআলা-৫০ ঃ স্বপ্নদোষ হলে গোসল করা ফরজ।

মাসআলা-৫১ ঃ তায়াম্মুমের মসনুন তরীকা এইঃ

عن عماربن ياسر رضى الله عنه قال: بعثنى النبى صلى الله عليه وسلم فى حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت فى الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه واللفظ لمسلم. (٤)

হযরত আম্মার ইবনে য়াসের (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) আমাকে একটি কাজে পাঠিয়েছিলেন, তথায় আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। আমি পানি পাইছিলাম না। তখন আমি গোসলের জন্য তায়াম্মুমের নিয়তে চতুষ্পদ জন্তুর মত কয়েকবার এদিক সেদিক মাটিতে গড়াগড়ি করলাম। অতঃপর নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে ঘটনা বললাম, নবী (সাঃ) আমাকে বললেন, তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হয়ে যেত যে, পবিত্র মাটিতে একবার হাত মারিয়া উভয় হাত এবং মুখমন্ডলকে মসেহ করে ফেলতে। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) তা করে দেখালেন। –বুখারী, মুসলিম।

---

১. *সহীহ্ সুনানিত্ তিরমিজিঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৮৩, মেশকাত-৪৮৫।*
২. *মুসলিম শরীফ, ২/৪৮, হাদীস নং-৫৩০।*
৩. *মুসলিম শরীফ ঃ ২./৪৯, হাদীস নং-৫৩৩।*
৪. *মুসলিম শরীফঃ ২/১২৯, হাদীস নং-৭০৩।*

মাসআলা-৫২ ঃ ওযুর শেষে নিম্নলিখিত দোয়া পড়া সুন্নাত।

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مامنكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء». رواه أحمد ومسلم وأبوداؤد والترمذى. (١) (صحيح)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে ওযু করে এই দোয়া পড়বে–"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ চাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তার কোন শরীক নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল।" সেই ব্যক্তির জন্য বেহেশতের আটটি দরজা খোলা থাকবে যেটা ইচ্ছা হয় প্রবেশ করতে পারবে।–আহমদ, মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিজি।

মাসআলা-৫৩ ঃ ওযুর বিভিন্ন অঙ্গ ধোয়ার সময় বিভিন্ন দোয়া পাঠ করা বা কালিমা শাহাদাত পাঠ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা-৫৪ ঃ ওযু করার পর অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বা বেহুদা কার্যাদি থেকে বিরত থাকা চাই।

عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه فى الصلاة. رواه أحمد والترمذى وأبوداؤد والنسائى والدارمى. (٢) (صحيح)

হযরত কা'আব ইবনে উজরা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ ওযু করে মসজিদের দিকে যাত্রা করবে, তখন রাস্তায় আঙ্গুলে আঙ্গুল দিয়ে চলবেনা। কারণ ওযুর পর সে নামাজরত অবস্থায় থাকে। –আহমদ, তিরমিজি, আবুদাউদ, নাসাঈ, দারিমী।

মাসআলা-৫৫ ঃ হেলান দেয়া ছাড়া অবস্থায় ঘুম আসলে তাতে ওযু বা তায়াম্মুম নষ্ট হবে না।

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولايتوضؤون. رواه أبو داؤد وصححه الدار قطنى. (٣) (صحيح)

হযরত আনস ইবনে মালেক (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবীকরীম (সাঃ)-এর যুগে ছাহাবায়ে কেরাম (রজিঃ) এশার নামাজের জন্য অপেক্ষা করতে করতে তাঁদের ঘুম চলে আসত। তখন তারা দ্বিতীয়বার ওযু করা ব্যতীত নামাজ পড়ে ফেলতেন। –আবুদাউদ, দারাকুতনী।

মাসআলা-৫৬ ঃ মজি বের হলে ওযু টুটে যাবে।

عن على قال كنت رجلا مذاء فكنت أستحيى أن أسئل النبى صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضاء. رواه مسلم. (٤)

হযরত আলী (রজিঃ) বলেন, আমার বেশী বেশী মজি বের হত। হুজুর (সাঃ) এর কাছে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে আমার লজ্জা হত কেননা তাঁর কন্যা আমার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তাই আমি মেকদাদকে হুজুর (সাঃ)-এর কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য বললাম। তিনি জিজ্ঞাস করলেন, উত্তরে রাসূল করীম (সাঃ) বললেন, "লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে এবং ওযু করবে।" মুসলিম।

---

১. *সহীহু সুনানিত্ তিরমিজিঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৪৮।*
২. *সহীহু সুনানি আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৫২৬, মেশকাত নং-৯২৯।*
৩. *সহীহু সুনানি আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং-১৮৩, মেশকাত নং-২৯৪।*
৪. *মুখতাছারু মুসলিম আলবানীঃ হাদীস নং-১৪৪, মেশকাত নং-২৮২।*

মাসআলা-৫৭ ঃ বাতকর্ম হলে ওযু ভেঙ্গে যাবে।

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاوضوء إلا من صوت أو ريح. رواه الترمذى. (١) (صحيح)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যতক্ষণ শব্দ হবে না বা গন্ধ হবে না ততক্ষণ ওযু করতে হয় না।" –তিরমিজি।

মাসআলা-৫৮ ঃ কাপড়ের আড়াল ব্যতীত পুরুষাঙ্গে হাত লাগালে ওযু ভেঙ্গে যায়।

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد. (٢) (صحيح)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কাপড়ের আড়াল ব্যতীত স্বীয় পুরুষাঙ্গে হাত লাগাবে তার জন্য ওযু ওয়াজিব।" –আহমদ।

মাসআলা-৫৯ ঃ শুধু সন্দেহের কারণে ওযু ভাঙ্গে না।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. (٣)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, "যদি তোমাদের কেউ পেটে কোন অসুবিধা বোধকরে বা বাতাস বের হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ হয় তাহলে যতক্ষণ দুর্গন্ধ না পাবে বা কোন শব্দ না শুনবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওযুর জন্য মসজিদ থেকে বের হবে না।" –মুসলিম।

মাসআলা-৬০ ঃ আগুন তাপে প্রস্তুতকৃত খাদ্য আহার করলে ওযু যাবে না। তবে উটের গোস্ত খাওয়ার পর ওযু করা উত্তম।

عن جابر بن سمرة رضى الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلاتتوضأ. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. رواه أحمد ومسلم. (٤)

হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল করীম (সাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, ছাগলের গোস্ত খেলে আমাদেরকে ওযু করতে হবে কি? হুজুর (সাঃ) বললেন, করতেও পার এবং নাও করতে পার। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তাহলে উটের গোস্ত খেলে কি ওযু করতে হবে? তখন হুজুর (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, উটের গোস্ত খেয়ে ওযু কর। –আহমদ, মুসলিম।

---

১ সহীহ সুনানিত তিরমিজি ঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৬৪, মেশকাত নং-২৮৯।

২. নায়লুল আউতারঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-২৫৫

৩. মুখতাছারু মুসলিম-আলবানীঃ হাদীস নং-১৫০, মেশকাত নং-২৮৫।

৪. মুখতাছারু মুসলিম-আলবানীঃ হাদীস নং-১৪৬, মেশকাত নং-২৮৪।

মাসআলা-৬১ ঃ কোন মুক্তাদির ওযু ভেঙ্গে গেলে তাকে নাকে হাত দিয়ে মসজিদ থেকে বের হতে হবে এব নতুনভাবে ওযু করে নামাজ পড়তে হবে।

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبى صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم فى صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. رواه أبوداؤد. () (صحيح)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যদি নামাজাবস্থায় তোমাদের কারো ওযু চলে যায় তাহলে তাকে নাকে হাত দিয়ে বের হতে হবে এবং নতুন ওযু করে আসতে হবে।" –আবু দাউদ।

বিঃদ্রঃ যে সকল কারণে ওযু ভেঙ্গে যায়, সেগুলো দ্বারা তায়াম্মুমও ভেঙ্গে যায়। এছাড়া পানি পাওয়া গেলে বা পানি ব্যবহার করার শক্তি হলেও তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়।

মাসআলা-৬২ ঃ ওযুর পর দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করা মুস্তাহাব।

মাসআলা-৬৩ ঃ তাহিয়্যাতুল ওযু বেহেশতে প্রবেশকারী আমল। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৪৯৯ দেখুন।

১. সহীহ সুনানি আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৯৮৫, মেশকাত নং-৯৪২।

الســتر
সতরের মাসায়েল

মাসআলা-৬৪ ঃ শুধু একটি কাপড় দ্বারাও নামাজ পড়তে পারবে। তবে কাঁধ ঢাকা থাকা আবশ্যক।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يصلين أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شىء» . متفق عليه. (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের কেউ এক কাপড়ে নামাজ পড়বে না, যদি কাঁধ ঢাকা না থাকে।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৬৫ ঃ নামাজে মুখ ঢেকে রাখা নিষেধ।

মাসআলা-৬৬ ঃ নামাজাবস্থায় দু'কোণ খোলা রেখে কাঁধের উপর দিয়ে চাদর ঝুলানো নিষেধ। এইটাকে আরবীতে 'সদল' বলা হয়।

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل فى الصلاة وأن يغطى الرجل فاه. رواه أبوداؤد. والترمذى. (٢) (حسن)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) নামাজে 'সদল' করা এবং মুখ ঢেকে রাখা থেকে নিষেধ করেছেন। –আবুদাউদ, তিরমিজি।

মাসআলা-৬৭ ঃ পায়জামা, সালোয়ার, কুরতা, লুঙ্গী ইত্যাদি গোড়ালির নীচে যাওয়া নিষেধ।

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففى النار، رواه البخارى. (٣)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "লুঙ্গীর যে অংশ গোড়ালীর নীচে যাবে তা জাহান্নামে যাবে।" –বুখারী।

মাসআলা-৬৮ ঃ মাথায় চাদর বা মোটা উড়না না রাখলে মহিলাদের নামাজ হয় না।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقبل صلاة حائض إلا بخمار. رواه أبوداؤد. والترمذى. (٤) (صحيح)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যুবতী বা প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলার নামাজ উড়না ব্যতীত হবে না।" –আবুদাউদ, তিরমিজি।

---

১. মুসলিম শরীফঃ ২/২৮৯, হাদীস নং-১০৩২।

২. সহীহ্ সুনানি আবিদাউদ, ১ম খন্ড, হাদীস নং-৫৯৭, মেশকাত শরীফ ২/৩১৭, হাদীস নং-৭০৮।

৩ সহীহ আল বুখারীঃ ৫/৩৬৫, হাদীস নং-৫৩৬২।

৪. সহীহ্ সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৫৯৬।

مساجد وموضع الصلاة
মসজিদ এবং নামাজের স্থানসমূহের মাসায়েল

মাসআলা-৬৯ ঃ যে ব্যক্তি মসজিদ বানায় তার জন্য আল্লাহপাক বেহেশতে ঘর তৈরী করে রাখেন।

عن عثمان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا فى الجنة. متفق عليه. (١)

হযরত উসমান (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ বানাবে, আল্লাহপাক তার জন্য বেহেশতে ঘর তৈরী করে রাখবেন।" –বুখারী, মুসলিম

মাসআলা-৭০ ঃ নবী করীম (সাঃ) মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা, তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধীময় রাখার জন্য জোর তাগিদ ব্যক্ত করেছেন।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد فى الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبوداؤد. (٢)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জায়গায় জায়গায় মসজিদ তৈরী করা এবং তাকে পরিষ্কার ও সুগন্ধিময় রাখার আদেশ দিয়েছেন। –আহমদ, বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ।

মাসআলা-৭১ ঃ মসজিদ তৈরীর সময় তাকে বিভিন্ন রংয়ের নকশা ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা অপছন্দনীয় কাজ।

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **ما أمرت بتشييد المساجد.** رواه أبوداؤد. (٣) (صحيح)

হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "আমাকে রঙ-বেরঙের নকশা দিয়ে মসজিদ সজ্জিত করার আদেশ দেয়া হয়নি।" –আবুদাউদ।

মাসআলা-৭২ ঃ বিভিন্ন রকমের কড়াইকৃত এবং নকশাযুক্ত জায়নামাজে নামাজ পড়া ভাল নয়।

عن عائشة رضى الله عنها قالت أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى خميصة لها أعلام فنظر إلى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى جهم وأتونى بأنبجانية أبى جهم فإنها ألهتنى أنفا عن صلاتى. رواه البخارى. (٤)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) একদা একটি নকশাকৃত চাদরে নামাজ পড়েন। নামাজের মধ্যে নকশার দিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৃষ্টি পড়ল। নামাজ শেষ হওয়ার পর খাদেমকে ডেকে বললেন, এই চাদরটি আবু জাহমের কাছে নিয়ে যাও এবং তার কাছে যে সাধারণ চাদরটি আছে তা নিয়ে আস। কেননা এ চাদরটি আমাকে নামাজ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। –বুখারী।

---

১. *মুসলিম শরীফ ঃ ২/৩০৫, হাদীস নং-১০৭০।*
২. *সহীহ্ সুনানি আবিদাউদ ঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৪৩৬।*
৩. *সহীহ্ সুনানি আবিদাউদ ঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৪৩১।*
৪. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/১৯৫, হাদীস নং-৩৬০।*

মাসআলা-৭৩ ঃ মসজিদকে পরিষ্কার রাখা এবং ঠিকমত দেখা-শুনা করা সুন্নাত।

عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا فى جدار القبلة أو مخاطأ أو نخامة فحكه. رواه مسلم. (١)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) একদা মসজিদে সামনের দেয়ালে থুথু অথবা শিকনি দেখলেন, তখন তিনি তা ঘষে পরিষ্কার করে দিলেন। –মুসলিম।

মাসআলা-৭৪ ঃ আল্লাহতায়ালার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান মসজিদ এবং সর্বনিকৃষ্ট স্থান বাজার।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" «أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». رواه مسلم. (٢)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান হচ্ছে মসজিদ আর সবচেয়ে অপছন্দনীয় স্থান হচ্ছে বাজার।" –মুসলিম।

মাসআলা-৭৫ ঃ মসজিদে আসার পূর্বে কাঁচা রসুন অথবা পিয়াজ না খাওয়া চাই।

عن جابر أن النبى صلى الله عليه ومسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد فى بيته. متفق عليه. (٣)

হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "কেউ রশুন এবং পিঁয়াজ খেলে আমাদের থেকে যেন দুরে থাকে অথবা সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে কিংবা বাড়ীতে অবস্থান করে।"–বুখারী।

মাসআলা-৭৬ ঃ মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা মুস্তাহাব। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৫০০ দেখুন।

মাসআলা-৭৭ ঃ মসজিদে ব্যবসাভিত্তিক বা অন্যান্য দুনিয়াবী আলাপ আলোচনা নিষিদ্ধ।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. رواه الترمذى والدارمى. (٤) (صحيح)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে মসজিদে কেনাকাটা করতে দেখবা তখন বল, 'আল্লাহতায়ালা তোমার ব্যবসাকে লাভবান না করুন। আর যখন কাউকে কোন হারানো বস্তুর কথা মসজিদে ঘোষণা করতে শুনবা তখন বল, আল্লাহ তোমার বস্তু ফিরিয়ে না দিন।" –তিরমিজি, দারিমী।

---

১. *মুসলিম শরীফঃ ২/৩২৬, হাদীস নং-১১০৭।*

২. *মুসলিম শরীফঃ ২/৪৬৩, হাদীস নং-১৪০০।*

৩. *বুখারী শরীফঃ ১/৩৬৪, হাদীস নং-৮০৬।*

৪. *সহীহ্ সুনানিত তিরমিজিঃ ২য় খন্ড, হাদীস নং-১০৬৬।*

মাসআলা-৭৮ ঃ সমগ্র ভূমি উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য মসজিদ স্বরূপ।

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «جعلت لى الأرض طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته». متفق عليه. (١)

হযরত জাবের (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমার জন্য মাটিকে পবিত্র এবং মসজিদ বানানো হয়েছে। সুতরাং যেখানেই ওয়াক্ত হবে নামাজ আদায় করে নিও।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৭৯ ঃ মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য সকল মসজিদ অপেক্ষা মসজিদে নববীতে নামাজ পড়া হাজার গুণ উত্তম।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». متفق عليه. (٢)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমার মসজিদে নামাজের ছাওয়াব মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য সকল মসজিদ অপেক্ষা হাজার গুণ বেশী।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৮০ ঃ মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করার ছাওয়াব অন্য সকল মসজিদ অপেক্ষা অনেক বেশী।

মাসআলা-৮১ ঃ জিয়ারত করা বা বেশী পরিমাণে নামাজের ছাওয়াব অর্জন উদ্দেশ্যে মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নববী ব্যতীত অন্য কোথাও সফর করা জায়েয নেই।

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدى هذا. متفق عليه. (٣)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "তিনটি মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নববী ব্যতীত অন্য কোন জায়গায় সফর করিও না।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৮২ ঃ মসজিদে কুবায় নামাজ পড়ার ছাওয়াব উমরার সমান।

عن أسيد بن حظير الأنصارى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: **«صلاة فى مسجد قباء كعمرة»**. رواه ابن ماجه. (٤) (صحيح)

হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর আনসারী (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মসজিদে কুবায় নামাজ পড়ার ছাওয়াব উমরার সমান।" –ইবনে মাজা।

---

১. *মুসলিম শরীফ ঃ ২/২৯৪, হাদীস নং-১৪৪।*

২. *সহীহ আল বুখারী ঃ ১/৪৮৪, হাদীস নং-১১১৩।*

৩. *আললু'লুউ ওয়াল মারজানঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৮৮২।*

৪. *সহীহু সুনানি ইবনে মাজাঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-১১৫৯।*

মাসআলা-৮৩ ঃ শৌচাগার এবং কবরস্থানে নামাজ পড়া নিষেধ।

عن أبى سعيد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.** رواه أحمد وأبو داؤد والترمذى والدارمى. (١) (صحيح)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, "কবরস্থান এবং শৌচাগার ব্যতীত সকল জায়গা মসজিদ।" –আহমদ আবুদাউদ, তিরমিজি।

মাসআলা-৮৪ ঃ উটের গোয়ালে নামাজ পড়া নিষেধ।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **صلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا فى أعطان الإبل.** رواه الترمذى. (٢)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, "ছাগলের খোয়াড়ে নামাজ পড়তে পার, কিন্তু উটের গোয়ালে নামাজ পড়িও না।" –তিরমিজি

মাসআলা-৮৫ ঃ কবরস্থানে নামাজ পড়া নিষেধ।
মাসআলা-৮৬ ঃ কবরের দিকে মুখ দিয়ে নামাজ পড়া নিষেধ।
মাসআলা-৮৭ ঃ কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা নিষেধ
মাসআলা-৮৮ ঃ মসজিদে কবর দেওয়া নিষেধ।

عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى مرضه الذى لم يقم منه: **لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.** متفق عليه. (٣)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মৃত্যুসজ্জায় বলেছেন, "ইহুদী খৃষ্টানদের উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক, তারা স্বীয় নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। –বুখারী, মুসলিম

عن أبى مرثد الغنوى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **« لاتجلسوا على القبور ولاتصلوا إليها ».** رواه مسلم. (٤)

হযরত আবুমারছাদ গণবী (রজিঃ) বলেন, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, "কবরের দিকে মুখ করে নামাজ পড়িও না এবং কবরে (মাস্তান সেজে) বসিও না।" –মুসলিম।

মাসআলা-৮৯ ঃ মসজিদে প্রবেশ করা এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার মাসনূন দোয়া।

عن أبى حميد أو أبى أسيد رضى الله عنهما قال قال رسول الله إذا دخل أحدكم المسجد فليقل **اللهم افتح لى أبواب رحمتك** وإذا خرج فليقل **اللهم إنى أسئلك من فضلك** . رواه مسلم. (٥)

হযরত আবু হুমাইদ/আবু উসাইদ (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন এই দোয়া পড়বে 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার খুলে দাও।" আর যখন মসজিদ থেকে বের হবে তখন এই দোয়া পড়বে, "হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করি।" –মুসলিম।

---

১. *সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৪৬৩।*
২. *সহীহু সুনানিত্ তিরমিজিঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-২৮৫।*
৩. *সহীহ আল বুখারী ঃ ১/২১৫, হাদীস নং-৪১৭।*
৪. *মুসলিম শরীফ ঃ ৩/৩৫২, হাদীস নং-২১১৯।*
৫. *মুসলিম শরীফ ঃ ৩/৩৪, হাদীস নং-১৫২২।*

مواقيت الصلاة
নামাজের ওয়াক্তসমূহের মাসায়েল

মাসআলা-৯০ ঃ নফল নামাজসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে পড়া আবশ্যক।

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على أصحابه يوما فقال لهم: هل تدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالى؟ قال: الله ورسوله أعلم (قالها ثلاثا) قال: وعزتى وجلالى لايصليها أحدكم لوقتها إلا أدخلته الجنة ومن صلاها بغير وقتها إن شئت رحمته وإن شئت عذبته. رواه الطبرانى (حسن) (١)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) একদা সাহাবায়ে কেরামের পাশ দিয়ে গমন করলেন। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান, তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? সাহাবীগণ (রজিঃ) আরজ করলেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "আল্লাহ তায়ালা বলতেছেনঃ আমার ইজ্জত এবং মহাত্মের শপথ! যে ব্যক্তি ওয়াক্তমতে নামাজ আদায় করবে তাকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি গায়ের ওয়াক্তে নামাজ পড়বে, তাকে আমার অনুগ্রহে ক্ষমাও করতে পারি, আবার ইচ্ছা হলে শাস্তিও দিতে পারি।"–তাবরানী।

মাসআলা-৯১ ঃ জুহুরের নামাজের প্রথম ওয়াক্ত যখন সূর্য ঢলে যায়, আর শেষ ওয়াক্ত যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার বরাবর হয়।

মাসআলা-৯২ ঃ আছরের নামাজের প্রথম ওয়াক্ত যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমান হয়, আর শেষ ওয়াক্ত যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়।

মাসআলা-৯৩ ঃ মাগরিবের নামাজের প্রথম ওয়াক্ত এবং শেষ ওয়াক্ত রোযা ইফতারের সময়।

মাসআলা-৯৪ ঃ এশার নামাজের প্রথম ওয়াক্ত যখন আকাশ থেকে লালিমা সরে যায়, আর শেষ ওয়াক্ত যখন রাত্রির এক তৃতীয়াংশ চলে যায়।

মাসআলা-৯৫ ঃ ফজরের প্রথম ওয়াক্ত যখন সেহরীর সময় শেষ হয়ে যায়, আর শেষ ওয়াক্ত যখন সূর্য উদয়ের পূর্বে আলো বিকশিত হয়।

عن إبن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمنى جبرائيل عند البيت مرتين فصلى بى الظهر حين زالت الشمس وكان قدر الشراك وصلى بى العصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بى المغرب حين أفطر الصائم وصلى بى العشاء حين غاب الشفق وصلي بى الفجر حين حرم الطعام والشراب علي الصائم فلما كان الغد صلى بى الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بى العصر حين كان ظله مثليه وصلى بى المغرب حين أفطر الصائم وصلى بى العشاء إلى ثلث الليل وصلى بى الفجر فاسفر ثم التفت إلى فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. رواه أبوداؤد والترمذى (٢)

---

১. *সহীহুত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীবঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৩৯৮।*

২. *সহীহ সুনানি আবিদাউদ ঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৩৭৭।*

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "জিবরাঈল (আঃ) বায়তুল্লাহ শরীফের কাছে আমাকে দুইবার নামাজ পড়ায়ে দেখিয়েছেন। প্রথম দিন জোহরের নামাজ তখন পড়ালেন যখন সূর্য ঢলে গিয়ে ছায়া জুতার পিতার সমান হয়েছিল। আছরের নামাজ পড়ালেন যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার বরাবর হয়েছিল। মাগরিবের নামাজ রোযা ইফতারের সময়ে পড়ালেন। এশার নামাজ তখন পড়ালেন যখন আকাশের লালিমা সরে গিয়েছিল। ফজরের নামাজ তখন পড়ালেন যখন রোজার খানা পানি ছেড়ে দেয়। দ্বিতীয় দিন জিবরাঈল (আঃ) পুনরায় জোহরের নামাজ ঠিক তখনি পড়ালেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার বরাবর হয়ে যায়। আর আছরের নামাজ তখন পড়ালেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়ে যায়। মাগরিবের নামাজ ইফতারের সময় আর এশার নামাজ রাতের তৃতীয়াংশ চলে যাওয়ার পর। ফজরের নামাজ স্পষ্ট আলোতে। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ! এই ওয়াক্ত হচ্ছে পূর্বেকার নবীগণের নামাজের ওয়াক্ত। আপনার নামাজের ওয়াক্ত এই দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী ওয়াক্ত।" –আবুদাউদ, তিরমিজি ।

বিঃদ্রঃ- কোন কোন সহীহ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আছরের শেষ ওয়াক্ত সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত, মাগরিবের শেষ ওয়াক্ত আকাশের লালিমা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত, এশার নামাজের শেষ ওয়াক্ত অর্ধ রাত পর্যন্ত আর ফজরের শেষ ওয়াক্ত সূর্যোদয় পর্যন্ত।

মাসআলা-৯৬ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যেক নামাজ প্রথম ওয়াক্তেই পড়তেন।

عن علي رضى الله عنه قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبى صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلى الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. متفق عليه. (١)

হযরত আলী (রজিঃ) বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রজিঃ)কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জোহরের নামাজ সূর্য ঢলার সাথে সাথে পড়তেন, আছরের নামাজ সূর্য স্পষ্ট ও উজ্বল থাকাবস্থায়, আর মাগরিবের নামাজ সূর্য ডুবে গেলে, এশার নামাজ লোকজন বেশী হলে তাড়াতাড়ি আর লোকজন কম হলে বিলম্ব করে পড়তেন। আর ফজরের নামাজ কিছুটা অন্ধকারে পড়তেন। –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৯৭ ঃ সকল নামাজ প্রথম ওয়াক্তে পড়া উত্তম। কিন্তু এশার নামাজ বিলম্ব করে পড়া উত্তম।

عن إبن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة فى أول وقتها . رواه الترمذى والحاكم. (٢) (صحيح)

হযরত ইবনে মাসউদ (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "সর্বোত্তম আমল হচ্ছে নামাজকে প্রথম ওয়াক্তে পড়ে নেয়া।" –তিরমিজি, হাকেম, মুসলিম।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: اعتم النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهبت عامة الليل ثم خرج فصلي وقال: « إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى». رواه مسلم. (٣)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, একরাত নবী করীম (সাঃ) এশার নামাজ এত বিলম্ব করে পড়লেন যে, প্রায় অধিকাংশ রাত চলে গিয়েছিল। তারপর হুজুর (সাঃ) বের হয়ে নামাজ পড়ালেন। অতঃপর বললেন, "যদি আমার উম্মতের কষ্ট না হত তাহলে এই সময়কেই এশার নামাজের ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করে দিতাম।" –মুসলিম।

---

১. *আল্লু'লউ ওয়াল মারজানঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৩৭৮।*
২. *তিরমিজী শরীফঃ ১/২৩৬, হাদীস নং-১৭৩।*
৩. *মুসলিম শরীফ ঃ ২/৪২১, হাদীস নং-১৩১৮।*

মাসআলা-৯৮ ঃ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় কোন নামাজ পড়া বা কোন লাশ দাফন করা নিষেধ।

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف للغروب حتى تغرب. رواه أحمد ومسلم وأبوداؤد والنسائى والترمذى وابن ماجه. (١) (صحيح)

হযরত উকবা ইবনে আমের (রজিঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে তিন সময়ে নামাজ পড়া এবং মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা থেকে নিষেধ করেছেন, প্রথম যখন সূর্য উদয় হয়, তখন থেকে ভালভাবে উপরে উঠে যাওয়া পর্যন্ত। দ্বিতীয় ঠিক মধ্যাহ্নের সময়। তৃতীয় যখন সূর্য অস্ত যায়, তখন থেকে ভালভাবে ডুবে যাওয়া পর্যন্ত। –আহমদ, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

মাসআলা-৯৯ ঃ বায়তুল্লাহ শরীফে দিন রাতের যে কোন সময়ে তাওয়াফ করতে বা নামাজ পড়তে কোন বাধা নেই।

عن جبير بن مطعم رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الترمذى والنسائى وأبوداؤد. (٢) (صحيح)

হযরত জুবাইর ইবনে মুত্‌ইম (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) আব্দুমানাফ গোত্রের লোকদিগকে আদেশ দিয়েছেন, যেন দিন রাতের কোন সময়ে কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা এবং তথায় নামাজ পড়া থেকে বাধা না দেয়। –তিরমিজি, নাসাঈ, আবুদাউদ।

মাসআলা-১০০ ঃ জুমার দিন সূর্য ঢলার পূর্বে ও পরে এবং সূর্য ঢলার সময় সকল ওয়াক্তে নামাজ পড়া জায়েয।

عن عبد الله بن سيدان السلمى قال شهدت الجمعة مع أبى بكر رضى الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر رضى الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول إنتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان رضى الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطنى. (٣) (حسن)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়দান সালামী (রজিঃ) বলেন, আমি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রজিঃ)-এর খুতবায় উপস্থিত হয়েছি, তাঁর খুতবা এবং নামাজ মধ্যাহ্নের পূর্বে হত। পরে হযরত উমর (রজিঃ)-এর খুতবায় উপস্থিত হয়েছি তার খুতবা এবং নামাজ ঠিক মধ্যাহ্নে হত। পরে হযরত উসমান (রজিঃ)-এর খুতবায়ও উপস্থিত হয়েছি, তাঁর খুতবা এবং নামাজ সূর্য ঢলার সময় হত। আমি কোন্ ছাহাবী (রজিঃ)কে এদের কারো উপর কোন রকম অভিযোগ করতে দেখিনি। –দারাকুতনী।

عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعنى النواضح. رواه أحمد ومسلم والنسائى. (٤) (صحيح)

হযরত জাবের (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, "নবী করীম (সাঃ) আমাদেরকে জুমার নামাজ পড়াতেন। তারপর আমরা স্বীয় উট দেখতে যেতাম এবং উট ছেড়ে দিতাম। তখনও সূর্য ঢলার সময় হত।" –আহমদ, মুসলিম, নাসাঈ।

---

১. *সহীহ্ তিরমিজি শরীফঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৮২২।*
২. *সহীহ্ সুনানিত্ তিরমিজি, ১ম খন্ড, হাদীস নং-৬৮৮।*
৩. *দারাকুতনীঃ ২/১৭।*
৪. *সহীহ্ সুনানি নাসাঈঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-১৩১৭।*

الأذان والاقــامة
আযান ও একামতের মাসায়েল

মাসআলা-১০১ ঃ আযানের পূর্বে দরূদ পড়া হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয়।

মাসআলা-১০২ ঃ আযানের শব্দগুলো দুই দুইবার বললে একামতেও দুই দুইবার বলা সুন্নাত।

মাসআলা-১০৩ ঃ আযানের শব্দগুলো একবার বললে একামতের শব্দগুলোও একবার বলা সুন্নাত।

মাসআলা-১০৪ ঃ আযানের শব্দগুলো একবার বললে একামতের শব্দগুলো দুইবার বলা সুন্নাতের বরখেলাফ।

عن أبى محذورة رضى الله عنه قال ألقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم تعود فتقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حى على الصلاة حى على الصلاة حى على الفلاح حى على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رواه أبوداؤد. (١) (صحيح)

হযরত আবু মাহযুবা (রজিঃ) বলেন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেই আমাকে আযান শিক্ষা দিয়েছেন, বলেছেন, হে আবু মাহযুরা! বল "আল্লাহু আকবর' চারবার, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দুইবার, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' দুইবার, আবার 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দুইবার, আর 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' দুইবার, 'হাইয়া আলাচ্ছালাহ' দুইবার, 'হাইয়া আলাল ফালাহ' দুইবার, 'আল্লাহু আকবর' দুইবার, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' একবার। –আবুদাউদ।

বিঃদ্রঃ উপরোক্ত শব্দসমূহ দুই দুই বারের আযানের যা সম্পূর্ণ মিলে ১৯টি শব্দ হয়। একবারের আযানে 'আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ' দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তি করা হয় না। তাই একবারের আযানের শব্দ হয় ১৫।

عن أبى محذورة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة. رواه أحمد والترمذى وأبوداؤد والنسائى والدارمى وابن ماجه. (٢) (صحيح)

হযরত আবু মাহযুরা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) তাঁকে আযান শিক্ষা দিয়েছেন, তাতে উনিশ শব্দ ছিল। আর একামত শিক্ষা দিয়েছেন তথায় সতরটি শব্দ ছিল। –আহমদ, তিরমিজি, আবুদাউদ; নাসাঈ, দারিমী, ইবনে মাজা।

বিঃদ্রঃ-দুই দুই বার আযানের সাথে নবী করীম (সাঃ) দুই দুই বার একামত শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে রয়েছে ১৫টি বাক্য। যথা-'আল্লাহু আকবর' চার বার, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দুই বার, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' দুইবার, 'হাইয়া আলাচ্ছালাহ' দুইবার, 'হাইয়া আলাল ফালাহ' দুইবার, 'কাদ কামাতিচ্ছালাতু' দুইবার, 'আল্লাহু আকবর' দুইবার, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' একবার।

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان الأذان على عهد رسو الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه كان يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. رواه أبو داؤد والنسائى والدارمى. (٣) (حسن)

---

১. মেশকাত শরীফ (বাংলা) ঃ ২/২৫১, হাদীস নং-৫৯১, সহীহ্ সুনানি আবিদাউদ ঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৪৭৫।

২. সহীহ্ সুনানি আবি দাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৪৭৪, মেশকাত নং-৫৯৩।

৩. সহীহ্ সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৪৮২, মেশকাত নং-৫৯২।

হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জমানায় আযান দুই দুই বার এবং একামত এক এক বার ছিল। কিন্তু 'কাদ কামাতিচ্ছালাতু'কে মুয়াজ্জিন দুই বার বলতেন। –আবুদাউদ, নাসাঈ, দারিমী।

বিঃদ্রঃ-এক একবার একামতের বাক্যগুলোর সংখ্যা হচ্ছে ১১। যথাঃ 'আল্লাহু আকবর' দুইবার, 'আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' একবার, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' একবার, 'হাইয়া আলাচ্ছালাহ' একবার, 'হাইয়া আলাল ফালাহ' একবার, 'ক্বাদ কামাতিচ্ছালাতু' দুইবার, 'আল্লাহু আকবর' দুইবার, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' একবার।

মাসআলা-১০৫ ঃ আযানের উত্তর দেওয়া জরুরী।

মাসআলা-১০৬ ঃ আযানের উত্তর দেওয়ার মাসনুন তরীকা এই।

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. (١)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মুয়াজ্জিন যাই বলবে তাই বল। –বুখারী, মুসলিম।

عن عمر رضى الله عنه فى فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لاحول ولا قوة إلا بالله. رواه مسلم. (٢)

হযরত উমর (রজিঃ) বলেন, আযানের উত্তর প্রদানকালে প্রত্যেক বাক্যের উত্তরে সে বাক্যটিই বলবে। কিন্তু মুয়াজ্জিন যখন 'হাইয়া আলাচ্ছালাহ' এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলবে তখন উভয় স্থানে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পড়বে। –মুসলিম।

মাসআলা-১০৭ ঃ আযানের উত্তর দাতার জন্য বেহেশ্‌তের সুসংবাদ রয়েছে।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادى فلما سكت قال رسول الله من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائى. (٣) (حسن)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম, তখন হযরত বেলাল (রজিঃ) আযান দিলেন। যখন হযরত বেলাল চুপ করলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে আযানের উত্তর দিবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। –নাসাঈ।

মাসআলা-১০৮ ঃ ফজরের আযানে 'আচ্ছালাতু খারুন মিনান্নাউম' বলা সুন্নাত।

عن أنس رضى الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن فى الفجر حى على الفلاح قال «الصلاة خير من النوم». رواه إبن خزيمة. (٤) (صحيح)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, মুয়াজ্জিনের জন্য ফজরের আযানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার পর 'আচ্ছালাতু খায়রুন মিনান্নাউম' বলা সুন্নাত। –ইবনে খুযায়মা

---

১. মুসলিম শরীফ ২/১৪৬, হাদীস নং-৭৩২।
২. মুসলিম শরীফ (আরবী-বাংলা) ঃ ২/১৪৭, হাদীস নং-৭৩৪।
৩. সহীহ্ সুনান আল নাসায়ী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৬৫০, মেশকাত নং-৬২৫।
৪. ইবনে খুযায়মা ১/২০২।

মাসআলা-১০৯ ঃ আযানের পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়া সুন্নাত।

عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال حين يسمع المؤذن **أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا** غفرله ذنبه. رواه مسلم (١)

হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে নিম্নের দোয়াটি পড়ে তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। অর্থাৎ, আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, সে একক, তাঁর কোন শরীক নেই। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। আমি সন্তুষ্ট আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে এবং মুহম্মদকে রাসূল হিসেবে পেয়ে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে। – মুসলিম।

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء **«اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته»** حلت له شفاعتى يوم القيامة . رواه البخارى. (٢)

হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আযান শুনার পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে কিয়ামত দিবসে তার জন্য সুপারিশ করা আমার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াবে। হে আল্লাহ এই সার্বিক আহবান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাজের প্রভু, মুহাম্মদ (সাঃ)কে ওসীলা এবং ফযীলত তথা উচ্চতম মর্যাদা দান করো। আর তাঁকে মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছিয়ে দাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো। –বুখারী।

বিঃদ্রঃ-'ওসীলা' বেহেশতে সর্বোচ্চ স্থানকে বলা হয়। আর 'মাকামে মাহমুদ' বলে সুপারিশের মর্যাদা বুঝানো হয়েছে।

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول ثم صلوا على فانه من صلى على صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لاتنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أناهو فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة. رواه مسلم. (٣)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ (রজিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, "যখন মুয়াজ্জিনের আযান শুন, তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তাই বল তারপর আমার উপর দরূদ পড়, কেননা যে ব্যক্তি একবার আমার জন্য দরূদ পড়বে আল্লাহপাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবে। তারপর আল্লাহর কাছে আমার জন্য 'উসীলা' প্রার্থনা কর। 'উসীলা' বেহেশতে একটি মর্যাদার নাম, যা আল্লাহর কোন বিশেষ বান্দাই পাবে। আমি আশাকরি আমিই হব সেই বেহেশতী বান্দা। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য উসীলার প্রার্থনা করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হবে।" –মুসলিম।

---

১. মুসলিম শরীফঃ ২/১৪৮, হাদীস নং-৭৩৫।

২. সহীহ আল বুখারী ১/২৮০, হাদীস নং-৫৭৯।

৩. মুখতাছরু সহীহি মুসলিম-আলবানী, হাদীস নং-১৯৮।

মাসআলা-১১০ ঃ আযানের পর কোন কারণ ব্যতীত নামাজ না পড়ে মসজিদ থেকে বের হওয়া নিষেধ।

عن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعد مانودى بالصلاة فقال أبوهريرة رضى الله عنه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه النسائى (١) (صحيح)

হযরত আবুশ্‌শাচা (রজিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আযানের পর নামাজ না পড়ে মসজিদ থেকে বের হল, তখন হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বললেন, এই ব্যক্তি আবুল কাসেম (সাঃ)-এর অবাধ্য কাজ করল।" –নাসাঈ।

মাসআলা-১১০/১ ঃ আযান আস্তে ধীরে দেওয়া এবং ইকামত তাড়াতাড়ি বলা সুন্নাত।

মাসআলা-১১১ ঃ আযান এবং ইকামতের মধ্যে এতটুকু সময় থাকা উচিত যাতে কোন আহারকারী আহার সেরে আসতে পারে (অন্ততঃ ১৫ মিনিট)।

عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: **إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني.** رواه الترمذى. (٢)

হযরত জাবের (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (সাঃ) হযরত বেলালকে বলেছেন, 'আযান আস্তে ধীরে দিও এবং একামত তাড়াতাড়ি বলিও। আযান এবং একামতের মধ্যে এতটুকু সময় বিরতি দিও যাতে কোন আহারকারী খাওয়া-দাওয়া সেরে আসতে পারে। আর যতক্ষণ আমাকে মসজিদে আসতে দেখবেনা ততক্ষণ নামাজের কাতারে দাঁড়াইওনা। –তিরমিজি।

মাসআলা-১১২ ঃ আযান এবং একামতের মধ্যবর্তী সময়ে যে কোন দোয়া ফেরত দেয়া হয় না।

عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : **لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.** رواه أبوداؤد والترمذى (٣) (صحيح)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'আযান এবং একামতের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না।" –আবুদাউদ, তিরমিজি।

মাসআলা-১১৩ ঃ একামতের উত্তর দেওয়ার সময় 'ক্বাদ কামাতিচ্ছালাতু' বাক্যের উত্তরে 'আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা' বলা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা-১১৪ ঃ ফজরের আযানে 'আচ্ছালাতু খায়রুন মিনান্নাউম' এর উত্তরে 'ছাদাক্‌তা ওয়া বারার্‌তা' বলা হাদীসে সহী দ্বারা প্রমানিত নয়।

মাসআলা-১১৫ ঃ সেহেরী এবং তাহাজ্জুদের জন্য আযান দেওয়া সুন্নাত।

মাসআলা-১১৬ ঃ অন্ধব্যক্তিও আযান দিতে পারবে।

عن عائشة وإبن عمر رضى الله عنهم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: **إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن إبن أم مكتوم.** متفق عليه (٤)

---

১. সহীহ্‌ সুনান আল্‌ নাসাঈঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৬৬০।

২. তিরমিজি শরীফ ঃ ১/৩৭৩, হাদীস নং-১৯৫।

৩. সহীহ্‌ আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৪৮৯, মেশকাত শরীফ নং-৬২০।

৪. সহীহ আল বুখারী, ১/২৮১, হাদীস নং-৫৮২।

হযরত আয়েশা (রজিঃ) এবং হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "বেলাল রাত্রিতে আযান দেয়। সুতরাং ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা খাওয়া-দাওয়া করতে পার।" –বুখারী, মুসলিম।

বিঃদ্রঃ-হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম অন্ধ সাহাবী ছিলেন।

মাসআলা-১১৭ ঃ সফরে দুই ব্যক্তি থাকলে তাদেরকে আযান দিয়ে জামাতের সহিত নামাজ আদায় করতে হবে।

عن مالك بن حويرث رضى الله عنه قال: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لى فقال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. رواه البخارى. (١)

হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রজিঃ) বলেন, "আমি এবং আমার চাচাত ভাই নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি (সাঃ) আমাদেরকে নসীহত করলেন, যখন তোমরা সফরে যাবে তখন আযান আর একামত বলবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামত করবে।" –বুখারী

মাসআলা-১১৮ ঃ আযান দেয়ার মর্যাদা এবং গুরুত্ব বুঝে আসলে লোকেরা লটারীর মাধ্যমে আযান দেয়া শুরু করত। এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য 'সফরের মাসায়েল' অধ্যায়ে মাসআলা নং-১৫৫ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-১১৯ ঃ আযান দেওয়ার সময় আঙ্গুল চুম্বন করে চোখে লাগানো হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয়।

মাসআলা-১২০ ঃ কোন বালা মুছীবতের সময় আযান দেওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

১. মেশকাত শরীফ ২/২৭৪, হাদীস নং-৬৩১, মুখতাছারু বুখারী হাদীস নং-৩৮৪।

الســترة
সুতরার মাসায়েল

মাসআলা-১২১ ঃ নামাজীকে তাঁর সামনে দিয়ে গমনকারীদের অসুবিধা থেকে বাঁচার জন্য সামনে কোন বস্তু রাখা উচিত। এই বস্তুকে 'সুতরা' বলা হয়।

عن موسى بن طلحة عن أبيه رضى الله عنهما قال كنا نصلى والدواب تمر بين أيدينا وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدى أحدكم، فلا يضره من مر بين يديه. رواه إبن ماجه. (١) (صحيح)

হযরত ত্বালহা (রজিঃ) বলেন, আমরা নামাজ পড়তাম তখন পশুরা আমাদের সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করত। যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে এ ব্যাপারে অবগত করা হল তখন তিনি বললেন, "যদি উটের পাল্কি সমান কোন বস্তু তোমাদের সামনে থাকে তাহলে সামনে দিয়ে গমনকারীরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা।" –ইবনে মাজা ।

মাসআলা-১২২ ঃ নামাজীর সামনে দিয়ে গমন করা গুনাহের কাজ।

عن أبى جهيم رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدرى قال أربعين يوما أو شهرا أوسنة. متفق عليه. (٢)

হযরত আবু জুহাইম (রজিঃ) বলেন, রাসূলাল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যদি নামাজরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে গমনকারী ব্যক্তির জানা থাকত যে, তার উপর কি পাপের বোঝা চেপেছে, তবে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাকেও সে প্রাধান্য দিত। হযরত আবুনছর বলেন, আমি জানিনা তিনি চল্লিশ দিন বলেছেন কিংবা মাস বা বৎসর। –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-১২৩ ঃ সুতরা নামাজের স্থান থেকে অন্ততঃ দুই ফুট দূরে থাকা চাই।

عن سهل رضى الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدر ممر الشاة. رواه البخارى. (٣)

হযরত সাহাল (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নামাজ পড়ার স্থান এবং মধ্যখানে একটি ছাগল চলার জায়গা থাকত।" –বুখারী।

---

১. নায়লুল আওতার ঃ ৩/২, সহীহ্ ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, নং-৭৬৮।
২. মুসলিম শরীফ ঃ ২/২৮১, হাদীস নং-১০১৩।
৩. সহীহ আল বুখারীঃ ১/২৩৫, হাদীস নং-৪৬৬।

মাসআলা-১২৪ ঃ নামাজীর সম্মুখ দিয়ে চলাচলকারীকে নামাজের মধ্যেই হাত দিয়ে বাধা দেয়া উচিত।

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. رواه البخارى. (١)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রজিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কেউ লোকজন থেকে আড়াল করে নামাজ পড়বে, তখন তার সুতরার ভিতর দিয়ে কেউ গমন করলে তাকে বাধা দেয়া উচিত। যদি সে না মানে তাহলে শক্তি দিয়ে দমন করা উচিত। –বুখারী।

মাসআলা-১২৫ ঃ ইমাম নিজের সামনে 'সুতরা' রাখলে মুক্তাদিদেরকে'সুতরা' রাখতে হবে না।

عن إبن عمر رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلى إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك فى السفر. متفق عليه. (٢)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূল করমি যখন ঈদের দিন নামাজের জন্য বের হতেন তখন স্বীয় 'বর্শা' সাথে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিতেন এবং তা হুজুরের (সাঃ) সামনে দাঁড় করে দেয়া হত। হুজুর (সাঃ) তার দিক হয়ে নামাজ পড়াতেন আর লোকেরা হুজুর (সাঃ)-এর পিছনে দাঁড়াতেন। সফরকালেও হুজুর (সাঃ) সুতরা ব্যবহার করতেন। –বুখারী, মুসলিম।

---

১. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/২৩৯, হাদীস নং-৪৭৯।*
২. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/২৩৫, হাদীস নং-৪৬৪।*

مسائل الصف
কাতারের মাসায়েল

মাসআলা-১২৬ ঃ তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে কাতার সোজা রাখা এবং একে অপরের সাথে মিলে দাঁড়ানোর জন্য লোকজনকে বলে দেয়া ইমামের দায়িত্ব।

عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: **تراصوا واعتدلوا.** متفق عليه. (١)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়াতেন এবং বলতেন সোজা হয়ে এবং একসাথে মিলিয়ে দাঁড়াও। –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-১২৭ ঃ কাতার সোজা না করা হলে নামাজ অসম্পূর্ণ হয়।

عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.** متفق عليه. (٢)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা কাতার সোজা কর। কেননা কাতার সোজা করা নামাজের পরিপূর্ণতার অঙ্গীভূত। –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-১২৮ ঃ জ্ঞানীলোকেরা প্রথম কাতারে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে।

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **ليلينى منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا.** رواه مسلم. (٣)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "বোধসম্পন্ন এবং জ্ঞানীলোকেরা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে। অতঃপর জ্ঞানের স্তর বিশেষে দাঁড়াবে।" –মুসলিম।

মাসআলা-১২৯ ঃ প্রথম কাতারের ফজীলত।

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «**لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا**». رواه مسلم. (٤)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যদি লোকেরা আযান এবং প্রথম কাতারের ফজীলত জানত তাহলে তার জন্য তারা লটারীর ব্যবস্থা করত। আর যদি তারা প্রথম ওয়াক্তে নামাজ পড়ার ফজীলত জানত, তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিত। আর যদি তারা এশা এবং ফজর নামাজের ফজীলত জানত তাহলে তা অর্জনের জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত।" –মুসলিম।

মাসআলা-১৩০ ঃ প্রথম কাতার পূর্ণ করে তারপর দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়াতে হয়।

عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «**أتموا الصف المقدم ثم الذى يليه فما كان من نقص فليكن فى الصف المؤخر**». رواه أبوداؤد. (٥) (صحيح)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "প্রথমে আগের কাতার পূর্ণ কর, তারপর দ্বিতীয় কাতার। কিছু অসম্পূর্ণতা থাকলে তা শেষের কাতারে থাকবে।" –আবুদাউদ।

---

১. নায়লুল আওতারঃ ৩/২২৯।
২. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩১৬, হাদীস নং-৬৭৯।
৩. মুসলিম শরীফঃ ২/২১১, হাদীস নং-৮৫৭।
৪. মুসলিম শরীফঃ ২/২১৪, হাদীস নং-৮৬৪।
৫. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৬২৩।

মাসআলা-১৩১ ঃ প্রথম কাতারে যদি জায়গা থাকে তখন পিছনের কাতারে একা একা দাঁড়ালে নামাজ হয় না।

عن وابصة بن معبد رضى الله عنه قال: رأى رسول الله رجلا يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد والترمذى وأبوداؤد. (١) (صحيح)

হযরত ওয়াবেছা ইবনে মা'বদ (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে পিছনের কাতারে একা একা নামাজ পড়তে দেখে তাকে পুনরায় নামাজ পড়ার আদেশ দিয়েছেন। -আহমদ, তিরমিজি, আবুদাউদ।

বিঃদ্রঃ-যদি প্রথম কাতারে জায়গা না থাকে তাহলে পিছনের কাতারে একা একা দাঁড়াতে পারবে।

মাসআলা-১৩২ ঃ পিছনের কাতারে একা না হওয়ার উদ্দেশ্যে আগের কাতার থেকে কাউকে টেনে আনা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা-১৩৩ ঃ স্তম্ভের মধ্যখানে কাতার গঠন করা অপছন্দনীয়।

عن معاوية بن قرة رضى الله عنه عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السوارى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجه. (٢) (حسن)

হযরত মুয়াবিয়া ইবনে কুররা (রজিঃ) আপন পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন যে, হুজুর (সাঃ)-এর যুগে আমাদেরকে স্তম্ভের মধ্যখানে কাতার গঠন করা থেকে নিষেধ করা হত এবং আমাদেরকে স্তম্ভ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হত। -ইবনে মাজা।

মাসআলা-১৩৪ ঃ মহিলা একা এক কাতারে দাঁড়াতে পারে।

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال صليت أنا ويتيم فى بيتنا خلف النبى صلى الله عليه وسلم وأمى أم سليم خلفنا. رواه البخارى (٣)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, "আমি এবং অন্য একটি এতীম ছেলে আমাদের ঘরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পিছনে নামাজ পড়েছি। আমার মা উম্মে সুলাইম সবার পিছনে ছিলেন। -বুখারী।

মাসআলা-১৩৫ ঃ নবী করীম (সাঃ) কাতার সোজা করার ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন।

মাসআলা-১৩৬ ঃ কাতারে কাঁধে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ানো উচিত।

عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإنى أراكم من وراء ظهرى وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. رواه البخارى. (٤)

হযরত আনস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "কাতার সোজা কর, আমি তোমাদেরকে পিছনের দিক দিয়েও দেখে থাকি। তারপর আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি আপন কাঁধ পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে মিলালেন এবং পাকেও তাঁর পায়ের সাথে মিলালেন। -বুখারী।

---

১. *সহীহ্ সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৬৩৩।*

২. *সহীহ্ সুনানি ইবনে মাজাঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৮২১।*

৩. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩১৭, হাদীস নং-৬৮৩।*

৪. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩১৬, হাদীস নং-৬৮১।*

مسائل الجماعة
জামাতের মাসায়েল

মাসআলা-১৩৭ ঃ জামাতের সহিত নামাজ পড়া ওয়াজিব।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, এক অন্ধ ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য এমন কোন ব্যক্তি নেই যে আমাকে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যাবে। অতঃপর তিনি নিজ ঘরে নামাজ পড়ার অনুমতি চাইলেন। হুজুর (সাঃ) তাঁকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। তারপর নবী করীম (সাঃ) পুনরায় লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আযান শুন? তিনি বললেন, হ্যাঁ শুনি, উত্তর শুনে হুজুর (সাঃ) লোকটিকে বললেন, "তাহলে তোমাকে মসজিদে আসিয়া নামাজ পড়তে হবে।" –মুসলিম।

মাসআলা-১৩৮ ঃ ফজর এবং এশার জামাতে উপস্থিত না হওয়া মুনাফেকীর আলামত।

মাসআলা-১৩৯ ঃ জামাতের সহিত যারা নামাজ আদায় করে না রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন।

বিঃদ্রঃ-হাদীসের জন্য মাসআলা নং-১৬-১৭ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-১৪০ ঃ জামাতের সহিত নামাজ পড়লে ২৭ গুণ বেশী ছাওয়াব পাওয়া যায়।

عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. رواه مسلم. (٢)

হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "একা নামাজের চেয়ে জামাতের সহিত নামাজের ছাওয়াব ২৭ গুন বেশী।" –মুসলিম।

মাসআলা-১৪১ ঃ মহিলারা মসজিদে জামাতের সহিত নামাজ পড়তে চাইলে তাতে বাঁধা না দেওয়া চাই। তবে মহিলাদের জন্য তাদের ঘরে নামাজ পড়া অধিক উত্তম।

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **لاتمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن.** رواه أبوداؤد. (٣) (صحيح)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, "মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিও না। তবে তাদের ঘর তাদের জন্য অধিক উত্তম।" –আবুদাউদ।

---

১. *মুসলিম শরীফ ২/৪৪১, হাদীস নং-১৩৫৯।*
২. *মুসলিম শরীফঃ ২/৩৮৪, হাদীস নং-১২৩৪।*
৩. *সহীহ্ সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৫৩০।*

মাসআলা-১৪২ ঃ যে ঘরে ইমামতের যোগ্যতা সম্পন্ন মহিলা থাকবে সে ঘরে মহিলাদের জন্য জামাতে নামাজ পড়া ভাল।

عن أم ورقة رضي الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبوداؤد وصححه إبن خزيمة. (١) (صحيح)

হযরত উম্মে ওয়ারাকা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) তাঁকে ঘরের মহিলাগণের ইমামত করার আদেশ দিয়েছেন।" –আবুদাউদ, ইবনে খুযায়মা।

মাসআলা-১৪৩ ঃ প্রথম জামাতের পর সেই নামাজের দ্বিতীয় জামাত একই মসজিদে করা জায়েয।

মাসআলা-১৪৪ ঃ দুই ব্যক্তিহলেও নামাজ জামাতের সহিত পড়া চাই।

عن أبى سعيد رضى الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يتصدق على ذا فيصلى معه؟» فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وأبوداؤد والترمذى. (٢) (صحيح)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রজিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল, তখন হুজুর (সাঃ) সাহাবীদের নিয়ে নামাজ শেষ করেছিলেন। রাসূল (সাঃ) বললেন, "তোমাদের কেউ এর উপর ছদকা করবে? (অর্থাৎ) এর সাথে নামাজ পড়বে?" সাহাবীদের একজন দাঁড়ালেন এবং সেই ব্যক্তির সাথে নামাজ পড়লেন। –আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিজি।

মাসআলা-১৪৫ ঃ খুব বেশী বৃষ্টি এবং শীত জামাতের আবশ্যকতাকে রহিত করে।

عن إبن عمر رضى الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا فى الرحال. متفق عليه. (٣)

হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শীত এবং বৃষ্টির রাত্রে মুয়াজ্জিনকে বলতেন, আযানের মধ্যে একই বাক্যটুকু বৃদ্ধি করে দিও "হে লোক সকল তোমরা সবাই নিজ নিজ বাড়ীতে নামাজ পড়ে নাও।" –মুসলিম।

মাসআলা-১৪৬ ঃ ক্ষুধা নিবারণ এবং দৈহিক প্রয়োজন (পায়খানা-প্রশ্রাব) সারার সময় জামাত ওয়াজিব থাকে না।

عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لاصلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. (٤)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, "ক্ষুধা নিবারণ এবং পায়খানা-প্রশ্রাব সারার সময় জামাতের সহিত নামাজ ওয়াজিব হয় না।" –মুসলিম।

---

১. সহীহ্ সুনানি আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৫৫৩।
২. সহীহ্ সুনানি আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৫৩৭, মেশকাত নং-১০৭৮।
৩. মুসলিম শরীফ ঃ ৩/১৪, হাদীস নং-১৪৭১।
৪. মুসলিম শরীফঃ ২/৩৩৩, হাদীস নং-১১২৬।

مسائل الأمامة
ইমামতের মাসায়েল

মাসআলা-১৪৭ : সর্বাপেক্ষা কোরআন পাঠে অভিজ্ঞ, অতঃপর সর্বাপেক্ষা হাদীসে অভিজ্ঞ, অতঃপর আগে হিজরতকারী, অতঃপর প্রাপ্তবয়স্ক লোকই ইমামতের উপযোগী।

মাসআলা-১৪৮ : নির্দিষ্ট ইমামের অনুমতি ছাড়া মেহমান ইমামের ইমামত অবৈধ।

عن أبى مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا باذنه. رواه أحمد ومسلم. (١)

হযরত আবু মাসউদ (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "সেই ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করবেন যিনি আল্লাহর কিতাব পাঠে সবচাইতে বেশী অভিজ্ঞ। কোরআন পাঠে যদি সকলেই সমান হয় তাহলে যিনি তাঁদের মধ্যে সুন্নাহ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ। তাতেও যদি সকলে এক রকম হয় তাহলে যিনি আগে হিজরত করেছেন। তাতেও যদি সকলে সমান হয় তাহলে যিনি বয়সে সবচেয়ে বড়। কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধিকারে ইমামতি করবে না এবং অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে তার বিশেষ আসনে বসবেনা।" –আহমদ, মুসলিম।

মাসআলা-১৪৯ : অন্ধলোকের ইমামত জায়েয।

عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم استخلف إبن أم مكتوم على المدينة مرتين. يصلى بهم وهو أعمى. رواه أحمد وأبوداؤد. (٢) (صحيح)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) হযরত ইবনে উম্মে মকতুমকে দুইবার মদীনা শরীফে স্বীয় প্রতিনিধি নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি নামাজ পড়াতেন অথচ তিনি ছিলেন অন্ধ। –আহমদ, আবুদাউদ।

মাসআলা-১৫০ : ইমামের পূর্ণ অনুসরন করা ওয়াজিব।

عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تركعوا حتى يركع ولاترفعوا حتى يرفع. رواه البخارى. (٣)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ইমাম এই জন্যই নির্দিষ্ট করা হয় যেন তার পূর্ণ অনুসরন করা যায়। সুতরাং সে যতক্ষ না রুকু করে তোমরা রুকু করিও না, আর যতক্ষণ না সে উঠে তোমরাও উঠ না।- বুখারী।

মাসআলা-১৫১ : মুসাফির স্থানীয় লোকদের ইমামতি করতে পারবে।

عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صلى ركعتين حتى يرجع وإنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة يصلى بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول : يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين آخرتين فإنا قوم سفر. رواه أحمد (٤) (صحيح)

---

১. *মুসলিম শরীফ : ২/৪৬৪, হাদীস নং-১৪০৪।*
২. *মেশকাত শরীফ : ৩/৯১, হাদীস নং-১০৫৩, সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৫৫৫।*
৩. *সহীহ আল বুখারী, ১/৩১৯, হাদীস নং-৬৮৮।*
৪. *মুসনাদে আহমদঃ ৪/৪২০।*

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রজিঃ) বলেন, রাসূল করীম (সাঃ) সফররত অবস্থায় ঘরে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত সবসময় নামাজকে কছর করতেন (অর্থাৎ চার রাকাতকে দু'রাকাত পড়তেন) তবে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে হুজুর (সাঃ) আঠার দিন পর্যন্ত মক্কা শরীফে ছিলেন তখন মাগরিব ব্যতীত অন্য সব নামাজ দুই দুই রাকাত পড়াতেন। সালাম ফিরায়ে লোকজনকে বলতেন, হে মক্কাবাসী! তোমরা বাকী নামাজ সম্পূর্ণ করে নাও, আমরা মুসাফির।-আহমদ।

মাসআলা-১৫২ ঃ যদি ছয়-সাত বছরের কোন ছেলে অন্যান্য লোক অপেক্ষা কোরআন পাঠে অভিজ্ঞ হয় তখন সেই ইমামতির অধিকারী।

عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا إبن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبوداؤد والنسائي. (١)

হযরত আমর ইবনে সালমা (রজিঃ) বলেন, আমার আব্বা (সালমা) বলেছেন যে, আমি (সালমা) নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলাম। ফেরার সময় হুজুর (সাঃ) আমাকে বললেন, "যখন নামাজের সময় হবে তখন এক ব্যক্তি আযান দিবে এবং যে কোরআন পাঠে বেশী অভিজ্ঞ সে ইমামত করবে। লোকেরা দেখল যে, সেই মাহফিলে আমার চেয়ে বেশী কোরআনে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি নেই, তখন তারা আমাকেই ইমাম বানালেন। তখন আমার বয়স ছিল ছয়-সাত বছর।" –বুখারী, আবুদাউদ, নাসাঈ।

মাসআলা-১৫৩ ঃ মহিলা মহিলাদের ইমামত করতে পারবে।

মাসআলা-১৫৪ ঃ মহিলা যদি ইমামত করে তখন তাঁকে কাতারের মধ্যখানে দাঁড়াতে হবে।

عن عائشة رضي الله عنها أنها أمتهن فكانت بينهن في صلاة مكتوبة. رواه الدار قطني. (٢) (حسن)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মহিলাদের ইমামত করেছেন। তখন তিনি কাতারের মধ্যখানে দাঁড়িয়েছিলেন। –দারাকুতনী।

মাসআলা-১৫৫ ঃ ইমামকে সংক্ষিপ্তভাবে নামাজ পড়াতে হবে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: **إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء.** رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داؤد والنسائي والترمذي وإبن ماجه. (٣)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ লোকজনকে নামাজ পড়াবে, তখন তাকে সংক্ষিপ্তভাবে পড়াতে হবে। কেননা তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল, বৃদ্ধ রয়েছে। অবশ্য যখন কেউ একা একা নামাজ পড়বে তখন সে যা ইচ্ছা লম্বা করে পড়তে পারে।" –আহমদ, বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

---

১. *মেশকাত শরীফঃ ১/৯৩, হাদীস নং-১০৫৮, সহীহ সুনান আল নাসাঈ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৭৬১।*

২. *আত্‌তালখীছুল হাবীরঃ দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং-৫৯৭।*

৩. *আলুলুউ ওয়াল মারজানঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-২৬৮, মেশকাত নং-১০৬৩।*

মাসআলা-১৫৬ ঃ যদি ইমাম এবং মুক্তাদির মধ্যখানে দেয়াল কিংবা এমন কোন বস্তু আড় হয় যদ্বারা ইমামের উঠা-বসা ইত্যাদি দেখা যায় না তাহলেও নামাজ জায়েয হয়ে যাবে।

عن عائشة رضى الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجرته والناس يأتمن به من وراء الحجرة. رواه أبوداؤد. (١) (صحيح)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় কামরায় নামাজ পড়েছিলেন এবং লোকেরা বাহিরে থেকে হুজুর (সাঃ)-এর এক্তেদা করেছিলেন। –আবুদাউদ।

মাসআলা-১৫৭ ঃ কোন ব্যক্তি ফরজ নামাজ আদায় করার পর ঐ ওয়াক্তের নামাজের জন্য সে অন্য লোকদের ইমামত করতে পারবে।

মাসআলা-১৫৮ ঃ উপরোক্ত নিয়মে ইমামের প্রথম নামাজ ফরজ হবে এবং দ্বিতীয় নামাজ নফল হবে।

মাসআলা-১৫৯ ঃ ইমাম এবং মুক্তাদির নিয়ত আলাদা আলাদা হলেও তা দ্বারা নামাজে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।

عن جابر رضى الله عنه أن معاذا كان يصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم عشاء الأخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلى بهم تلك الصلاة. متفق عليه. (٢)

হযরত জাবের (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত মা'আজ এশার নামাজ নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে পড়তেন, অতঃপর স্বগোত্রে গিয়ে সে নামাজ পুনরায় পড়াতেন।–বুখারী, মুসলিম।

عن محجن بن الأدرع رضى الله عنه قال أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد فحضرت الصلاة فصلى .... ولم أصل فقال لى: ألا صليت؟ قلت يا رسول الله إنى قد صليت فى الرحل ثم أتيتك. قال: فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة. رواه أحمد. (٣) (صحيح)

হযরত মিহজন ইবনে আদরা (রজিঃ) বলেন, "আমি নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে মসজিদে উপস্থিত হলাম। নামাজের সময় হল, তখন হুজুর (সাঃ) নামাজ পড়ালেন। আমি সে স্থানে বসেই ছিলাম। হুজুর (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি নামাজ পড় নাই? আমি আরজ করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে আসার পূর্বে নামাজটি আমি ঘরে পড়ে এসেছি। হুজুর (সাঃ) বললেন, যখন এই রকম সুযোগ পাবে তখন জামাতের সাথেও পড়বে এবং তাকে নফল বানাবে।" –আহমদ ।

মাসআলা-১৬০ ঃ মহিলা একা একা কাতারে দাঁড়াতে পারে।

عن أنس رضى الله عنه قال: صليت أنا ويتيم خلف النبى صلى الله عليه وسلم وأمى أم سليم خلفنا. رواه البخارى. (٤)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, "আমি এবং আর এক এতীম ছেলে নবী করীম (সাঃ)-এর পিছনে নামাজ পড়েছি, তখন আমার মা উম্মে সুলাইম আমাদের পিছনে ছিল।" –বুখারী।

---

১. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৯৯৬, মেশকাত নং-১০৪৬।

২. মেশকাত শরীফ ঃ ৩/১১১, হাদীস নং-১০৮২ ।

৩. মেশকাত শরীফ ঃ ৩/১১৬, হাদীস নং-১০৮৯, সহীহসুনান আল্ নাসাঈ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৮২৬ ।

৪. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩১৭, হাদীস নং-৬৮৩।

মাসআলা-১৬১ ঃ যে ব্যক্তি ইমামতের নিয়ত করেনি তাঁর ইক্তেদা করা জায়েয।

মাসআলা-১৬২ ঃ দুই ব্যক্তি মিলে জামাত করলে মুক্তাদিকে ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড়াতে হবে।

মাসআলা-১৬৩ ঃ তৃতীয় ব্যক্তি আসলে উভয় মুক্তাদি ইমামের পিছনে চলে আসবে।

মাসআলা-১৬৪ ঃ নামাজরত অবস্থায় দুএক কদম আগে-পিছে হওয়া জায়েয।

عن جابر رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جآء جبار بن صخر فقال عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. رواه مسلم. (١)

হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদা নামাজের জন্য দাঁড়ালেন এমন সময় আমি আসিয়া তাঁর বাম দিকে দাঁড়ালাম। নবী (সাঃ) আমার হাত ধরে ঘুরিয়ে ডান দিকে দাঁড় করালেন। অতঃপর জব্বার ইবনে ছখর আসিয়া যখন বাম পার্শ্বে দাঁড়ালেন তখন নবী করীম (সাঃ) আমাদের উভয়কে হাত ধরে পিছে ঠেলে দিলেন, আমরা হুজুরের (সাঃ) পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। –মুসলিম।

মাসআলা-১৬৫ ঃ যে ইমামকে লোকজন পছন্দ করেন না তারপরেও সে ইমামত করে তার ইমামত মাকরূহ হবে।

عن إبن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط والعبد الآبق. رواه ابن ماجه. (حسن) (٢)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তির নামাজ তাদের মাথার উপর এক বিঘৎও উঠানো হয় না (অর্থাৎ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না) (১) যে ব্যক্তি লোকের ইমামত করে অথচ লোকজন তাকে পছন্দ করেন না। (২) সেই মহিলা যে রাত্রি যাপন করে অথচ তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট (৩) পলায়িত দাস। –ইবনে মাজা ।

---

১. *মিশকাত শরীফঃ ৩/৮২, হাদীস নং-১০৩৯ (তাহকীক আলবানী) নং-১১০৭।*

২. *মেশকাত শরীফঃ ৩/৯৫, হাদীস নং-১০৬০, সহীহ্ সুনানি ইবনে মাজাঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৭৯২।*

مسائل المأموم
মুক্তাদির মাসায়েল

মাসআলা-১৬৬ ঃ মুক্তাদির জন্য ইমামের পূরা অনুসরণ ওয়াজিব।

عن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: **أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولابالقيام ولا بالإنصراف.** رواه مسلم. (١)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, "একদা নবী করীম (সাঃ) আমাদেরকে নামাজ পড়ালেন, নামাজ শেষে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের ইমাম। তোমরা রুকু, সিজদা, কিয়াম এবং সালাম ফিরানোতে আমার আগে করিও না।" –মুসলিম।

মাসআলা-১৬৭ ঃ ইমাম সিজদায় চলে গেলে তারপরে মুক্তাদিকে সিজাদায় যাওয়া উচিত। এমনিভাবে বাকী নামাজে ইমামকে অনুসরণ করতে হবে।

عن البرآء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لايحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد. رواه مسلم. (٢)

হযরত বারা (রজিঃ) বলেন, "আমরা রাসূলল্লাহ (সাঃ)-এর পিছনে নামাজ পড়তাম, যতক্ষণ না তাঁকে সিজদায় দেখতাম, আমরা কেউ পিঠ ঝুঁকাতাম না।" –মুসলিম।

মাসআলা-১৬৮ ঃ জামাত চলাকালীন ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সেই অবস্থায় শরীক হতে হবে। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-১৭০ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-১৬৯ ঃ ইমামের অনুসরণ না করার শাস্তি।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الامام أن يجعل الله رأسه رأس حمار.** متفق عليه. (٣)

হযরত আবুহুরায়রা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নামাজে ইমামের পূর্বেই মাথা উঠায়, সে কি আল্লাহ তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করার ভয় করে না?" –বুখারী ।

---

১. সহীহ্ মুসলিমঃ ২/২০৬, হাদীস নং-৮৪৪ ।

২. মুসলিম শরীফঃ ২/২৫১, হাদীস নং-৯৪৭ ।

৩. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩০৬, হাদীস নং-৬৫০।

مسائل المسبوق
মাসবুকের মাসায়েল

মাসআলা-১৭০ ঃ জামাত চলাকালীন যে ব্যক্তি পরে আসবে তাকে তাকবীরে তাহরীমা বলে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সেই অবস্থায় শরীক হতে হবে।

মাসআলা-১৭১ ঃ জামাতের সহিত এক রাকাত পাইলে পুরা নামাজের ছাওয়াব পাবে।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوه شيئا، من أدرك ركعة، فقد أدرك الصلاة. رواه أبوداؤد. (١) (حسن)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন তোমরা নামাজে আসবে তখন আমরা সিজদায় থাকলে সিজদায় চলে যাবে, কিন্তু তাকে রাকাত মনে করবেনা, যে ব্যক্তি এক রাকাত পাইল সে পুরা নামাজের ছাওয়াব পাইবে।" – আবুদাউদ।

মাসআলা-১৭২ ঃ জামাত শুরু হয়ে গেলে পরে যে ব্যক্তি আসবে তাকে দৌড়ে না আসা দরকার বরং ধীরে স্থিরে এসে শরীক হবে।

মাসআলা-১৭৩ ঃ যারা ইমামের সাথে পরে শরীক হবে তারা ইমামের সাথে যা পড়েছে তাকে নামাজের প্রথম এবং সালামের পরে যা পড়েছে তাকে নামাজের শেষ মনে করতে হবে।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. (٢)

হযরত আবুহুরায়রা (রজিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, "যখন নামাজ শুরু হয়ে যায় তখন তোমরা দৌড়ে আসনা। বরং ধীরে আস্তে আস, যা ইমামের সাথে মিলে তা পড় বাকীটুকু পুরা কর।" –বুখারী।

মাসআলা-১৭৪ ঃ যখন ফরজ নামাজের জন্য একামত হয়ে যায়, তখন একাকী কোন নফল, সুন্নাত কিংবা ফরজ নামাজ পড়া বৈধ নয়, যদিও প্রথম রাকাত পাওয়ার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকে।

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: **إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.** رواه مسلم. (٣)

হযরত আবুহুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যখন ফরজের একামত হয়ে যাবে তখন ফরজ ব্যতীত অন্য কোন নামাজ হয় না।" –মুসলিম।

---

১. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৭৯২।

২. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৮২, হাদীস নং-৮৫৫।

৩. মুসলিম শরীফঃ ৩/৩২, হাদীস নং-১৫১৪।

صفة الصلاة
নামাজ পড়ার নিয়ম

মাসআলা-১৭০ ঃ 'নিয়ত' অন্তরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নাম। মুখে শব্দ করে নিয়ত করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা-১৭৬ ঃ কাতারসমূহ সোজা করা এবং একামত বলার পর ইমামকে 'আল্লাহু আকবর' বলে নামাজ শুরু করতে হবে।

মাসআলা-১৭৭ ঃ তাকবীরে তাহরীমার সাথে সাথে দুইহাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো সুন্নাত।

মাসআলা-১৭৮ ঃ তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় দুইহাতে কান ছোঁয়া বা ধরা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

عن نعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوى صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر. رواه أبو داؤد. (١) صحيح)

হযরত নুমান ইবনে বশীর (রজিঃ) বলেন, যখন আমরা নামাজের জন্য দাঁড়াতাম তখন হুজুর (সাঃ) আমাদের কাতার সমূহ দুরস্তকরে দিতেন। অতঃপর 'আল্লাহু আকবর' বলে নামাজ শুরু করতেন।" –আবুদাউদ।

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذومنكبيه إذا افتتح الصلاة. متفق عليه . (مختصراً) (٢)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) থেকে বর্নিত, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজের শুরুতে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাতেন।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-১৭৯ ঃ দাঁড়ানো অবস্থায় হাত খুলে রাখা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা-১৮০ ঃ হাত বাঁধার সময় ডান হাত বাম হাতের উপর থাকা উচিত।

মাসআলা-১৮১ ঃ হাত বক্ষের উপর বাঁধা সুন্নাত।

عن طاؤس رحمه الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. رواه أبوداؤد. (٣) (صحيح)

হযরত তাউস (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে শক্তভাবে সিনায় বাঁধতেন।" –আবুদাউদ।

বিঃদ্রঃ-তাকবীরে তাহরীমার পর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে হাত বেঁধে দাঁড়ানোকে 'কিয়াম' বলা হয়।

মাসআলা-১৮২ ঃ তাকবীরে তাহরীমার পর সানা, (অর্থাৎ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা........) আউযুবিল্লাহ....... এবং বিসমিল্লাহ ...... পড়া চাই।

---

১. সহীহু সুনানি আবিদাউদ ঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৬১৯।
২. সহীহ আল বুখারী ঃ ১/৩২০, হাদীস নং-৬৯৪।
৩. সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৬৮৭।

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبى أنت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، قال: أقول **اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والماء والبرد.** رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داؤد والنسائى وابن ماجه واللفظ لمسلم. (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকবীরে তাহরীমা এবং কেরাতের মধ্য সময়ে খানিকটা চুপ থাকতেন। আমি একবার বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কোরবান হোক, আপনি যে তাকবীর ও কেরাতের মধ্যখানে চুপ থাকেন তাতে কি বলেন? হুজুর (সাঃ) বললেন, আমি বলি, "হে আল্লাহ! আমি ও আমার গোনাহসমূহের মধ্যে ব্যবধান করে দাও যেভাবে তুমি ব্যবধান করে দিয়েছ মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যে। আল্লাহ! তুমি আমাকে গোনাহ থেকে পরিষ্কার কর যেভাবে পরিষ্কার করা হয় সাদা কাপড় ময়লা থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহসমূহ ধুয়ে ফেল পানি, বরফ ও মুষলধার বৃষ্টি দ্বারা।" –আহমদ, বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: **«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك».** رواه أبوداؤد. (٢) (صحيح)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন নামাজ শুরু করতেন, তখন নিম্ন দোয়াটি পড়তেন হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করতেছি, তোমার প্রশংসার সহিত, তোমার নাম মঙ্গলময়, উচ্চ তোমার মহিমা এবং তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই।" –আবুদাউদ।

মাসআলা-১৮৩ ঃ 'বিসমিল্লাহ'-এর পর সূরা ফাতেহা পড়া চাই।

মাসআলা-১৮৪ ঃ সূরা ফাতেহা প্রত্যেক নামাজের প্রত্যেক রাকাতে পড়তে হবে।

মাসআলা-১৮৫ ঃ রুকুতে যে শরীক হবে তাকে সে রাকাত দ্বিতীয়বার পড়তে হবে।

মাসআলা-১৮৬ ঃ ইমাম, মুক্তাদি এবং একাকী নামাজ আদায়কারী সবাইকে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج ثلاثا غير تمام.** فقيل لأبى هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال إقرأبها فى نفسك. رواه مسلم. (٣)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নামাজে সূরা ফাতেহা পড়ে নাই তার নামাজ অসম্পূর্ণ।" হুজুর (সাঃ) একথাটি তিন বার বলেছেন। তারপর হযরত আবু হুরায়রা থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, যখন আমরা ইমামের পিছনে নামাজ পড়ব তখন কি করব? হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বললেন, তখন মনে মনে পড়ে নিও।–মুসলিম।

---

১. *মুসলিম শরীফঃ ২/৩৮১, হাদীস নং-১২৩০।*

২. *সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৭০২।*

৩. *মুসলিম শরীফঃ ২/১৬০, হাদীস নং-৭৬২।*

عن أبي موسى قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم **إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا.** رواه أحمد. (١)

হযরত আবু মূছা (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে বলেছেন, "যখন তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াবে, তখন তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে ইমাম নিযুক্ত করবে। যখন ইমাম কেরাত পড়বে তোমরা চুপ থাকবে।" –আহমদ।

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادى لاصلوة إلا بقرأة فاتحة الكتاب فما زاد. رواه أحمد وأبوداؤد. (٢) (صحيح)

হযরত আবুহুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা ঘোষণা করার আদেশ দিয়েছেন যে, সূরা ফাতেহা ব্যতীত নামাজ হয় না। এর চেয়ে বেশী কেউ চাইলে পড়তে পারবে।" –আহমদ, আবুদাউদ।

মাসআলা-১৮৭ ঃ ইমাম সূরা ফাতেহা শেষ করলে সবাই 'আমীন' বলবে।

মাসআলা-১৮৮ ঃ উচ্চস্বরে আমীন বলা অতীতের পাপমোচনের কারণ।

মাসআলা-১৮৯ ঃ যে নামাজে কেরাত আস্তে পড়া হয় তথায় আস্তে, আর যে নামাজে কেরাত জোরে পড়া হয় তথায় জোরে 'আমীন' বলা সুন্নাত।

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إذا أمن الإمام فأمنوا فانه، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه.** متفق عليه . (٣)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন ইমাম আমীন বলবে তোমরাও বল। কারণ, যাদের 'আমীন' শব্দ ফেরেশতাদের 'আমীন' শব্দের সাথে মিলবে তার পূর্বের সকল (সগীরা) গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।" –বুখারী, মুসলিম।

عن وائل بن حجر رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إذا قرأ ولا الضالين قال أمين ورفع بها صوته.** رواه أبوداؤد. (٤) (صحيح)

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন 'ওয়ালাদ্দাল্লীন' বলতেন, তখন উচ্চস্বরে 'আমীন' বলতেন।" –আবুদাউদ।

মাসআলা-১৯০ ঃ ইমামকে সূরা ফাতেহার পর প্রথম দুই রাকাতে কোরআনের অন্য যে কোন একটি সূরা বা তার অংশ বিশেষ পাঠ করতে হবে।

---

১. আহমদঃ ৬/৪১৫ ।

২. সহীহ্ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৭৩৩ ।

৩. মুসলিম শরীফঃ ২/১৮০, হাদীস নং-৭৯৯ ।

৪. সহীহ্ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৮২৪ ।

মাসআলা-১৯১ ঃ সকল নামাজে ইমামকে দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা প্রথম রাকাতকে লম্বা করতে হবে।

عن أبى قتادة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول فى الأولى ويقصر فى الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ فى العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول فى الأولى ويقصر فى الثانية وكان يطول فى الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر فى الثانية. رواه البخارى. (١)

হযরত আবু কাতাদা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জোহরের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতেহা ব্যতীত আরো দুটি সূরা পড়তেন, আর পরের দুই রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়তেন। কখনো কোন আয়াত উচ্চস্বরে পড়তেন যা আমরা শুনতে পেতাম। হুজুর (সাঃ) প্রথম রাকাতকে দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা লম্বা করতেন। এমনিভাবে আসর এবং ফজরের নামাজও আদায় করতেন।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-১৯২ ঃ মুক্তাদিকে ইমামের পিছনে জোহর এবং আসরের প্রথম দুই রাকাতে ফাতেহার সাথে অন্য একটি সূরা মিলানো ভাল। বাকী দুই রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়বে।

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: كنا نقرأ فى الظهر والعصر خلف الإمام فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفى الأخريين بفاتحة الكتاب . رواه ابن ماجه. (٢) (صحيح).

হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, আমরা জোহর এবং আসরের নামাজে ইমামের পিছনে প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং অন্য একটি সূরা পড়তাম। আর বাকী দুই রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়তাম।

বিঃদ্রঃ-হাদীসের জন্য মাসআলা-১৮৬ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-১৯৪ ঃ যে সকল নামাজে কেরাত জোরে পড়া হয়, তথায় প্রথম এবং দ্বিতীয় রাকাতের কেরাতে তারতীব বজায় রাখা ওয়াজিব নয়।

মাসআলা-১৯৫ ঃ একই রাকাতে সূরা ফাতেহার পরে দুই সূরা মিলানোও জায়েয।

عن انس كان رجل من الانصار يؤمهم فى مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرء بها لهم فى الصلوة مما يقرء به افتتح بقل هو الله احد حتى فرغ منها ثم يقرء بسورة أخرى معها وكان يصنع ذلك فى كل ركعة .... فلما اتهم النبى صلى الله عليه وسلم اخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة فى كل ركعة فقال إنى أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة. رواه البخارى. فى حديث طويل. (٣)

হযরত আনস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক আনসারী সাহাবী কুবা মসজিদে অন্যান্য আনসারী সাহাবীদের ইমামত করতেন। তিনি প্রত্যেক জেহরী নামাজে প্রথমে সূরা 'এখলাছ' পড়িয়া তারপর অন্য যে কোন সূরা পড়তেন। হুজুর (সাঃ) যখন তথায় তাশরীফ আনলেন আনসাররা হুজুর (সাঃ)কে এ অবস্থা বর্ণনা করলেন। হুজুর (সাঃ) ইমামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি লোকজনের কথা মতে চলনা কেন? আর প্রত্যেক রাকাতে কেরাতের পূর্বে সুরা এখলাছ পড় কেন? আনসারী সাহাবী উত্তরে বললেন, আমি সূরা এখলাছকে ভালবাসি। হুজুর (সাঃ) বললেন, সূরা এখলাছের মুহাব্বত তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।" –বুখারী।

---

১. *সহীহ আর বুখারীঃ ১/৩৩১, হাদীস নং-৭১৫।*

২. সহীহু সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৬৮৭।

৩. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৩৬।*

قرء الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنـه صلى مع عمر الصبح بهما. رواه البخاري. (١)

হযরত আহনাফ (রজিঃ) প্রথম রাকাতে সূরা 'কাহফ' এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইউসুফ বা ইউনুচ পড়েছিলেন এবং বলেছেন যে, আমি ফজরের নামাজ হযরত উমর (রাজিঃ)এর সাথে পড়েছি তিনি এই দুই সূরা পড়েছিলেন। –বুখারী

মাসআলা-১৯৬ ঃ ইমাম কিংবা একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতে একই সূরা পড়তে পারে।

عن معاذ بن عبد الله الجهنى رضى الله عنه قال: إن رجلا من الجهينة أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فى الصبح إذا زلزلت فى الركعتين كلتيهما فلا أدرى أنسى أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبوداؤد. (٢) (حسن)

হযরত মুআজ ইবনে আব্দিল্লাহ্ জুহানী বলেনঃ "জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, তিনি হুজুর (সাঃ)কে ফজরের নামাজের দুই রাকাতে 'সুরা ঝিলঝাল' পড়তে শুনেছেন। অতঃপর লোকটি বললেন, জানি না, হুজুর (সাঃ) একাজটি ভুলে করেছেন নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে?" –আবুদাউদ।

মাসআলা-১৯৭ ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোরআন মজীদ মোটেই মুখস্থ করতে না পারে তাহলে সে কেরাতের স্থানে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহ', আলহাম্‌দুলিল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবর' বলবে।

عن أبى أوفى رضى الله عنه قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمنى شيئا يجزئنى من القرآن فقال قل: **سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.** رواه النسائى. (٣) (حسن)

হযরত আবু আউফা (রজিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি কোরআনের কোন অংশ স্মরণ রাখতে পারিনা, আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দেন যা কোরআনের স্থানে যথেষ্ট হয়। তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি কেরাতের স্থানে 'সুবহানাল্লাহ', লা ইলাহা ইল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর এবং লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়িও।" –নাসাঈ।

মাসআলা-১৯৮ ঃ কেরাত পড়ার সময় বিভিন্ন সুরার প্রশ্নবোধক আয়াতসমূহের উত্তরে নিম্নোক্ত বাক্যগুলো বলা 'সুন্নাত'।

عن إبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربى الأعلى. رواه أبوداؤد. (٤) (صحيح)

হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, "নবী করীম (সাঃ) যখন নামাজে 'সূরা আলা' পড়তেন, তখন উত্তরে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলতেন।" –আবুদাউদ।

---

১. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৩৬।*

২. *সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৭৩০।*

৩. *সহীহু সুনান আল আনাসায়ীঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৮৮৫, মেশকাত-৭৪৮।*

৪. *সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৭৮৫, মেশকাত-৭৯৯।*

عن موسى بن أبي عائشة رضى الله عنه قال كان رجل يصلى فوق بيته وكان إذا قرء «أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى» قال: سبحانك فبلى فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبوداؤد. (١) (صحيح)

হযরত মূসা ইবনে আবু আয়েশা (রজিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নিজের ঘরে নামাজ পড়তেছিল, যখন সে 'আলাইসা যালিকা বিক্বাদিরিন আ'লা আঁইয়ুহ্য়িয়াল মাউতা' আয়াতটি পড়ল, তখন বলল, 'সুবহানাকা বালা।' যখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল তখন সে বলল, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে এরূপ শুনেছি।' –আবুদাউদ।

মাসআলা-১৯৯ ঃ কেরাতকালে সেজদায়ে তেলাওয়াত আসলে তখন তেলাওয়াতকারী এবং শ্রবণকারী উভয়কে সেজদা করতে হবে।

عن إبن عمر رضي الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه. رواه مسلم. (٢)

হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোরআন পড়ার সময় সেজদার আয়াতে পৌছলে সেজদা করতেন এবং আমরাও হুজুর (সাঃ)-এর সাথে সেজদা করতাম। –মুসলিম।

মাসআলা-২০০ ঃ সেজদায়ে তেলাওয়াতের মাসনূন দোয়া এইঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى سجود القرآن بالليل «سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» رواه أبوداؤد والترمذى والنسائى. (٣) (صحيح)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) তাহাজ্জুদের সময় যখন সেজদা করতেন তখন বলতেন, "আমার মুখমন্ডল (সহ আমার সমগ্র দেহ) সেজদায় অবনমিত সেই মহান সত্ত্বার জন্য যে তা সৃষ্টি করেছেন এবং তার কর্ন, চক্ষু উদ্ভিন্ন করেছেন স্বীয় ইচ্ছা ও শক্তিতে।" –আবুদাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ।

মাসআলা-২০১ ঃ সেজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব নয়।

عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: قرأت على النبى صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. متفق عليه. (٤)

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রজিঃ) বলেন, "আমি নবী করীম (সাঃ)- এর সামনে সূরা 'আন্ নাজ্ম' তেলাওয়াত করেছিলাম। হুজুর (সাঃ) তথায় সেজদা করেননি।" –বুখারী, মুসলিম।

---

১. *সহীহু সনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৭৮৬*

২. *মুসলিম শরীফঃ ২/৩৫৫, হাদীস নং-১১৭১ ।*

৩. *সহীহু সুনানিত তিরমিজিঃ ৩য় খন্ড, হাদীস নং-২৭২৩।*

৪. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৪৪৬, হাদীস নং-১০০৭।*

মাসআলা-২০২ ঃ রুকুতে যাওয়ার পূর্বে এবং রুকু থেকে উঠার পর দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো সুন্নাত। এটাকে 'রফয়ে য়াদাইন' বলা হয়।

মাসআলা-২০৩ ঃ তিন চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে দ্বিতীয় রাকাত থেকে উঠার সময়ও 'রফয়ে য়াদাইন' করা সুন্নাত।

عن نافع بن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل فى الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبى صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. (١)

হযরত নাফে' থেকে বর্ণিত যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) যখন নামাজ শুরু করতেন তখন 'আল্লাহু আকবর' বলে দু'হাত উঠাতেন, আর যখন রুকু করতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। আবার রুকু থেকে উঠার সময় 'ছামিয়াল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলেও দু'হাত উঠাতেন এবং বলতেন নবী করীম (সাঃ) এভাবে হাত উঠাতেন। –বুখারী।

মাসআলা-২০৪ ঃ রুকু এবং সিজদার বিভিন্ন মাসনূন তাসবীহগুলোর দুইটি হলোঃ

عن حذيفة بن اليمانى رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع **«سبحان ربى العظيم»** ثلاث مرات وإذا سجد قال **«سبحان ربى الأعلى»** ثلاث مرات. رواه ابن ماجه. (٢) (صحيح)

হযরত হুযায়ফা (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রুকুতে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' এবং সিজদায় তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলতেন।" –ইবনে মাজা।

عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى ركوعه وسجوده **«سبوح قدوس رب الملائكة والروح»**. رواه مسلم. (٣)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) রুকু এবং সেজদায় এই দোয়াটি পড়তেনঃ 'সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররুহ'। –মুসলিম।

মাসআলা-২০৫ ঃ রুকুতে উভয় হাত শক্তভাবে হাঁটুর উপর রাখবে।

মাসআলা-২০৬ ঃ রুকুতে উভায় হাত খুলে রাখতে হবে।

قال أبو حميد رضى الله عنه فى أصحابه أمكن النبى صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. رواه البخاري. (٤)

হযরত আবু হুমাইদ (রজিঃ) বলেন, "যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রুকু করতেন তখন নিজের হাত দিয়ে হাঁটু ধরতেন।" –বুখারী।

---

১. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩২১, হাদীস নং-৬৯৫।*
২. *সহীহু সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৭২৫।*
৩. *মুসলিম শরীফঃ ২/২৬৩, হাদীস নং-৯৭৩।*
৪. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৪১।*

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يرفع فيضع يديه على ركبتيه ويجافى بعضديه. رواه ابن ماجه. (١) (صحيح)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, "যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রুকু করতেন তখন দু'হাত দু'হাঁটুর উপর রাখতেন এবং বাহু খুলে দিতেন।" –ইবনে মাজা।

মাসআলা-২০৭ ঃ রুকু অবস্থায় কোমর সোজা হওয়া এবং মাথা কোমরের সমান হওয়া উচিত। উপরে বা নীচে না হওয়া চাই।

عن عائشة رضى الله عنها....... وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. رواه مسلم. (٢)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন রুকু করতেন, তখন মাথা উপরেও রাখতেন না এবং নীচেও রাখতেন না, বরং কোমরের সমান করে রাখতেন। –মুসলিম।

মাসআলা-২০৮ ঃ যে ব্যক্তি রুকু এবং সেজদা ঠিকভাবে করে না সে নামাজের চোর।

عن أبى قتادة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته قالوا يارسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يسرق من صلاته قال لايتم ركوعها ولا سجودها. رواه أحمد (٣) (صحيح)

হযরত আবুকাতাদা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "সবচেয়ে মন্দ চোরহচ্ছে নামাজ চোর। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাজে আবার চুরি হয় কি করে? হুজুর (সাঃ) বললেন, "যে ব্যক্তি রুকু-সেজদা পরিপূর্ণভাবে করে না সেই নামাজ চোর।" –আহমদ।

মাসআলা-২০৯ ঃ রুকু এবং সেজদায় কোরআন তেলাওয়াত নিষেধ।

عن إبن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألآ إنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. رواه مسلم. (٤)

হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "লোকসকল! তোমরা স্মরণ রেখ, আমাকে রুকু সেজদায় কোরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।" –মুসলিম।

মাসআলা-২১০ ঃ রুকুর পর স্থিরভাবে সোজা দাঁড়ানো জরুরী।

عن ثابت رضى الله عنه قال كان أنس ينعت لنا صلاة النبى صلى الله عليه وسلم فكان يصلى فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسى. رواه البخارى. (٥)

হযরত ছাবেত (রজি) বলেন, হযরত আনাস (রজিঃ) যখন আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামাজের বর্ণনা দিতেন তখন নিজে নামাজ পড়ে দেখাতেন। রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে কাউমার জন্য খাঁড়া হলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন। আমরা মনে করতাম হয়ত হযরত আনস সেজদায় যাওয়া ভুলে গেছেন।–বুখারী।

---

১. *সহীহ্ সুনানি ইবনেমাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৭১৪।*
২. *মুসলিম শরীফঃ ২/২৭১, হাদীস নং-৯৯১।*
৩. *মেশকাত-তাহকীক ঃ আবানীঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৮৮৫।*
৪. *মুসলিম শরীফঃ ২/২৫৫, হাদীস নং-৯৫৬।*
৫. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৪৪, হাদীস নং-৭৫৬।*

قال أبو حميد رضى الله عنه فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. رواه البخارى. (١)

হযরত আবু হুমাইদ (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন যেন তাঁর মেরুদন্ডের হাড়গুলো স্ব-স্ব স্থানে সংস্থাপিত হয়ে যায়।– বুখারী।

বিঃদ্রঃ রুকুর পর সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়াকে 'কাওমা' বলা হয়। কাওমা অবস্থায় হাত বাঁধা এবং খোলা রাখার ব্যাপারে হাদীসে কোন স্পষ্ট বর্ণনা নেই। তাই উভয় নিয়ম দুরস্থ হবে।

মাসআলা-২১১ ঃ কাওমার মাসনূন দোয়া এইঃ

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه قال كنا نصلى وراء النبى صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: «**سمع الله لمن حمده** » فقال رجل وراءه «**ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه**» فلما انصرف قال من المتكلم آنفا؟ قال أنا. قال: **رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول**. رواه البخارى. (٢)

হযরত রিফাআ' ইবনে রাফে' বলেন, আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর পিছনে নামাজ পড়তেছিলাম। যখন হুজুর (সাঃ) রুকু থেকে মাথা উঠালেন তখন সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদা বললেন। মুক্তাদিদের মধ্যে এক ব্যক্তি বললেন, 'রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদু হামদান কাছীরান তোয়াইয়িবান মুবারাকান ফীহি'। নামাজ শেষে হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এই বাক্যগুলো কে বলেছে? একজন বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমি বলেছি। তখন নবী (সাঃ) বললেন, আমি দেখলাম (বাক্যগুলো বলার সাথে সাথে) ত্রিশ জনেরও অধিক ফেরেস্তা সর্বাগ্রে তা লিখে নেয়ার জন্য (নিজেদের মধ্যে) প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। –বুখারী।

মাসআলা-২১২ ঃ সাত অঙ্গের দ্বারা সেজদা করা উচিত।

মাসআলা-২১৩ ঃ সেজদাবস্থায় জমিনের সাথে নাক লাগান আবশ্যক।

মাসআলা-২১৪ ঃ নামাজ আদায়কালে কাপড় চুল ইত্যাদি ঠিক করা নিষেধ।

عن إبن عباس رضى الله عنهما قال قال النبى صلى الله عليه وسلم : **أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر.** رواه البخارى. (٣)

হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমাকে সাত অঙ্গের সাহায্যে সেজদা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। যথা কপাল (একথা বলার সময় হুজুর (সাঃ) স্বীয় নাক মোবারকের দিকে ইঙ্গিত করেছেন) দুই হাত, দুই হাঁটু, উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ। হুজুর (সাঃ) আরো বলেন, আমি নামাজাবস্থায় চুল ঠিক না করার ও কাপড় টেনে না ধরার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।–বুখারী।

---

১. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৪৪ ।

২. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৭৫৫।

৩. সহীহ আল বুখারী ঃ ১/৩৫০, হাদীস নং-৭৬৭।

মাসআলা-২১৫ ঃ সেজদা সম্পূর্ণ স্থিরতার সহিত করা উচিত।

মাসআলা-২১৬ ঃ সেজদার সময় দু বাহু জমিনে বিছিয়ে দিবে না।

عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إعتدلوا فى السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب.** متفق عليه. (١)

হযরত আনস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "স্থিরতার সহিত সেজদা কর এবং সেজদার সময় কেউ কুকুরের মত বাহু বিছিয়ে দিওনা।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-২১৭ ঃ সেজদায় কনুইসমূহ পেট থেকে পৃথক এবং খুলে রাখতে হবে।

عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه مرت. رواه مسلم. (٢)

হযরত মায়মুনা (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সা) যখন সেজদা করতেন তখন কোন একটি মেশ শাবক ইচ্ছা করলে তাঁর দু'হাতের মধ্যে দিয়ে যেতে পারত।" –মুসলিম।

মাসআলা-২১৮ ঃ সিজদায় উভয় হাত কাঁধ বরাবর থাকা চাই।

মাসআলা-২১৯ ঃ সিজদায় উভয় হাত পার্শ্ব থেকে পৃথক রাখা চাই।

عن أبى حميد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. رواه أبوداؤد والترمذى وصححه. (٣) (صحيح)

হযরত আবু হুমাইদ (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ) সেজদায় নাসিকা এবং কপাল জমীনের সাথে লাগাতেন এবং হাত পার্শ্ব থেকে আলগা করে কাঁধ বরাবর রাখতেন।" –আবুদাউদ।

মাসআলা-২২০ ঃ সেজদায় পায়ের আঙ্গুলসমূহ কেবলামুখী রাখা চাই।

قال أبو حميد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم يستقبل بأطراف رجليه القبلة . رواه البخاري. (٤)

হযরত আবু হুমাইদ (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ) সেজদায় পায়ের আঙ্গুলসমূহ কেবলামুখী রাখতেন।" –বুখারী।

মাসআলা-২২১ ঃ 'জলসা' এর মাসনূন দোয়া এইঃ

عن إبن عباس رضى الله عنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: **«اللهم اغفرلى وارحمنى واهدنى وعافنى وارزقنى»** رواه أبو داؤد والترمذى. (٥) (صحيح)

হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, "নবী করীম (সাঃ) দুই সেজদার মধ্যখানে এই দোয়াটি পড়তেন–'আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলি, ওয়ারহামনি, ওয়াহদিনি, ওয়াআফিনি, ওয়ারযুকনি।' –আবুদাউদ, তিরমিজি।

বিঃদ্রঃ-উভয় সেজদার মধ্যখানে বসাকে 'জলসা' বলে।

---

১. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৫৩, হাদীস নং-৭৭৬।

২. মুসলিম শরীফঃ ২/২৬৯, হাদীস নং-৯৮৮ ।

৩. সহীহ সুনান আত্‌তিরমিজিঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-২২১।

৪. সহীহ আল বুখারী ঃ ১/৩৪৯।

৫. সহীহ সুনানিত্‌ তিরমিজিঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-২৩৩।

মাসআলা-২২২ ঃ রুকু-সেজদা এবং কাউমা ও জলসা স্থিরতার সহিত সমপরিমাণ সময়ে আদায় করা বাঞ্ছনীয়।

عن البراء رضى الله عنه قال كان ركوع النبى صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. رواه البخارى. (١)

হযরত বারা (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ)-এর রুকু সেজদা, কাউমা এবং উভয় সেজদার মধ্যে বৈঠক প্রায়তঃ সমপরিমাণ হত।" –বুখারী।

মাসআলা-২২৩ ঃ প্রথম এবং তৃতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সেজদার পর স্বল্প সময়ের জন্য বসা সুন্নাত। এ বসাকে 'জলসায়ে এস্তেরাহাত' বলা হয়।

عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فإذا كان فى وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدا . رواه البخارى. (٢)

হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম (সাঃ)কে নামাজ পড়তে দেখেছেন, নবী করীম (সাঃ) যখন বেজোড় রাকাতগুলোতে (প্রথম ও তৃতীয়) স্বল্প সময়ের জন্য বসতেন। তারপর কিয়ামের জন্য দাঁড়াতেন। –বুখারী।

মাসআলা-২২৪ ঃ তাশাহহুদে শাহাদাত আঙ্গুল উঠান সুন্নাত।

মাসআলা-২২৫ ঃ তাশাহহুদে ডান হাত ডান হাঁটুর উপর এবং বামহাত বাম হাঁটুর উপর রাখা চাই।

عن عبد الله بن زبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على اصبعه الوسطى. رواه مسلم. (٣)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ার জন্য বসতেন তখন ডান হাত ডান হাঁটুর উপর এবং বাম হাত বাম হাঁটুর উপর রাখতেন। আর বৃদ্ধাঙ্গুলকে মধ্যাঙ্গুলের উপর রেখে 'হালকা' বানাতেন। তারপর শাহাদত আঙ্গুলকে উপরে উঠিয়ে ইঙ্গিত করতেন।" –মুসলিম।

বিঃদ্রঃ শাহাদাত আঙ্গুল কলেমা শাহাদাতের সময় উঠানোর ব্যাপারে হাদীসে স্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই। তাই 'আত্তাহিয়্যাতু' এর শুরুতেও উঠাতে পারবে এবং কলেমা শাহাদাতের সময়ও উঠাতে পারবে।

মাসআলা-২২৬ ঃ শাহাদাত আঙ্গুল উঠিয়ে ইঙ্গিত করা শয়তানের জন্য তলোয়ার দিয়ে আঘাত করার চেয়েও বেশী কষ্টদায়ক।

عن نافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهى أشد على الشيطان من الحديد يعنى السبابة. رواه أحمد. (٤) (صحيح)

হযরত নাফে (রজিঃ) ইবনে উমর (রজিঃ) থেকে বর্ণনা করতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "শাহাদাত আঙ্গুল উঠিয়ে ইঙ্গিত করা শয়তানের জন্য তলোয়ারের আঘাতের চেয়েও কঠিন।" –আহমদ।

---

১. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৪১, হাদীস নং-৭৪৮ ।
২. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৫৩, হাদীস নং-৭৭৬ ।
৩. মুসলিম শরীফঃ ২/৩৬০, হাদীস নং-১১৮৪ ।
৪. মেশকাত শরীফঃ ২/৪০৫, হাদীস নং-৮৫৬ ।

মাসআলা-২২৭ ঃ তাশাহ্হুদের মাসনূন দোয়া এইঃ

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: «التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه. (١)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদের দিকে ফিরে বললেন, "যখন তোমরা নামাজ পড়বে তখন বলবে "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত্ত্বায়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালেহীন আশ্হাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।" তারপর নিজের পছন্দ মত একটি দোয়া পড়বে।"—বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-২২৮ ঃ প্রথম বৈঠক ওয়াজিব।

মাসআলা-২২৯ ঃ প্রথম তাশাহ্হুদ ভুলে গেলে 'সিজদায়ে সাহু' করতে হবে।

عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس فلما كان فى أخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس . رواه البخارى. (٢)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে জোহরের নামাজ পড়ালেন। দু'রাকাত পর তাশাহহুদের জন্য বসা ভুলে গেলেন এবং দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন শেষ বৈঠকে বসলেন সেজদায়ে সাহু আদায় করলেন।" —বুখারী।

মাসআলা-২৩০ ঃ প্রথম তাশাহহুদে ডান পা খাঁড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসা সুন্নাত।

মাসআলা-২৩১ ঃ দ্বিতীয় বা শেষ তাশাহহুদে ডান পা খাঁড়া করে বাম পাকে ডান পায়ের পিন্ডালির নীচ থেকে বের করে বসাকে 'তাওয়াররুক' বলে। তাওয়াররুক করা উত্তম।

عن أبى حميد الساعدى أنه قال– وهو فى نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. فإذا جلس فى الركعة الأخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخارى. (٣)

হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রজিঃ) সাহাবীদের সাথে বসে হুজুর (সাঃ)-এর নামাজ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে আমিই নবী (সাঃ)-এর নামাজকে স্মৃতিতে সবচেয়ে বেশী সংরক্ষিত রেখেছি। যখন দু'রাকাতে বসতেন তখন বাঁ পায়ের উপর বসে ডান পা খাঁড়া করে দিতেন এবং শেষ রাকাতে বসার সময় বাঁ পা এ গিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসতেন।" —বুখারী

১. *সহীহ্ আল বুখরীঃ ১/৩৫৮, হাদীস নং-৭৮৮।*

২. *সহীহ্ আল বুখারীঃ ১/৩৫৬, হাদীস নং-৭৮৩।*

৩. *সহীহ্ আল বুখারীঃ ১/৩৫৫, হাদীস নং-৭৮২।*

মাসআলা-২৩২ ঃ দ্বিতীয় তাশাহহুদে 'আত্তাহিয়্যা'র পর দরূদ শরীফ এবং যে কোন একটি দোয়া পড়া চাই।

عن فضالة بن عبيد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره: **«إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدع بعد ماشاء».** رواه الترمذي (١) (صحيح)

হযরত ফুজালা ইবনে উবায়েদ (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে নামাজে দরূদ ব্যতীত দোয়া করতে শুনে বললেন, যখন কেউ নামাজ পড়বে তখন সর্বপ্রথম আল্লাহর হাম্‌দ দিয়ে শুরু করবে অতঃপর আল্লাহর নবীর উপর দরূদ পড়বে, অতঃপর যা ইচ্ছা দোয়া করবে।" –তিরমিজি।

মাসআলা-২৩৩ ঃ নবী করীম (সাঃ) নামাজে নিম্ন দরূদ পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন।

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت. قال قولوا «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». رواه البخاري. (٢)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (রজিঃ) বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার উপর এবং আহলে বায়েত এর উপর কিভাবে দরূদ পাঠ করব? নবী (সাঃ) বললেন, বল "আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়াআলা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়ালা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়াআলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মজীদ।" –বুখারী।

মাসআলা-২৩৪ ঃ দরূদ শরীফের পর দোয়া মাসূরা সমূহের যে কোন একটি বা ততোধিক কেউ চাইলে পড়তে পারবে।

মাসআলা-২৩৫ ঃ মাসূরা দোয়া সমূহের দুইটি নিম্নে প্রদত্ত হল।

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة يقول: **«اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذبك من فتنة المسيح الدجال وأعوذبك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذبك من المأثم والمغرم.** متفق عليه. (٣)

হযরত আশেয়া (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্রাহ (সাঃ) নামাজে এ দোয়া পড়তেন "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবারি ওয়াআউজুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল মসীহিদ্দাজ্জালি ওয়া আউজু বিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাহ্‌য়া ওয়াল মামাত্‌ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল মাছামি ওয়াল মাগরামি।" –বুখারী, মুসলিম।

---

১. *সহীহুত তিরমিজিঃ ৩/১৬৪, হাদীস নং-২৭৬৭।*

২. *মেশকাত শরীফঃ ২/৪০৬, হাদীস নং-৮৫৮।*

৩. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৫৭, হাদীস নং-৭৮৬।*

عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنى دعاء أدعوبه فى صلاتى قال: قل «**اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرلى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم**». متفق عليه. (١)

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রজিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে আরজ করলাম, আমাকে কোন একটি দোয়া শিক্ষা দেন যা আমি নামাজে পড়তে পারি। উত্তরে তিনি বললেন, এই দোয়া পড়–"আল্লাহুম্মা ইন্নি জালামতু নাফ্সী যুলমান কাসীরান ওয়ালা ইয়াগফিরুয্‌যুনুবা ইল্লা আন্তা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইন্দিকা ওয়ারহামনি ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-২৩৬ ঃ আত্‌তাহিয়্যা, দরূদ শরীফ এবং দোয়াসমূহ থেকে ফারেগ হওয়ার পর 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ' .... বলে নামাজ শেষ করা সুন্নাত।

عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: **مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم**. رواه أحمد وأبوداؤد. والترمذى وابن ماجه. (٢) (صحيح)

হযরত আলী ইবনে আবিতালেব (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "পাক পবিত্রতা নামাজের চাবিস্বরূপ। নামাজ শুরু হয় তাকবীর দ্বারা এবং নামাজের শেষ হয় সালামের মাধ্যমে।" –আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

মাসআলা-২৩৭ ঃ সালামের পর ইমাম ডানে বা বামে ফিরে মুক্তাদিমুখী হয়ে বসবে।

عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم: إذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه. رواه البخارى. (٣)

হযরত সামুরা ইবনে জুনদাব (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ) যখন নামাজ শেষ করতেন তখন চেহারা মুবারক আমাদের দিকে ফিরিয়ে নিতেন।" –বুখারী।

মাসআলা-২৩৮ ঃ সালামের পর হাত উঠিয়ে সবায় মিলে মুনাজাত করা হাদীসে দ্বারা প্রমানিত নয়।

---

১. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৫৮, হাদীস নং-৭৮৭।*

২. *সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-২২২।*

৩. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৬১, হাদীস নং-৭৯৭।*

صلاة النساء
মহিলাদের নামাজ

মাসআলা-২৪০ ঃ মহিলাদের জন্য মসজিদের চেয়ে নিজ ঘরের নির্জন স্থানে নামাজ পড়া অনেক উত্তম।

عن أم حميد امرأة أبى حميد الساعدى رضى الله عنهما أنها جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى أحب الصلاة معك؟ قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معى، وصلاتك فى بيتك خير من صلاتك فى حجرتك، وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك، وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى مسجد قومك، وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجدى، قال: فأمرت فبنى لها مسجد فى أقصى شىء من بيتها وأظلمه. وكانت تصلى فيه، حتى لقيت الله عزوجل، رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة. (١) (حسن)

হযরত আবু হুমাইদ (রজিঃ)-এর স্ত্রী হযরত উম্মে হুমাইদ (রজিঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে মসজিদে নববীতে নামাজ পড়তে মন চায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "আমি জানতে পারলাম যে তুমি আমাদের সাথে নামাজ পড়তে চাও, কিন্তু তোমার জন্য ক্ষুদ্র কুঠরীতে নামাজ পড়া কক্ষে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম, আর কক্ষে নামাজ পড়া বাড়ীতে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম, আর বাড়ীতে নামাজ পড়া মহল্লার মসজিদে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম, আর মহল্লার মসজিদে পড়া আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম।" তারপর হযরত উম্মে হুমাইদ (রজিঃ) আদেশ দিলেন যেন তাঁর জন্য ঘরের একেবারে ভিতরের অন্ধকার স্থানে একটি নামাজের স্থান নির্ধারিত করা হয়। তিনি সবসময় শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত সেই ক্ষুদ্র অন্ধকার কুঠরীতে নামাজ পড়তেন।" –ইবনে হিব্বান, আহমদ।

মাসআলা-২৪১ ঃ শরীয়তের বিধান পালন করতঃ মহিলারা মসজিদে নামাজ পড়তে যেতে চাইলে তাদেরকে বাধা না দেয়া উচিত।

عن إبن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خيرلهن.** رواه أبوداؤد. (٢) (صحيح)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধ করিও না। কিন্তু নামাজের ব্যাপারে তাদের জন্য মসজিদের চেয়ে তাদের ঘরই অনেক উত্তম।" –আবুদাউদ।

মাসআলা-২৪২ ঃ মহিলাদেরকে দিবালোকে মসজিদে না আসা প্রয়োজন।

عن إبن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إيذنوا للنساء الليل إلى المساجد.** رواه الترمذى (٣) (صحيح)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মসজিদে আসার জন্য মহিলাদেরকে রাত্রেই অনুমতি দিও।" –তিরমিজি।

---

১. *সহীহুত্ তারগীব ওয়াত্তারহীব ঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৩৩৮।*

২. *সহীহ্ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৫৩০।*

৩. *সহীহ্ সুনানিত তিরমিজিঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৪৬৬।*

মাসআলা-২৪৩ ঃ মহিলাদের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে যাওয়া নিষেধ।

মাসআলা-২৪৪ ঃ কোন মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করলে তাকে মসজিদে যাওয়ার পূর্বে সুগন্ধি ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে।

لقى أبو هريرة رضى الله عنه متطيبة تريد المسجد فقال يا أمة الجبار أين تريدين؟ قالت المسجد. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال: فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إمرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. رواه ابن ماجه. (١) (صحيح)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) এক মহিলাকে সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর বান্দী! তুমি কোথায় যাইতেছ? মহিলা বলল, মসজিদে। হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বললেন, এ জন্যই কি তুমি সুগন্ধি ব্যবহার করলে? মহিলা বলল, হ্যাঁ। হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি– 'যে মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদের জন্য বের হয়, তার নামাজ, গোসল না করা পর্যন্ত কবুল হয় না।" –ইবনে মাজা।

মাসআলা-২৪৫ ঃ মাথায় চাদর বা মোটা উড়না ব্যতীত মহিলাদের নামাজ হয় না। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৬৮ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-২৪৬ ঃ মহিলাদের কাতার পুরুষদের কাতার থেকে পৃথক হতে হবে।

মাসআলা-২৪৭ ঃ মহিলা একাকী কাতারে দাঁড়াতে পারবে। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-১৩৪ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-২৪৮ ঃ মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হলো পিছনের কাতার, আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাতার হলো সামনের কাতার।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. رواه أبوداؤد. وابن ماجة (٢) (صحيح)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার সর্বশেষে আর সর্বনিকৃষ্ট কাতার প্রথম আর পুরুষের সর্বোত্তম কাতার প্রথম এবং নিকৃষ্ট হলো শেষ।" –আবুদাউদ।

মাসআলা-২৪৯ ঃ ইমামকে তার ভুল সম্পর্কে অবগত করার জন্য পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে আর মহিলারা তালি বাজাবে। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-২৬৯ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-২৫০ ঃ মহিলাদের আযান দেয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা-২৫১ ঃ মহিলা মহিলাদের ইমামত করতে পারে।

মাসআলা-২৫২ ঃ মহিলাকে ইমামত করার সময় কাতারের মধ্যখানে দাঁড়াতে হবে। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-১৫৪ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-২৫৩ ঃ স্বামী-স্ত্রীও এক কাতারে নামাজ পড়তে পারবে না।

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: صليت إلى جنب النبى صلى الله عليه وسلم وعائشة رضى الله عنها خلفنا تصلى معنا، وأنا إلى جنب النبى صلى الله عليه وسلم أصلى معه. رواه النسائى. (٣)

হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে নামাজ পড়েছি। হযরত আয়েশা (রজিঃ) পিছনের কাতারে আমাদের সাথে নামাজ পড়েছেন, আমি হুজুরের পার্শ্বে দাঁড়াতাম।" –নাসাঈ।

---

১. সহীহ্ সুনানি ইবনে মাজাঃ ২য় খন্ড, হাদীস নং-৩২৩৩।
২. সহীহ্ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৮১৯।
৩. সহীহ্ সুনান আল্ নাসাঈঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৭৭৪।

মাসআলা-২৫৪ ঃ নামাজের নিয়মে পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই।

عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **صلوا كما رأيتموني أصلي.** رواه البخاري. (١)

হযরত মালেক ইবনে হুযাইরীচ (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখেছ সেভাবেই নামাজ পড়।" –বুখারী

عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إعتدلوا في السجود ولايبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب.** متفق عليه. (٢)

হযরত আনস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "স্থিরতার সহিত সেজদা কর এবং সেজদার সময় কেউ কুকুরের মত বাহু বিছিয়ে দিওনা।" –বুখারী, মুসলিম।

كانت أم الدرداء تجلس فى صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة. رواه البخارى. (٣)

হযরত উম্মে দরদা (রজিঃ) নামাজে পুরুষের মত বসতেন সে একজন অভিজ্ঞ মহিলা ছিলেন। –বুখারী।

قال إبراهيم النخعى: تفعل المرأة فى الصلاة كما يفعل الرجل. أخرجه إبن أبى شيبة بسند صحيح عنه (٤)

হযরত ইব্রাহীম নখয়ী বলেন, "পুরুষরা যেরকম নামাজ পড়ে মহিলারাও সে রকম নামাজ পড়বে।" –ইবনে আবি শায়বা।

মাসআলা-২৫৫ ঃ ইস্তেহাযা ওয়ালীকে হায়েজের দিন শেষ হলে প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন ওযু করতে হবে। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-২৩ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-২৫৬ ঃ ঋতুবতীকে ঋতুকালীন সময়ের নামাজসমূহ কাজা করতে হবে না। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৩৩৮ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-২৫৭ ঃ মহিলাদের উপর জুমার নামাজ ওয়াজিব নয়। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৩৪৩ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-২৫৮ ঃ শরয়ী বিধান অনুসরণ করতঃ মহিলারা ঈদের নামাজের জন্য মসজিদে অথবা ময়দানে যেতে চাইলে যেতে পারবে। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৪৫৬ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-২৫৯ ঃ তাহাজ্জুদ আদায়কারী মহিলাদের ফযীলত। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-২৯৬ দ্রষ্টব্য।

---

১. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/২৮৫, হাদীস নং-৫৯৫।*

২. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৫৩ঃ হাদীস নং-৭৭৬।*

৩. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৫৫।*

৪. *মুছান্নাফ ইবনে আবি শায়বা ঃ ১ম খন্ড, পৃ-৭৫।*

الأذكار المسنونة

নামাজের পর মাসনূন দোয়াসমূহ

মাসআলা-২৬০ ঃ ফরজ নামাজ থেকে সালাম ফিরানোরপর উচ্চস্বরে একবার 'আল্লাহু আকবর' এবং নিম্নস্বরে তিনবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' অতঃপর 'আল্লাহুম্মা আন্‌তাসসালাম ওয়া মিনকাস্‌সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালারি ওয়াল্‌ ইকরাম' বলা সুন্নাত।

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. متفق عليه. (١)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর ফরজ নামাজ শেষ হওয়ার আন্দাজ করতাম তাকবীরের আওয়াজ দ্বারা।–বুখারী, মুসলিম।

عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال **«اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»**. رواه مسلم. (٢)

হযরত ছাওবান (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজ শেষ করার পর তিনবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলতেন। তারপর 'আল্লাহুম্মা আনতাসসালাম ....।" বলতেন।" –মুসলিম।

মাসআলা-২৬১ ঃ কতিপয় অন্য মাসনূন দোয়াঃ

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال أخذ بيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنى لأحبك يامعاذ فقلت وأنا أحبك يارسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تدع أن تقول فى دبر كل صلاة **«رب أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»** رواه أحمد وأبوداؤد. (٣) (صحيح)

হযরত মুআয ইবনে জাবল (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার হাত ধরে বললেন, হে মুআয আমি তোমায় ভালবাসি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমিও আপনাকে অতি ভালবাসি। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তাহলে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর এই বাক্যগুলো অবশ্যই বলিও 'রাব্বি আইন্নী আলা জিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা'। –আহমদ, আবুদাউদ।

عن المغيرة بن شعبة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى دبر كل صلاة مكتوبة: **«لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد»**. متفق عليه. (٤)

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর এই দোয়া পড়তেন "লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু লাহুলমুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানেআ' লিমা আতায়তা ওয়ালা মুতিয়া লিমা মানাতা ওয়ালা য়ানফাউ যালজাদ্দি মিনকাল জাদ্দ।" –বুখারী, মুসলিম।

---

১. মুসলিম শরীফঃ ২/৩৬৩, হাদীস নং-১১৯২।

২. মুসলিম শরীফঃ ২/৩৭১, হাদীস নং-১২১০।

৩. মেশকাত শরীফঃ ২/৪২০, হাদীস নং-৮৮৮, সহীহু সুনান আল্‌ নাসায়ী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং-১২৩৬।

৪. আল্‌লু'লুউ ওয়াল মারজানঃ ১ম খন্ড, নং-৩৪৭, মেশকাত নং-৯০০।

عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله فى دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة **لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير** غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' ৩৩ বার 'আল্লাহু আকবর' বলবে এবং এই নিরানব্বইয়ের সাথে 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' বলে শত পূর্ণ করবে তার পাপসমূহ মাফ হয়ে যাবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার মত হয়।" –মুসলিম।

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات فى دبر كل صلاة. رواه أحمد وأبوداؤد والنسائى والبيهقى. (٢) (صحيح)

হযরত উকবা ইবনে আমের (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে প্রত্যেক নামাজের পর 'মুআওয়েযাত' পড়ার আদেশ দিয়েছেন।" –আহমদ, আবুদাউদ, নাসাঈ, বায়হাকী।

বিঃদ্রঃ 'মুআওয়েযাত' এর অর্থ হচ্ছে কেরআন মজীদের শেষ দুটি সূরা।

عن كعب ابن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة فى دبر كل صلاة. رواه مسلم. (٣)

হযরত কাআব ইবনে উজরা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "নামাজের পর এমন কিছু যিকর আছে, যা পাঠকারী কখনো বঞ্চিত হবেনা। ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' ও ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবর।' –মুসলিম।

عن عبد الله بن زبير رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى **لآ إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شىء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لآ إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لآ إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.** رواه مسلم. (٤)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ফরজ নামাজ থেকে ফারেগ হতেন তখন উচ্চস্বরে বলতেনঃ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর লা হাওলা ওয়া লা কওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহ লাহুন্নি'মাতু ওয়ালাহুল ফজলু ওয়ালাহুচ্ছানাউল হাসান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিছীন লাহুদ্দীন ওয়া লাউ কারিহাল কাফিরুন।" –মুসলিম।

---

১. মুসলিম শরীফঃ ২/৩৮০, হাদীস নং-১২২৮।

২. সহীহু সুনান আল নাসাঈঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১২৬৮।

৩. মুসলিম শরীফঃ ২/৩৭৯, হাদীস নং-১২২৬।

৪. মুসলিম শরীফঃ ২/৩৭৫, হাদীস নং-১২১৯।

عن أبى أمامة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «**من قرء آية الكرسى دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت**». رواه النسائى وابن حبان والطبرانى. (١) (صحيح)

হযরত আবু উমামা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর 'আয়াতুল কুরছি' পড়বে তাকে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন বস্তু বেহেশতে যাওয়া থেকে বাধা দিতে পারবে না।" –নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, তাবরানী।

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال كان إذا سلم النبى صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: ثلاث مرات، «**سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين**». رواه أبويعلى. (٢) (حسن)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) যখন নামাজ শেষ করতেন তখন তিনবার বলতেনঃ 'সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইযযাতি আম্মা ইয়াছিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালীনা ওয়াল্ হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।" –আবুয়ালা, সুয়ূতী।

---

১. *সিলসিলায়ে সহীহাঃ শায়খ আলবানী, ২য় খন্ড, নং-৯৭২*

২. *উদ্দাতুল হিসনি ওয়াল হাসীনঃ হাদীস নং-২১৩।*

مايجوز فى الصلاة
নামাজে জায়েয কার্যসমূহের মাসায়েল

মাসআলা-২৬৪ ঃ নামাজে আল্লাহর ভয়ে কান্না করা জায়েয।

عن عبد الله بن الشخير رضى الله عنه قال: «رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يصلى وفى صدره أزيز كأزيز المرجل من البكآء. رواه أحمد وأبوداؤد والنسائى. (١) (صحيح)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রজিঃ) বলেন, "আমি রাসূল করীম (সাঃ)কে নামাজ পড়তে দেখেছি, তখন তাঁর ছিনায় ক্রন্দনের দরুণ জাঁতা পেষার ন্যায় শব্দ হচ্ছিল।" –আহমদ, আবুদাউদ, নাসাঈ।

মাসআলা-২৬৫ ঃ নামাজে অসুস্থতা, বৃদ্ধতা ইত্যাদির কারণে লাঠিতে ভার দেয়া অথবা চেয়ার ব্যবহার করা জায়েয।

عن أم قيس بنت محصن رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا فى مصلاه يعتمد عليه. رواه أبوداؤد. (٢) (صحيح)

হযরত উম্মে কাইস বিনতে মিহছান (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বয়স যখন বেড়ে গেল এবং শরীর ভারী হয়ে গেল তখন তিনি নামাজের স্থানে একটি লাঠি রাখতেন এবং নামাজ পড়ার সময় তার উপর ভার দিতেন।" –আবুদাউদ।

মাসআলা-২৬৬ ঃ বৃদ্ধতা বা অসুস্থতার কারণে নফল নামাজের কিছু অংশ বসে পড়া আর কিছু অংশ দাঁড়িয়ে পড়া জায়েয। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৩১৮ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-২৬৭ ঃ কষ্টদায়ক জীবকে নামাজরত অবস্থায় হত্যা করা জায়েয।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **أقتلوا الأسودين فى الصلاة الحية والعقرب.** رواه أحمد وأبوداؤد. (٣) (صحيح)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'নামাজের মধ্যে সাপ এবং বিচ্ছুকে মারতে পারবে।" –আহমদ, আবুদাউদ।

মাসআলা-২৬৮ ঃ কোন কারণে সিজদার জায়গা থেকে মাটি অথবা কঙ্কর সরাতে হলে নামাজের মধ্যে একবার পারা যাবে।

عن معيقيب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الرجل الذى يسوى التراب حيث يسجد قال: **إن كنت فاعلا فواحدة** . متفق عليه. (٤)

হযরত মুআ'ইকীব (রজিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নামাজের মধ্যে সেজদার জায়গা থেকে মাটিসরিয়ে তা সমান করতেছিলেন, নবী করীম (সাঃ) তাঁকে বললেন, "এরূপ যদি করতেই হয় তাহলে শুধু একবার করবে।" –বুখারী, মুসলিম।

---

১. *সহীহ্ সুনান আল্ নাসাঈ, ১ম খন্ড, হাদীস নং-৭৭৯, মেশকাত নং-৯৩৫ ।*
২. *সহীহ্ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৮৩৫ ।*
৩. *সহীহ্ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৮১৪, মেশকাত নং-৯৩৯ ।*
৪. *আললু'লুউ ওয়াল মারজানঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৩১৮, মেশকাত নং-৯১৭ ।*

মাসআলা-২৬৯ ঃ ইমামের ভুল সংশোধন উদ্দেশ্যে পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে এবং মহিলারা হাত তালি দিবে।

মাসআলা-২৭০ ঃ নামাজ আদায়কারী প্রয়োজনবশতঃ অন্য লোককে সম্বোধন করতে চাইলে পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে আর মহিলারা হাততালি দিবে।

عن أبی هريرة رضی الله عنه قـال: قـال رسـول الله صلی الله عليـه وسلم: **التسـبيـح للرجـال و التصفيق للنسـاء.** متفق عليه. (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন কারো নামাজে কিছু ঘটে, তখন পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। হাতের উপর হাত মারা মহিলাদের জন্য।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-২৭১ ঃ ছোট ছেলেকে কাঁধে উঠালে নামাজ নষ্ট হয় না।

عن أبی قـتـادة رضی الله عنه قـال: رأيت النبی صلی الله عليه وسلم يؤم الناس وأمـامـة بنت أبی العـاص علی عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. متفق عليه. (٢)

হযরত আবু কাতাদা (রজিঃ) বলেন, "আমি নবী করীম (সাঃ)কে স্বীয় কাঁধের উপর আবুল আছের কন্যা উমামাকে রেখে ইমামতি করতে দেখেছি। তিনি যখন রুকু করতেন, তখন তাকে রেখে দিতেন, আর যখন সিজদা হতে দাঁড়াতেন, তাঁকে কাঁধের উপর তুলে নিতেন।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-২৭২ ঃ নামাজ পড়া অবস্থায় মনে কোন চিন্তা আসলে নামাজ বাতিল হয় না।

عن عقبة بن الحارث رضی الله عنه قال: صليت مع النبی صلی الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا ودخل علی بعض نسـائه ثم خرج ورأی مـافی وجوه القوم من تعـجـبـهم لسـرعـتـه فقـال: **ذكرت وأنا فی الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسی أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته.** رواه البخاری. (٣)

হযরত উকবা ইবনে হারিস (রজিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে আসরের নামাজ পড়েছি। সালাম ফেরার পর তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং কোন একজন স্ত্রীর কাছে গেলেন আবার বেরিয়ে এলেন। এসে দেখলেন তাঁর ত্রস্তভাব দেখে লোকদের চোখে মুখে বিস্ময় জেগেছে। তিনি বললেন, আমি নামাজরত থাকাবস্থায় আমার কাছে রাখা এক খন্ড স্বর্ণপিন্ডের কথা স্মরণ হলে তা আমার কাছে রেখে সন্ধ্যা ও রাত যাপন করা পছন্দকরলাম না। সুতরাং তা বিলি করে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে এলাম।" –বুখারী।

মাসআলা-২৭৩ ঃ নামাজে শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা থেকে বাঁচার জন্য 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়ত্বানীর রাজীম' বলা জায়েয।

قال عثـمـان بن أبی العـاص رضی الله عنه يا رسول الله صلی الله عليـه وسلم إن الشـيطان قد حـال بينی وبين صـلاتی وقـراءتی يلبسـهـا علی؟ فقـال رسـول الله صلی الله عليـه وسلم: **ذاك شـيطان يقـال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل علی يسارك ثلاثا** قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عنی. رواه أحمد ومسلم. (٤)

---

১. *আল্লু'লউ ওয়াল মারজানঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-২৪৪, মেশকাত নং-৯২৪*

২. *মুসলিম শরীফঃ ২/৩১৯, হাদীস নং-১০৯৩ ।*

৩. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৪৯৭, হাদীস নং-১১৮১ ।*

৪. *মুখতাছারু সহীহি মুসলিম–আলবানী, হাদীস নং-১৪৪৮।*

হযরত উসমান ইবনে আবুল আছ (রজিঃ) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! শয়তান আমাকে নামাজে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে এবং আমার কেরাতে সন্দেহ পতিত করে। নবী করীম (সাঃ) বললেন, এই শয়তানের নাম হলো 'খিনযিব'। যখন তার উস্কানি অনুভব করবে তখন আউযুবিল্লাহি .... পড় এবং বামপার্শ্বে তিনবার থুথু পেল। হযরত উসমান বলেন, আমি এরূপ করেছি পরে আল্লাহপাক শয়তানকে সরিয়ে দিয়েছেন।" –মুসলিম।

মাসআলা-২৭৪ ঃ কোন মুছীবতের সময় ফরজ নামাজ বিশেষ করে ফজরের শেষ রাকাতের 'কাওমা'য় হাত উঠিয়ে উচ্চস্বরে মুসলমানদের জন্য দোয়া করা এবং শত্রুর জন্য বদদোয়া করা জায়েয। (হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৩৭১ দ্রষ্টব্য)।

মাসআলা-২৭৫ ঃ সুতরা এবং নামাজীর মধ্যখান দিয়ে আগমনকারীকে নামাজের মধ্যেই হাত দিয়ে প্রতিহত করা উচিত। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-১২৪ দ্রষ্টব্য

মাসআলা-২৭৬ ঃ প্রখর গরমের দরুণ সেজদার স্থানে কাপড় রাখতে পারবে।

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحرفى مكان السجود. رواه البخارى. (١)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, "আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে নামাজ পড়তাম এবং আমাদের কেউ কেউ অত্যন্ত গরমের দরুণ কাপড়ের খুঁট সেজদার জায়গায় রাখতো।" –বুখারী।

মাসআলা-২৭৭ ঃ জুতা পবিত্র হলে তা পরাবস্থায় নামাজ পড়া যাবে।

عن سعيد بن زيد قال سألت أنسا أكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى نعليه؟ قال نعم. متفق عليه. (٢)

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রজিঃ) বলেন, হযরত আনস (রজিঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কি জুতা পরে নামাজ পড়তেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। –বুখারী, মুসলিম।

---

১. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/১৯৯, হাদীস নং-৩৭২।*

২. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/১৯৯, হাদীস নং-২৭৩।*

المنوعات فى الصلاة
নামাজে নিষিদ্ধ কার্যসমূহের মাসায়েল

মাসআলা-২৭৮ ঃ নামাজে কোমরে হাত রাখা নিষেধ।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصر فى الصلاة. متفق عليه (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজের মধ্যে কোমরে হাত রেখে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-২৭৯ ঃ নামাজে আঙ্গুল ফুটান বা আঙ্গুলে আঙ্গুল ঢুকান নিষেধ।

عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه فى الصلاة.** رواه أحمد والترمذى وأبوداؤد والنسائى والدرامى (٢) (صحيح)

হযরত কাআব ইবনে উজরা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ ওযু করে মসজিদের দিকে যায়, তখন রাস্তায় আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে চলবে না। কারণ সে নামাজের মধ্যে থাকে।" –আহমদ, তিরমিজি, আবুদাউদ, নাসাঈ, দারিমী।

মাসআলা-২৮০ ঃ নামাজে হাই আসলে তাকে যথাসম্ভব দমন করবে।

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إذا تثاءب أحدكم فى الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل.** رواه مسلم. (٣)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন তোমাদের কারো নামাজে হাই আসবে তখন তাকে যথাসম্ভব দমন করবে। কারণ তখন শয়তান তার মুখে প্রবেশ করে।" –মুসলিম

মাসআলা-২৮১ ঃ নামাজে আকাশের দিকে তাকান নিষেধ।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء فى الصلاة إلى السماء أو ليخطفن أبصارهم.** رواه مسلم. (٤)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "নামাজরত অবস্থায় আসমানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থাকা দরকার। অন্যথায় তাদের দৃষ্টি ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হবে।" –মুসলিম।

---

১. সহীহ আল বুখারী, ১/৪৯৭, হাদীস নং-৪৯৭ ।

২. সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৫২৬ ।

৩. মুখতাছারু মুসলিম, হাদীস নং-৩৪৫, মেশকাত নং-৯২২ ।

৪. মুসলিম শরীফঃ ২/২০৮, হাদীস নং-৮৫০ ।

৫. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৫২, হাদীস নং-৭৭১ ।

মাসআলা-২৮২ ঃ নামাজের মধ্যে মুখ ঢেকে রাখা নিষেধ।

মাসআলা-২৮৩ ঃ নামাজে দু'কাঁধের উপর এইভাবে কাপড় লটকানো যাতে কাপড়ের উভয় দিক জমিনের দিকে হয় এটাকে 'সদল' বলে। এটা নামাজে নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৬২ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-২৮৪ ঃ নামাজের মধ্যে কাপড় ঠিক করা, চুল ঠিক করা, চুলে ঝুঁটি বাঁধা ইত্যাদি মোটকথা নিষ্প্রয়োজনে কোন কাজ করা নিষেধ। এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং-২১৪ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-২৮৫ ঃ সেজদার জায়গা থেকে বারবার কঙ্কর হঠান নিষেধ। এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং-২৫৮ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-২৮৬ ঃ নামাজে এদিক সেদিক তাকানো নিষেধ্য।

عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : **لايزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه.** رواه أحمد وأبوداؤد والنسائي وابن خزيمة. (١) (حسن)

হযরত আবু জর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা বান্দার নামাজের দিকে সান্নিধ্য দানে রত থাকেন যতক্ষণ না সে এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করে। যখন সে নামাজ থেকে একাগ্রতা বিচ্ছিন্ন হয় তখন আল্লাহ তায়ালাও তার থেকে স্বীয় সান্নিধ্য হঠিয়ে ফেলেন।" –আহমদ, আবুদাউদ, নাসাঈ।

মাসআলা-২৮৭ ঃ বালিশের উপর সেজদা করা কিংবা গালীচার উপর নামাজ পড়া নিষেধ।

মাসআলা-২৮৮ ঃ ইঙ্গিতে নামাজ পড়ার সময় সেজদার জন্য মাথাকে রুকু অপেক্ষা নীচু করবে।

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة **دعها عنك تسجد على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك.** رواه الطبراني (٢) (صحيح)

হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বালিশের উপর সিজদা দিয়ে নামাজ আদায়কারী এক ব্যক্তিকে বলেছেন, "বালিশ হঠিয়ে দাও, যদি জমিতে সিজদা করতে পার তাহলে কর আর যদি না পার তাহলে ইঙ্গিতে নামাজ পড় এবং সিজদার জন্য রুকু অপেক্ষা বেশী ঝুঁক।" –তাবরানী।

---

১. *সহীহুত্ তারগীব ওয়াততারহীবঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৫৫৫ ।*

২. *সিলসিলায়ে সহীহা-শায়খ আলবানীঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৩২৩ ।*

فضل السنن والنوافل
সুন্নাত এবং নফল নামাজের ফজীলত

মাসআলা-২৮৯ ঃ জোহরের পূর্বে চার রাকাত আর পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, এশার পর দুই রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নামাজ আদায়কারীর জন্য বেহেশতে ঘর তৈরী করা হবে।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **من ثابر على ثنتى عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا فى الجنة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد الشعآء وركعتين قبل الفجر.** رواه الترمذى وابن ماجه. (١) (صحيح)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিয়মিত বার রাকাত সুন্নাত আদায় করবে আল্লাহপাক তার জন্য বেহেশতে ঘর তৈরী করবেন। জোহরের পূর্বে চার রাকাত আর পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, এশার পর দুই রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকাত।" –তিরমিজি, ইবনে মাজা।

মাসআলা-২৯০ ঃ ফজরের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নাত দুনিয়ার সমূহ বস্তু থেকে উত্তম।

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :**ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها.** رواه الترمذى (٢) (صحيح)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত দুনিয়া এবং তার সমূহ বস্তু থেকে অনেক অনেক উত্তম।" –তিরমিজি।

মাসআলা-২৯১ ঃ জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত আদায়কারীর জন্য আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৩০৪ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-২৯২ ঃ জোহরের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত সুন্নাত আদায়কারীর জন্য আল্লাহপাক জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।

عن أم حبيبة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: **من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار.** رواه ابن ماجة. (٣) (صحيح)

হযরত উম্মে হাবীবা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত সুন্নত পড়বে আল্লাহপাক তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।" –ইবনে মাজা ।

---

১. *সহীহু সুনানিত্ তিরমিজিঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৩৩৮ ।*

২. *সহীহু সুনানিত্ তিরমিজিঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৩৪০ ।*

৩. *সহীহু সুনানি ইবনে মাজাঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৯০১ ।*

মাসআলা-২৯৩ ঃ আছরের পূর্বে চার রাকাত নামাজ আদায়কারীকে আল্লাহপাক দয়া করেন।

عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: **رحم الله امرءً صلى قبل العصر أربعا.** رواه الترمذى (١) (حسن)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আছরের পূর্বে চার রাকাত নামাজ পড়বে আল্লাহপাক তাকে দয়া করবে। –তিরমিজি।

মাসআলা-২৯৪ ঃ চাশতের চার রাকাত নামাজ আদায়কারীর সারা দিনের সকল দায়িত্ব আল্লাহপাক নিজেই নিয়ে নেন।

হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৪৯৬ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-২৯৫ ঃ তারাবীর নামাজ অতীতের সমূহ সগীরা গুনাহ ক্ষমা হওয়ার কারণ হয়।

হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৩৯১ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-২৯৬ ঃ রাত্রের যে কোন সময়ে ঘুম থেকে উঠে দুই রাকাত নামাজ আদায়কারী স্বামী-স্ত্রীকে আল্লাহপাক বেশী বেশী তাঁকে স্মরণকারীদের অন্তর্ভূক্ত করে থাকেন।

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: **إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.** رواه ابن ماجة وأبوداؤد. (٢) (صحيح)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি রাত্রে উটে এবং নিজের স্ত্রীকেও জাগায় আর উভয় দুই রাকাত নামাজ পড়ে। তখন আল্লাহতায়ালা তাদের নাম আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী মহিলা-পুরুষের মধ্যে লেখেন।" –ইবনে মাজা।

মাসআলা-২৯৭/১ ঃ একটি সিজদা আদায় করলে আল্লাহতায়ালা মানুষের আমলনামায় একটি পূণ্য বৃদ্ধি করেন, একটি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং একটি দরজা বুলন্দ করেন।

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: **مامن عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحاعنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود.** رواه ابن ماجة. (٣) (صحيح)

হযরত উবাদা ইবনে চামেত (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে বান্দা আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে আল্লাহপাক তার জন্য একটি পূণ্য লেখেন, একটি গুনাহ ক্ষমা করেদেন এবং একটি দরজা বুলন্দকরেন, সুতরাং বেশী বেশী সিজদা কর।" –ইবনে মাজা।

মাসআলা-২৯৭/২ ঃ কেয়ামতের দিন ফরজ নামাজের ঘাটতি নফল এবং সুন্নাতসমূহ দ্বারা পূর্ণ করা হবে।

হাদীসের জন্য মাসআলা নং-১৮ দ্রষ্টব্য।

---

১. সহীহ সুনানিত্ তিরমিজিঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৩৫৪ ।

২. সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-১০৯৮ ।

৩. সহীহ ইবনে মাজাঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-১১৭১ ।

احكام السنن والنوافل
সুন্নাত এবং নফল নামাজসমূহ

মাসআলা-২৯৮ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সকল নফল নামাজ নিয়মিত আদায় করেছেন তা উম্মতের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

মাসআলা-২৯৯ ঃ জোহরের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পরে দুই রাকাত, এশার পরে দুই রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকাত সর্বমোট বার রাকাত পড়া সুন্নাত।

মাসআলা-৩০০ ঃ সুন্নাত এবং নফল নামাজসমূহ ঘরে পড়া উত্তম।

মাসআলা-৩০১ ঃ নফল নামাজ দাঁড়িয়ে বা বসে উভয় নিয়মে পড়া যায়।

عن عبد الله بن شقيق رضى الله عنه قال سألت عائشة رضى الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي فى بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وكان إذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين . رواه مسلم. (١)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শকীক (রজিঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে রাসূল করীম (সাঃ)-এর নফল নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। হযরত আয়েশা (রজিঃ) বললেন, "রাসূল করীম (সাঃ) জোহরের পূর্বে চার রাকাত আমার ঘরে আদায় করতেন, তারপর মসজিদে গিয়ে ফরজ আদায় করতেন। অতঃপর ঘরে চলে আসতেন এবং জোহরের পর দুই রাকাত পড়তেন। মাগরিবের নামাজ শেষ করেও ঘরে চলে আসতেন এবং দুই রাকাত পড়তেন। এশার নামাজের পরও ঘরে চলে আসতেন এবং দুই রাকাত পড়তেন। হুজুর (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামাজ বেতরসহ নয় রাকাত পড়তেন। তাহাজ্জুদের নামাজ কখনো দাঁয়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কখনো বসে বসে পড়তেন। দাঁড়িয়ে কেরাত পড়লে রুকু সেজদাও দাঁড়িয়ে করতেন। আর বসে কেরাত পড়লে রুকু সেজদাও বসে আদায় করতেন। ফজর হয়ে গেলে দুই রাকাত আদায় করতেন।" –মুসলিম।

বিঃদ্রঃ-পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের রাকাতের মোট সংখ্যা নিম্নরূপঃ

নামাজ	ফরজ	ফরজের পূর্বে সুন্নাত	ফরজের পরে সুন্নাত
ফজর	২	২	–
জোহর	৪	২ বা ৪	২
আছর	৪	–	–
মাগরিব	৩	–	২
এশা	৪	–	২

১. *মুসলিম শরীফঃ ৩/৫৩, হাদীস নং-১৫৬৯।*

মাসআলা-৩০২ ঃ জোহরের পূর্বে দু'রাকাত সুন্নাত আদায় করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى بيته . رواه مسلم. (١)

হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে জোহরের পূর্বে দু'রাকাত, জোহরের পরে দু'রাকাত, মাগরিবের পর দু'রাকাত, এশার পর দু'রাকাত এবং জুমার পরে দু'রাকাত পড়েছি মাগরিব, এশা এবং জুমার দু দু'রাকাত হুজুর (সাঃ)-এর সাথে ঘরে পড়েছি।" –মুসলিম।

মাসআলা-৩০৩ ঃ সুন্নাত এবং নফলসমূহ দু দু'রাকাত করে আদায় করা ভাল।

عن إبن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: **صلاة الليل والنهار مثنى مثنى** . رواه أبوداؤد. (٢) (صحيح)

হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) থেকে বর্ণিত , নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "দিন রাতের নফলসমূহ দু দু'রকাত করে পড়।" –আবুদাউদ

মাসআলা-৩০৪ ঃ এক সালামে চার রাকাত সুন্নাত/নফল পড়া জায়েয।

عن أبى أيوب رضى اله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: **أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء.** رواه أبوداؤد. (٣) (حسن)

হযরত আবু আইয়ুব (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত, যাতে সালাম নেই (মধ্যখানে) তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়।" –আবুদাউদ।

মাসআলা-৩০৫ ঃ ফজরের সুন্নাতের পর ডান কাত হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা সুন্নাত।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إذا صلى أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع على يمينه** . رواه الترمذى وأبوداؤد. (٤) (صحيح)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত আদায় করবে তখন ডান কাত হয়ে একটু বিশ্রাম করা ভাল।" –তিরমিজি, আবুদাউদ।

মাসআলা-৩০৬ ঃ জুমার নামাজের পর চার রাকাত অথবা দু'রাকাত নামাজ সুন্নাত।

এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৩৫৬ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-৩০৭ ঃ জোহরের পূর্বের চার রাকাত পূর্বে পড়তে না পারলে ফরজের পরে পড়া যাবে।

عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر، صلاهن بعدها. رواه الترمذى (٥) (حسن)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, "যখন হুজুর (সাঃ) জোহর এর প্রথম চার রাকাত সুন্নাত ফরজের পূর্বে পড়তে পারতেন না, তখন ফরজের পরে তা আদায় করবেন।" –তিরমিজি।

---

১. *মুখতাছারু মুসলিম-আলবানী, হাদীস নং-৩৭২, মেশকাত নং-১০৯২ ।*
২. *সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১১৫১ ।*
৩. *সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১১৩১ ।*
৪. *সহীহু সুনানিত্ তিরমিজিঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৩৪৪ ।*
৫. *সহীহু সুনানিত তিরমিজিঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৩৫০।*

মাসআলা-৩০৮ ঃ আছরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নাত মুয়াক্কাদা নয়।

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رواه أحمد والترمذي وأبوداؤد. (١) (حسن)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আছরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত পড়বে, আল্লাহপাক তার উপর রহমত নাজিল করবে।" –আহমদ, তিরমিজি, আবুদাউদ

মাসআলা-৩০৯ ঃ এশার নামাজের পর দু'রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং-২৭৯ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-৩১০ ঃ মাগরিবের নামাজের পূর্বের দু'রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নয়।

عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. متفق عليه. (٢)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) তিনবার বলেছেন, "মাগরিবের পূর্বে দুরাকাত' নামাজ আদায়কর। তৃতীয় বারে বলেছেন, যার ইচ্ছা হয়। তৃতীয় বারে একথাটি এজন্যই বলেছেন যেন কেউ তাকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা মনে না করে।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৩১১ ঃ জুমার পূর্বে নফল নামাজের নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই যা ইচ্ছা পড়তে পারবে। তবে 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' হিসেবে দু'রাকাত অবশ্যই পড়বে।

মাসআলা-৩১২ ঃ জুমার নামাজের পূর্বে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় করা হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয়।

এব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৩৫১ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-৩১৩ ঃ বেতরের নামাজের পর বসে বসে দু'রাকাত নফল পড়া হাদীস দ্বারা প্রমানিত আছে।

عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون. رواه أحمد (٣) (حسن)

হযরত আবু উমামা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, "রাসূল করীম (সাঃ) বেতরের নামাজের পর দুই রাকাত নফল বসে বসে পড়তেন এবং এই দুই রাকাতে সূরা 'ঝিলঝাল' ও সূরা 'কাফিরূন' পড়তেন।" –আহমদ।

---

১. সহীহ্ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১১৩২

২. মুসলিম শরীফঃ ৩/১৮৪, হাদীস নং-১৮১০।

৩. মেশকাত শরীফঃ ৩/১৬৬, হাদীস নং-১১৮০ (তাহকীক, শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী)

মাসআলা-৩১৪ ঃ সুন্নাত এবং নফলসমূহ সাওয়ারীর পিঠেও আদায় করা যায়।

মাসআলা-৩১৫ ঃ আর নামাজ শুরু করার পূর্বে সাওয়ারীর দিক কেবলামুখী করে নিবে। পরে যেদিকেই হোক তাতে কোন অসুবিধে হবে না।

মাসআলা-৩১৬ ঃ যদি সাওয়ারীর মুখ কেবলার দিকে না হয় তাহলেও যেদিকেই হোক নামাজ আদায় করতে পারবে। এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৪২২ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-৩১৭ ঃ সুন্নাত এবং নফল নামাজসমূহে কোরআন মজীদ দেখে দেখে পড়তে পারবে।

كانت عائشة رضى الله عنها يؤمها عبدها ذكوان من المصحف . رواه البخارى. (١)

হযরত আয়েশা (রজিঃ)-এর গোলাম যকওয়ান কোরআন মজীদ দেখে দেখে নামাজ পড়াতেন। –বুখারী।

মাসআলা-৩১৮ ঃ ওজরবশতঃ নফল নামাজের কিছু অংশ বসে পড়া আর কিছু দাঁড়িয়ে পড়া জায়েয।

عن عائشة رضى الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقى عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأ هن ثم ركع. رواه مسلم. (٢)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে রাত্রের নামাজ বসে পড়তে দেখিনি। তবে যখন হুজুর (সাঃ) বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তখন কেরাত পড়ার সময় বসে বসে পড়তেন। আর ত্রিশ চল্লিশ আয়াত বাকী থাকতেই দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তা পড়ে রুকু করতেন।" –মুসলিম।

মাসআলাঃ ৩১৯ ঃ বিনা কারণে বসে নামাজ পড়লে ছাওয়াব অর্ধেক হয়ে যায়।

عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعدا قال: من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. رواه الترمذى. (٣) (صحيح)

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রজিঃ) বলেন, আমি রাসূল করীম (সাঃ)কে বসে নামাজ আদায়কারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া উত্তম, বসে পড়লে ছাওয়াব অর্ধেক হয় আর শুয়ে শুয়ে পড়লে এক চতুর্থাংশ ছাওয়াব হবে।" –তিরমিজি।

মাসআলা-৩২০ ঃ নফল নামাজ সমূহে 'কিয়াম' কে লম্বা করা উত্তম।

عن جابر رضى الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الصلاة أفضل. قال: طول القنوت. رواه مسلم. (٤)

হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন নামাজ সবচেয়ে বেশী উত্তম? হুজুর (সাঃ) বললেন, যে নামাজের কিয়াম লম্বা হয়।" –মুসলিম।

---

১. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩১৩ ।
২. মুসলিম শরীফঃ ৩/৫৬, হাদীস নং-১৫৭৪ ।
৩. সহীহ্ সুনানিত্ তিরমিজিঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৩০৫ ।
৪. মুসলিম শরীফঃ ৩/৮৫, হাদীস নং-১৬৩৯ ।

عن زياد رضى الله عنه قال سمعت المغيرة رضى الله عنه يقول: إن كان النبى صلى الله عليه وسلم ليقوم ليصلى حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له، فيقول: **أفلا أكون عبدا شكورا.** رواه البخارى. (١)

হযরত যিয়াদ (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত মুগীরা (রজিঃ)কে বলতে শুনেছেন, "যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজের জন্য দাঁড়াতেন, অনেক সময় তাঁর পা-পিন্ডলি ফুলে যেত। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?" –বুখারী।

মাসআলা-৩২১ ঃ নফল ইবাদত কম হলেও সবসময় করা উত্তম।

عن عائشة رضى الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أى العمل أحب إلى الله تعالى قال: **أدومه وإن قل.** رواه مسلم. (٢)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন আমল আল্লাহর কাছে বেশী পছন্দনীয়? হুজুর (সাঃ) বললেন, "যে আমল সদা সর্বদা করা হয় যদিও তা মাত্রায় কম হোক।" –মুসলিম।

মাসআলা-৩২২ ঃ সুন্নাত এবং নফল নামাজ ঘরে পড়া উত্তম।

عن زيد بن ثابت رضى الله عنه إن النبى صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس فى بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة. متفق عليه . (٣)

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমরা নিজ নিজ গৃহে নামাজ পড় কেননা ফরজ ব্যতীত অন্য সব নামাজ ঘরে পড়া উত্তম।" –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৩২৩ ঃ ফজরের নামাজের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত আর আছর নামাজের পরে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত কোন নফল নামাজ আদায় করা উচিত নয়।

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . رواه مسلم. (٤)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আছর নামাজের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের নামাজের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত নফল নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন।" –মুসলিম।

মাসআলা-৩২৪ ঃ ভ্রমণকালে সুন্নাত এবং নফলসমূহ মাফ হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৪২৪ দ্রষ্টব্য।

---

১. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৪৬৪, হাদীস নং-১০৫৯।

২. মুসলিম শরীফঃ ৩/১১৯, হাদীস নং-১৬৯৮।

৩. মুসলিম শরীফঃ ৩/১১৭, হাদীস নং-১৬৯৫।

৪. মুসলিম শরীফঃ ৩/১৭১, হাদীস নং-১৭৯০।

سجدة السهو
সিজদা সহুর মাসায়েল

মাসআলা-৩২৫ ঃ রাকাতের সংখ্যায় সন্দেহ হয়ে গেলে কমের উপর একীন করে নামাজ পূর্ণ করবে এবং সালাম ফিরার পূর্বে সিজদা সহু করবে।

মাসআলা-৩২৬ ঃ সালামের পর সহুর ব্যাপারে কথাবার্তা বলা নামাজকে রহিত করে না।

মাসআলা-৩২৭ ঃ ইমামের ভুল হলে সিজদা সহু করতে হয়। মুক্তাদির ভুলে সিজদা সহু নেই।

মাসআলা-৩২৮ ঃ সিজদা সহু সালাম ফিরার পূর্বে বা পরে উভয় নিয়মে জায়েয।

মাসআলা-৩২৯ ঃ সালাম ফিরার পর সিজদা সহুর জন্য দ্বিতীয়বার তাশাহহুদ পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان.** رواه مسلم. (١)

হযরত আবু ছাঈদ খুদরী (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তির নামাজের রাকাতসমূহে সন্দেহ হয়ে যাবে আর একথা নিশ্চিত জানা থাকবেনা যে, তিন রাকাত পড়েছে না চার রাকাত, তখন প্রথমে সে সন্দেহ দূর করে মনকে স্থির করবে এবং এর উপর ভিত্তি করে বাকী নামাজ পড়ে দিবে, আর সালামের পূর্বে দু'টি সিজদা করবে। যদি বাস্তবে সে পাঁচ রাকাত পড়ে থাকে তাহলে এই দুই সিজদা মিলে ছয় রাকাত হয়ে যাবে। যদি সে চার রাকাত পড়ে থাকে তাহলে এই দুই সিজদা শয়তানের জন্য লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। –মুসলিম।

عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد فى الصلاة؟ قال لا وما ذاك؟ فقالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبوداؤد والنسائى والترمذى. (٢)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম (সাঃ) জোহরের নামাজ পাঁচ রাকাত পড়ে ফেললেন। জিজ্ঞাসা করা হল, নামাজে কি বৃদ্ধি হয়েছে? হুজুর (সাঃ) বললেন, বৃদ্ধি কিভাবে? লোকজন আরজ করল, আপনি পাঁচ রাকাত পড়েছেন। তখন সালাম ফিরানোর পর দুই সিজদা আদায় করলেন।–আহমদ বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি।

১. *মুসলিমঃ ২/৩৪৫, হাদীস নং-১১৫২।*

২. *মুসলিম শরীফঃ ২/৩৪৮, হাদীস নং-১১৫৮।*

মাসআলা-৩৩০ ঃ প্রথম তাশাহহুদ ভুলে কিয়ামের জন্য সোজা দাঁড়িয়ে গেলে তখন তাশাহ্হুদের জন্য প্রত্যাবর্তন করবেনা বরং সালাম ফিরার পূর্বে সিজদা সহ্ করে নিবে।

মাসআলা-৩৩১ ঃ যদি পুরোপুরী দাঁড়ানোর পূর্বে তাশাহ্হুদের কথা স্মরণ হয় তখন বসে যাবে এমতাবস্থায় সিজদা সহ্ করতে হয় না।

عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس وإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتى السهو.** رواه أحمد وأبوداؤد وابن ماجة. (١) (صحيح)

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি দু'রাকাতের পর (তাশাহহুদে বসা ব্যতীত) দাঁড়িয়ে যেতে চায় তখন যদি পুরো না দাঁড়ায় তাহলে বসে পড়বে। আর যদি পুরোপুরী দাঁড়িয়ে যায় তাহলে বসবে না। তবে দু'টি সিজদা সহ্ আদায় করবে। –আহমদ, আবুদাউদ, ইবনে মাজা ।

মাসআলা-৩৩২ ঃ নামাজে কোন চিন্তা-ভাবনা আসলে এর জন্য সিজদা সহ্ করতে হয় না।
এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য 'নামাজের নিয়ম' অধ্যায়ে মাসআলা নং-২৭২ দ্রষ্টব্য।

---

১. সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৯৯৪ ।

صلاة القضاء
কাজা নামাজের মাসায়েল

মাসআলা-৩৩৩ ঃ কোন কারণে ওয়াক্ত মতে নামাজ পড়তে না পারলে সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই আদায় করতে হবে।

মাসআলা-৩৩৪ ঃ কাজা নামাজ জামাতের সহিত আদায় করা জায়েয।

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جآء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كدت أصلي العصر حتي كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: **والله ما صليتها** فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. رواه البخاري. (١)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রজিঃ) বর্ণনা করেন, খন্দক যুদ্ধে সূর্যাস্তের পর হযরত উমর (রজিঃ) কুরাইশের কাফেরদের বিশোদাগার করতে করতে এসে নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত আছরের নামাজ আদায় করতে পারিনি। হুজুর (সাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ, আমিও আছরের নামাজ আদায় করিনি। অতঃপর আমরা সবাই 'বতহান' জায়গায় আসলাম এবং ওযু করে প্রথমে আচরের নামাজ, তারপর মাগরিবের নামাজ আদায় করলাম। –বুখারী।

মাসআলা-৩৩৫ ঃ ভুলে বা নিদ্রার কারণে নামাজ কাজা হলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে বা জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে আদায় করতে হবে।

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك.** متفق عليه. (٢)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নামাজ পড়া ভুলে গেছে অথবা নামাজের সময় ঘুমিয়ে পড়েছে, তার জন্য স্মরণ হওয়া বা জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে পড়ে দেয়াটা কাফ্ফারা স্বরূপ। –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৩৩৬ ঃ ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত ফরজের পূর্বে পড়তে না পারলে তখন ফরজের পরে অথবা সূর্য উদয়ের পরে আদায় করতে পারবে।

عن قيس بن عمرو رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول سالله صلى الله عليه وسلم: **صلاة الصبح ركعتان** فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله. رواه أبوداؤد والترمذي. (٣) (صحيح)

হযরত কাইস ইবনে আমর (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ) এক ব্যক্তিকে ফজরের পর দুই রাকাত নামাজ পড়তে দেখলেন, অতঃপর বললেন, ফজরের নামাজ তো দুই রাকাত? লোকটি উত্তর দিল, আমি ফরজের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নাত প্রথমে পড়তে পারিনি তাই এখন পড়তেছি। কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) চুপ হয়ে গেলেন।" –আবুদাউদ।

---

১. সহীহ আল বুখারীঃ ১/২৭০, হাদীস নং-৫৬১ ।
২. সহীহ আল বুখারীঃ ১/২৭০, হাদীস নং-৫৬২ ।
৩. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১১২৮ ।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس.** رواه الترمذى. (صحيح) (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সুন্নাত প্রথমে পড়বেনা সে যেন সূর্যোদয়ের পরে তা আদায় করে নেয়।" –তিরমিজি।

মাসআলা-৩৩৭ ঃ রাত্রে বিতর পড়তে না পারলে সকালে পড়ে দিতে পারবে। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৩৮০ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-৩৩৮ ঃ ঋতুবতী মহিলাকে ঋতুকালীন নামাজের কাজা পড়তে হবে না।

عن معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزى إحدانا صلوتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبى صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنابه أو قالت فلا نفعله. رواه البخارى. (٢)

হযরত মুআযা থেকে বর্ণিত যে, একটি মহিলা হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করল, মহিলারা হায়েজ থেকে পবিত্র হলে তাদের জন্য কি নামাজের কাজা আদায় করে দেয়া জরুরী? হযরত আয়েশা (রজিঃ) বললেন, "তুমি কি খারেজী মহিলা? আমরাতো নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে জীবন কাটিয়েছি, আমাদেরও ঋতুস্রাব হত অথচ হুজুর (সাঃ) আমাদেরকে নামাজ কাজা করার জন্য কখনো বলেননি তাই আমরা কোন দিন কাজা আদায় করতাম না।" –বুখারী।

মাসআলা-৩৩৯ ঃ ওমরি কাজা আদায় করা সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) বা ছাহাবাদের আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়।

---

১. সহীহ্ সুনানিত তিরমিজিঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৩৪৭।

২. সহীহ্ আল বুখারীঃ ১/১৬৬, হাদীস নং-৩১০।

صلاة الجمعة
জুমার নামাজের মাসায়েল

মাসআলা-৩৪০ ঃ জুমার নামাজ সারা সপ্তায় সংঘটিত সগীরা গুনাহের ক্ষমার কারণ।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر.** رواه مسلم. (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক নামাজ পরের নামাজ পর্যন্ত, জুমা সপ্তাহের জন্য এবং রমজান সারা বছরের জন্য গুনাহের কাফ্‌ফারা। তবে শর্ত হলো কবীরা গুনাহ থেকে বাঁচতে হবে। -মুসলিম।

মাসআলা-৩৪১ ঃ নবী করীম (সাঃ) বিনা কারণে জুমা ত্যাগকারীর ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়ার আশা ব্যক্ত করেছেন।

عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه مسلم. (٢)

হযরত ইবনে মাসউদ (রজিঃ) বলেন, বিনা কারণে জুমা ত্যাগকারী সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমার মন চায় যে, কাউকে নামাজ পড়াতে বলি অতঃপর জুমা ত্যাগকারীদের ঘরসহ জ্বালিয়ে দিই।" -মুসলিম।

মাসআলা-৩৪২ ঃ শরয়ী ওজর ব্যতীত তিন জুমা ছেড়ে দিলে আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের অন্তরে পথভ্রষ্টতার মোহর লাগিয়ে দেন।

عن أبى الجعد الضمرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **من ترك ثلث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه.** رواه أبو داؤد والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى. (٣) (صحيح)

হযরত আবুল জাদ যমরী (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অলসতার কারণে তিন জুমা ছেড়ে দেয়, আল্লাহ্‌পাক তার হৃদয়ে মোহর লাগিয়ে দেন। -আবুদাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারিমী।

মাসআলা-৩৪৩ ঃ দাস, মহিলা, ছোট ছেলে, অসুস্থ ব্যক্তি এবং মুসাফির ব্যতীত অন্য সবার উপর জুমা ফরজ।

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **ليس على المسافر جمعة .** رواه الطبرانى. (٤) (صحيح)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মুসাফিরের উপর জুমা নেই। -তাবরানী।

---

১. *মুসলিম শরীফঃ ২/১১, হাদীস নং-৪৪৩।*
২. *মুসলিম শরীফঃ ২/৪৪১, হাদীস নং-১৩৫৮।*
৩. *সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৯২৮।*
৪. *সহীহুল জামিউস সাগীরঃ ৫ম খন্ড, হাদীস নং-৫২৮১।*

عن طارق بن شهاب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة إلا على أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبى أو مريض.** رواه أبوداؤد. (١) (صحيح)

হযরত তারেক ইবনে শিহাব (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দাস, মহিলা, শিশু এবং অসুস্থ ব্যক্তি ব্যতীত সকল মুসলমানের উপর জুমা ফরজ। –আবুদাউদ।

মাসআলা-৩৪৪ ঃ জুমার দিন গোসল করা, ভাল কাপড় পরিধান করা এবং খোশবু বা সুগন্ধি মাখা সুন্নাত।

عن أبى سعيد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: **على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه.** رواه أحمد. (٢) (صحيح)

হযরত আবু সাঈদ (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানকে জুমার দিন গোসল করা, ভাল কাপড় পরিধান করা এবং সুগন্ধি মাখা চাই। –আহমদ।

মাসআলা-৩৪৫ ঃ জুমার দিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর বেশী বেশী দরূদ পড়ার আদেশ দেয়া হয়েছে।

عن أوس بن أوس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **أكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على.** رواه أبوداؤد والنسائى وابن ماجه والدارمى والبيهقى. (٣) (صحيح)

হযরত আউস ইবনে আউস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জুমার দিন আমার প্রতি বেশী বেশী দরূদ পড়তে থাক তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌছিয়ে দেয়া হয়। –আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারিমী, বায়হাকী।

মাসআলা-৩৪৬ ঃ জুমার নামাজে দু'টি খুতবা পড়তে হয়। দুটিই দাঁড়িয়ে দিতে হয়।

عن جابر بن سمرة قال كانت للنبى صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. (٤)

হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রজিঃ) বলেন, নবীকরীম (সাঃ) দু'টি খুতবা প্রদান করতেন এবং উভয় খুতবার মধ্যখানে বসতেন। খুতবায় কোরআন পড়ে লোকদের নসীহত করতেন। হুজুর (সাঃ)-এর খুতবা এবং নামাজ উভয় মধ্যম হত। –মুসলিম।

মাসআলা-৩৪৭ ঃ ইমামকে মিম্বরে উঠে সর্বপ্রথম মুসল্লীদের লক্ষ্য করে সালাম করা উচিত।

عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. رواه إبن ماجة. (٥) (حسن)

হযরত জাবের (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) যখন মিম্বরে ছড়তেন তখন সালাম বলতেন।–ইবনে মাজা।

---

১. *সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৯৪২।*

২. *সহীহ সুনান আল নাসায়ীঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১৩১০।*

৩. *সহীহুল জামিউস সাগীরঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১২১৯।*

৪. *মুসলিম শরীফঃ ৩/২১২, হাদীস নং-১৮৬৫।*

৫. *সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৯১০।*

মাসআলা-৩৪৮ ঃ জুমার খুতবা সাধারণ খুতবার চেয়ে সংক্ষেপ আর জুমার নামাজ সাধারণ নামাজের চেয়ে লম্বা পড়া উচিত।

عن عمار بن ياسر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة». رواه أحمد ومسلم. (١)

হযরত আম্মার ইবনে য়াসির (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, জুমার খুতবাকে সংক্ষেপ করা এবং নামাজকে লম্বা করা ইমামের হুঁশিয়ার হওয়ার প্রমাণ। সুতরাং খুতবাকে সংক্ষিপ্ত কর এবং নামাজকে লম্বা কর। –আহমদ, মুসলিম।

মাসআলাঃ ৩৪৯ ঃ জুমার দিন সূর্য ঢলার পূর্বে সূর্য ঢলার সময়, সূর্য ঢলার পর সবসময় নামাজ পড়া জায়েয।

عن أنس رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الجمعة حين تميل الشمس. رواه أحمد والبخاري وأبو داؤد والترمذي. (٢) (صحيح)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জুমার নামাজ সূর্য ঢলে গেলে পড়াতেন। –বুখারী, আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিজি।

বিদ্রঃ-এ ব্যাপারে আরো হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৯৯ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-৩৫০ ঃ জুমার খুতবা শুরু হয়ে গেলে তখন যে ব্যক্তি মসজিদে আসবে তাকে সংক্ষিপ্তাকারে দু'রাকাত নামাজ পড়ে বসে যেতে হবে।

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوزفيهما. رواه مسلم. (٣)

হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, জুমার দিন হুজুর (সাঃ) খুতবা দিতেছিলেন এমন সময় সুলাইক গাত্ফানী নামক এক ছাহাবী আসলেন এবং বসে গেলেন। তখন হুজুর (সাঃ) বললেন, হে সুলাইক! সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকাত পড়ে নাও। অতঃপর হুজুর (সাঃ) বললেন, যখন তোমাদের কেউ জুমার দিন ইমাম খুতবা দেওয়ার সময় আসবে তখন দু'রাকাত সংক্ষিপ্তাকারে অবশ্যই পড়বে।– মুসলিম।

মাসআলা-৩৫১ ঃ জুমার নামাজের পূর্বে নফলের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। তবে তাহিয়্যাতুল মসজিদের দু'রাকাত খুতবা চললেও পড়বে।

মাসআলা-৩৫২ ঃ জুমার নামাজের পূর্বে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلى معه غفرله مابينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. (٤)

---

১. মুসলিম শরীফঃ ৩/২২০, হাদীস নং-১৮৭৯।

২. সহীহ্ সুনানিত তিরমিজিঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৪১৫।

৩. মুসলিম শরীফঃ ৩/২২৫, হাদীস নং-১৮৯৪।

৪. মুসলিম শরীফঃ ৩/২০৯, হাদীস নং-১৮৫৭।

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করেছে তারপর মসজিদে এসে যথাসম্ভব নামাজ পড়ে ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকবে। পরে ইমামের সাথে ফরজ আদায় করবে তার এক জুমা থেকে আর এক জুমা পর্যন্ত এবং আরো বৃদ্ধি তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। –মুসলিম।

মাসআলা-৩৫৩ ঃ খুতবা চলাকালীন কাহারো নিদ্রা আসলে তখন তাকে স্থান পরিবর্তন করে নিতে হবে।

عن إبن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك.** رواه الترمذى. (١) (صحيح)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, খুতবা চলাকালীন কথা বলা অথবা খুতবার দিকে গুরুত্ব না দেওয়া খুব খারাপ কাজ। –তিরমিজী।

মাসআলা-৩৫৪ ঃ খুতবা চলাকালীন কথা বলা অথবা খুতবার দিকে গুরুত্ব না দেওয়া খুব খারাপ কাজ।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : **إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت.** متفق عليه (٢)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জুমার দিন খুতবা চলাকালীন সাথীকে বলবে 'চুপ থাক' সেও খারাপ কাজ করল। –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৩৫৫ ঃ জুমার খুতবা চলাকালীন হাঁটু মেরে বসা নিষেধ।

عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب». رواه أحمد وأبوداؤد والترمذى. (٣) (صحيح)

হযরত মুআয ইবনে আনস জুহানী (রজিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কুতবা চলাকালীন হাঁটু মেরে বসা থেকে নিষেধ করেছেন। –আহমদ, আবুদাউদ, তিরিমিজি।

বিঃদ্রঃ হাঁটু মেরে বসা অর্থাৎ হাঁটু খাঁড়া রেখে রানকে পেটের সাথে লাগিয়ে দু'হাত বেঁধে বসা।

মাসআলা-৩৫৬ ঃ জুমার নামাজের পর যদি মসজিদে সুন্নাত আদায় করে তাহলে চার রাকাত আর ঘরে আদায় করলে দু'রাকাত আদায় করবে।

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ا رواه أحمد ومسلم وأبوداؤد والنسائي والترمذى وابن ماجة. (٤)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, জুমা পড়ে তারপর চার রাকাত নামাজ পড়। –আহমদ, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

---

১. সহীহ্ সুনানিত তিরমিজিঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৪৩৬।

২. মুসলিম শরীফঃ ৩/২০০, হাদীস নং-১৮৩৫।

৩. সহীহ্ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৯৮২।

৪. মুসলিম শরীফঃ ৩/২৩০, হাদীস নং-১৯০৬।

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته. رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبوداؤد والنسائى والترمذى وابن ماجة. (١)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জুমার পর ঘরে গিয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়তেন।—আহমদ বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

মাসআলা-৩৫৭ ঃ জুমার নামাজ গ্রামে পড়া জায়েয।

عن إبن عباس رضى الله عنهما قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين . رواه البخارى. (٢)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, মসজিদে নববীর পর সর্বপ্রথম জুমা বাহরাইনের 'জোয়াসা' নামক গ্রামের আবদুল কায়স মসজিদে পড়া হয়েছিল। —বুখারী।

মাসআলা-৩৫৮ ঃ যদি জুমার দিন ঈদ হয়ে যায় তাহলে দু'টি পড়া ভাল। কিন্তু ঈদের পর জুমার স্থানে জোহরের নামাজ পড়লে তাও চলবে।

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: **قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان فمن شآء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون.** رواه أبوداؤد. وإبن ماجة. (٣) (صحيح)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের জন্য আজকের দিনে দু'টি ঈদ জমা হয়ে গেছে। যে চায় তার জন্য জুমার বদলে ঈদের নামাজই যথেষ্ট কিন্তু আমরা জুমা এবং ঈদ দু'টিই পড়ব। —আবুদাউদ, ইবনে মাজা।

মাসআলা-৩৫৯ ঃ জুমার নামাজের পর সতর্কতামূলক জোহরের নামাজ আদায় করা কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা-৩৬০ ঃ জুমার নামাজের পর দাঁড়িয়ে সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে সালাত-সালাম পড়া এবং জুমার নামাজের পর সম্মিলিত মুনাজাত করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

---

১. *মুখতাছারু সহীহি মুসলিমঃ হাদীস নং-৪২৪।*

২. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৭৮, হাদীস নং-৮৪১।*

৩. *সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৯৪৮।*

صـــلاة الـــوتـــر
বেতরের নামাজের মাসায়েল

মাসআলা-৩৬১ ঃ বেতরের নামাজ ফযীলতপূর্ণ একটি নামাজ।

মাসআলা-৩৬২ ঃ বেতরের নামাজের ওয়াক্ত এশা এবং ফজরের মধ্যবর্তী সময়।

عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم قلنا وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه أحمد وأبوداؤد والترمذي وابن ماجة وصححه الحاكم. (١) (صحيح)

হযরত খারেজা ইবনে হুযাফা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনেছে, আল্লাহতায়ালা ফরজ ব্যতীত আর একটি নামাজ তোমাদেরকে দিয়েছেন যা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও অনেক উত্তম। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর রাসূল, সে নামাজ কোনটি? হুজুর (সাঃ) বললেন, সে হল বেতরের নামাজ যার ওয়াক্ত এশার নামাজ এবং ফজরের মধ্যবর্তী সময়। –আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম।

মাসআলা-৩৬৩ ঃ বেতর এশার নামাজের অংশ নয়। বরং রাতের নামাজ অর্থাৎ তাহাজ্জুদের অংশ। হুজুর (সাঃ) উম্মতের সুবিধার্থে এশার নামাজের সাথে পড়ে নেয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন।

মাসআলা-৩৬৪ ঃ বেতর রাত্রের শেষভাগে পড়া উত্তম।

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره فإن قرأة آخر الليل محضورة وذلك أفضل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. (٢) (صحيح)

হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি শেষ রাতে না জাগার আশংকা করবে সে বেতর পড়ে ঘুমাবে। আর যে ব্যক্তি জাগার ব্যাপারে নিশ্চিত সে রাতের শেষভাগে পড়বে। –মুসলিম।

মাসআলা-৩৬৫ ঃ বেতর সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه النسائي. (٣)

হযরত আলী (রজিঃ) বলেন, "বেতর ফরজের মত জরুরী নয়, কিন্তু তা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার আদেশ দিয়েছেন।" - নাসায়ী।

মাসআলা-৩৬৬ ঃ সুন্নাত এবং নফলসমূহ সওয়ারীর উপর পড়া জায়েয।

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومي إيماء صلاة الليل إلا الفرائض يوتر على راحلته. رواه البخاري. (٤)

---

১. সহীহু সুনানিত তিরমিজী; ১ম খন্ড, হদীস নং ৩৭৩।
২. মুসলিম শরীফঃ ৩/৮৪, হাদীস নং-১৬৩৭।
৩. সহীহু সুনান আল নাসাঈ, ১ম খন্ড, হাদীস নং-১৫৮২।
৪. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৪৫২, হাদীস নং-১০২৯।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) সফরে সওয়ারীর উপর ইঙ্গিত করে রাতের নামাজ আদায় করতেন সওয়ারীর মুখ যেদিকেই হোক। বেতর নামাজও পড়তেন কিন্তু ফরজ নামাজ পড়তেন না।" –বুখারী।

মাসআলা-৩৬৭ ঃ বেতরের রাকাতের সংখ্যা এক, তিন এবং পাঁচ এর মধ্যে যার যা ইচ্ছা পড়তে পারে।

عن أبى أيوب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يؤتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يؤتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يؤتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داؤد والنسائى وابن ماجة. (١) صحيح)

হযরত আবু আইয়ুব (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, বেতরের নামাজ পড়া প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব, তবে যার ইচ্ছা পাঁচ রাকাত আর যার ইচ্ছা তিন রাকাত আর যার ইচ্ছা এক রাকাত পড়তে পারবে। –আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

মাসআলা-৩৬৮ ঃ তিন রাকাত বেতর আদায় করার জন্য দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরানো তারপর আর এক রাকাত পড়ার নিয়ম উত্তম। তবে এক তাশাহ্হুদের সহিত একসাথে তিন রাকাত পড়াও জায়েয।

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. رواه مسلم. (٢)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এশার নামাজের পর ফজরের পূর্বে এগার রাকাত নামাজ আদায় করতেন। প্রত্যেক দুরাকাতের পর সালাম ফিরাতেন শেষে এক রাকাত পড়ে বেতর বানাতেন। –মুসলিম।

عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم. رواه النسائى. (٣) (صحيح)

হযরত উম্মে সালমা (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সাত বা পাঁচ রাকাত বেতর আদায় করতেন তখন মধ্যখানে সালাম দিয়ে পৃথক করতেন না, এক সালামে পড়তেন।" –নাসাঈ।

মাসআলা-৩৬৯ ঃ মাগরিবের নামাজের মত দুই তাশাহ্হুদ এবং এক সালামে বেতর আদায় করা ঠিক নয়।

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لاتوتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب. رواه الدارقطنى. (٤) (صحيح)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'তিন বেতর পড়িওনা বরং পাঁচ অথবা সাত রাকাত পড়। মাগরিবের সাথে সাদৃশ্য করিও না।" –দারাকুতনী।

---

১. *সহীহ্ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১২৬০।*

২. *মুসলিম শরীফঃ ৩/৬১, হাদীস নং-১৫৮৮।*

৩. *সহীহ্ সুনান আল নাসাঈ, ১ম খন্ড, হাদীস নং-১৬১৮।*

৪. *আত্তা'লীকুল মুগনীঃ ২য় খন্ড, পৃ-২৫।*

মাসআলা-৩৭০ ঃ বেতরের নামাজে দোয়া কুনুত রুকুর আগে ও পরে উভয় নিয়মে পড়া জায়েয।

عن أبي إبن كعب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوْتر فيقنت قبل الركوع. رواه إبن ماجه. (١) (صحيح)

হযরত উবাই ইবনে কাআব (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বেতরের নামাযে দোয়া কুনুত রুকুর আগে পড়তেন।" –ইবনে মাজা।

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع. رواه ابن ماجه. (٢) (صحيح)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রুকুর পরে দোয়া কুনুনত পড়েছেন।" –ইবনে মাজা।

মাসআলা-৩৭১ ঃ প্রয়োজনবশতঃ সকল নামাজ অথবা কিছু নামাজের শেষের রাকাতে দোয়া কুনুত পড়া যায়।

মাসআলা-৩৭২ ঃ দোয়া কুনুত পড়া ওয়াজেব নয়।

মাসআলা-৩৭৩ ঃ কুনুতের পর অন্য দোয়াও পড়া যেতে পারে।

মাসআলা-৩৭৪ ঃ প্রয়োজনবশতঃ অনির্দিষ্টকালের জন্য দোয়া কুনুত পড়া যেতে পারে।

মাসআলা-৩৭৫ ঃ যদি ইমাম উচ্চস্বরে কুনুত পড়ে তখন মুক্তাদিদের বড় আওয়াজে আমীন বলা উচিত।

عن إبن عباس رضى الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بنى سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. رواه أبوداؤد. (٣) (صحيح)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একমাস পর্যন্ত অনবরত জোহর, আছর, মাগরিব, এশা এবং ফজরের শেষ রাকাতে سمع الله لمن حمده বলার পর বনী সলীম, রেল, জকওয়ান ও উছায়্যা প্রভৃতি গোত্রের জন্য বদদোয়া করেছিলেন। আর মুক্তাদিরা আমীন বলতেন।–আবুদাউদ।

عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. رواه أبوداؤد. (٤) (صحيح)

হযরত আনস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) একমাস পর্যন্ত দোয়া কুনুত পড়েছিলেন। পরে ছেড়ে দিয়েছেন। –আবুদাউদ।

মাসআলা-৩৭৬ ঃ নবীকরীম (সাঃ) যহরত হাসান ইবনে আলী (রজিঃ)কে যে দোয়া কুনুত শিক্ষা দিয়েছিলেন তা এইঃ

عن الحسن بن على رضى الله عنهما قال علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن فى قنوت الوتر «اللهم اهدنى فيمن هديت وعافنى فيمن عافيت وتولنى فيمن توليت وبارك لى فيما اعطيت وقنى شر ما قضيت فإنك تقضى ولا يقضى عليك إنه لايذل من واليت ولايعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبى محمد. رواه النسائى. (٥) (صحيح)

---

১. *সহীহ্ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৯৭০।*
২. *সহীহ্ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৯৭২।*
৩. *সহীহ্ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১২৮০।*
৪. *সহীহ্ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১২৮২।*
৫. *সহীহ্ সুনানু নাসাঈঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১৬৪৭।*

হযরত হাসান ইবনে আলী (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বেতরে পড়ার জন্য এ দোয়া কুনুত শিক্ষা দিয়েছিলেন। হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে হেদায়ত করেছো, আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করো, তুমি যাদেরকে নিরাপদে রেখেছো আমাকে তাদের দলভুক্ত করো, তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো আমাকে তাদের দলভূক্ত করো, তুমি আমাকে যা দিয়েছো তাতে বরকত দাও, তুমি যে অমঙ্গল নির্দিষ্ট করেছো তা হতে আমাকে রক্ষা করো। কারণ তুমিইতো ভাগ্য নির্ধারিত করো, তোমার উপরেতো কেহ ভাগ্য নির্ধারণ করার নাই, তুমি যাহার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো সে কোন দিন অপমাণিত হবে না এবং তুমি যার সাথে শত্রুতা করেছো সে কোন দিন সম্মানিত হতে পারবে না। হে আমাদের প্রভু তুমি বরকত পূর্ণ ও সুমহান। নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর আল্লাহর রহমত হোক। –নাসাঈ।

মাসআলা-৩৭৭ ঃ বেতরের নামাজের অন্য একটি মসনূন দোয়া।

عن علی ابن أبی طالب رضی الله عنه أن النبی صلی الله علیه وسلم کان یقول فی آخر وتره **«اللهم إنی أعوذبك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذبك منك لا أحصی ثناء علیك أنت كما أثنیت علی نفسك»**. رواه النسائی. (۱) (صحیح)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বেতরের নামাজে এই দোয়া পড়তেন–'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিরিযাকা বিন সাখাতিকা ওয়া বিমুআফাতিকা মিন উকুবাতিকা ওয়া আউযু বিকা মিনকা লা উহছী ছানা আন আলাইকা আনতা কামা আছনাইতা আলা নাফ্সিকা।" –নাসাঈ।

মাসআলা-৩৭৮ ঃ বেতরের প্রথম রাকাতে সূরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা 'আল কাফিরূন' এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা 'এখলাছ' পড়া সুন্নাত।

عن أبی بن کعب رضی الله عنه أن النبی صلی الله علیه وسلم کان یقرأ فی الوتر بسبح اسم ربك الأعلی وفی الرکعة الثانیة بقل یا أیها الکافرون وفی الثالثة بقل هو الله أحد ولا یسلم إلا فی آخرهن. رواه النسائی. (۲) (صحیح)

হযরত উবাই ইবনে কাআব (রজিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সাঃ) বেতরের প্রথম রাকাতে সূরা 'আলা' দ্বিতীয় রাকাতে সূরা 'আল কাফিরূন' আর তৃতীয় রাকাতে সূরা 'এখলাছ' তেলাওয়াত করতেন। আর শেষ রাকাতেই সালাম ফিরাতেন।–নাসাঈ।

মাসআলা-৩৭৯ ঃ বেতরের পর তিনবার سبحان الملك القدوس বলা সুন্নাত।

عن أبی ابن کعب رضی الله عنه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول إذا سلم **سبحان الملك القدوس** ثلاث مرات یطیل فی آخرهن. رواه النسائی. (صحیح) (۳)

হযরত উবাই ইবনে কাআব থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বেতরের নামাজে সালাম ফিরানোর পর তিন বার বলতেন سبحان الملك القدوس আর তৃতীয়বার উচ্চস্বরে বলতেন। –নাসাঈ।

---

১. সহীহ্ সুনান আল্ নাসাঈঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১৬৪৮।

২. সহীহ্ সুনান আল্ নাসাঈঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১৬০৬।

৩. সহীহ্ সুনান আল্ নাসাঈঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১৬০৪।

মাসআলা-৩৮০ ঃ যে ব্যক্তি শেষ রাত্রে বেতর পড়ার নিয়তে শুয়ে পড়েছে কিন্তু শেষ রাতে জাগতে পারেনি তখন যে ফজরের নামাজের পর অথবা সূর্য উঠে গেলে পড়তে পারবে।

عن زيد بن أسلم رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **من نام عن وتره فليصل إذا أصبح.** رواه الترمذى. (١) (صحيح)

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বেতর পড়ার জন্য জাগতে পারেনি সে সকালে আদায় করবে।- তিরমিজি।

মাসআলা-৩৮১ ঃ একরাত্রে দুই বার বেতর পড়বে না।

মাসআলা-৩৮২ ঃ এশার নামাজের পর বেতর আদায় করে ফেললে তাহাজ্জুদের পর পুনরায় বেতর আদায় করা উচিত নয়।

عن طلق بن على رضى الله عنه قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: **لا وتران فى ليلة.** رواه أحمد وأبوداؤد والنسائى والترمذى. (٢) (صحيح)

হযরত তালক ইবনে আলী (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ)কে আমি বলতে শুনেছি, এক রাতে দু'বেতর নেই। –আহমদ, আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি।

মাসআলা-৩৮৩ ঃ বেতরের পর দু'রাকাত নফল বসে পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য 'সুন্নাত এবং নফলসমূহ' অধ্যায়ে মাসআলা নং-৩১৩ দ্রষ্টব্য।

---

১. *সহীহ সুনানিত তিরমিজিঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৩৮৭।*

২. *সহীহ সুনানিত তিরমিজিঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৩৯১।*

صلاة التهجد
তাহাজ্জুদের নামাজের মাসায়েল

মাসআলা-৩৮৪ ঃ ফরজ নামাজ সমূহের পর সর্বোত্তম নামাজ হচ্ছে তাহাজ্জুদের নামাজ।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "রমজানের পর সবচেয়ে উত্তম রোযা হলো মুহাররম মাসের রোযা। আর ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ হলো তাহাজ্জুদের নামাজ।" –মুসলিম।

মাসআলা-৩৮৫ ঃ তাহাজ্জুদ নামাজের রাকাতের মাসনূন সংখ্যা কমে ৭ এবং বেশীতে ১৩।

عن عبد الله بن أبي قيس رضي الله عنه قال سألت عائشة بكم كان رسول الله يوتر؟ قالت كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. رواه أبوداؤد. (٢) (صحيح)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাইস (রজিঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাত্রের নামাজ কয় রাকাত পড়তেন? হযরত আয়েশা (রজিঃ) উত্তরে বললেন, কোন কোন সময় চার রাকাত নফল এবং তিন রাকাত বেতর, আর কখনো ছয় রাকাত নফল এবং তিন রাকাত বেতর আর কখনো আট রাকাত নফল এবং তিন রাকাত বেতর, আর কখনো দশ রাকাত নফল এবং তিন রাকাত বেতর আদায় করতেন। হুজুর (সাঃ)-এর রাত্রের নামাজ সাত রাকাতের কম এবং তের রাকাতের বেশী হত না। –আবুদাউদ।

মাসআলা-৩৮৬ ঃ তাহাজ্জুদের নামাজে প্রায়শঃ আট রাকাত নফল এবং তিন রাকাত বেতর পড়া হুজুর (সাঃ)-এর আমল ছিল।

মাসআলা-৩৮৭ ঃ তাহাজ্জুদের নামাজে দু দু'রাকাত বা চার চার রাকাত করে পড়তে পারেন। তবে দু দু'রাকাত করে পড়া উত্তম।

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مابين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. متفق عليه. (٣)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) এশা এবং ফজরের নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে ১১ রাকাত আদায় করতেন। প্রত্যেক দু'রাকাতের পর সালাম ফিরাতেন এবং সর্বশেষে এক রাকাত পড়ে বেতর বানাতেন। –বুখারী, মুসলিম।

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. رواه البخاري. (٤)

---

১. *মুখতাছারু মুসলিম–আলবানী, হাদীস নং-৬১০, মেশকাত নং-১১৬৭।*
২. *সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১২১৪।*
৩. *মুসলিম শরীফঃ ৩/৬১৪, হাদীস নং-১৫৮৮।*
৪. *বুখারী শরীফঃ ১/৪৭০, হাদীস নং-১০৭৬।*

হযরত আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান (রজিঃ) হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রমজান শরীফে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রাত্রের নামাজ কেমন হত? হযরত আয়েশা (রজিঃ) উত্তর দিলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমজান এবং অরমজানে রাত্রের নামাজ ১১ রাকাতের চেয়ে বেশী পড়তেন না। প্রথম অতি সুন্দরভাবে বিলম্ব করে চার রাকাত পড়তেন। অতঃপর অতি সুন্দরভাবে বিলম্ব করে আরো চার রাকাত পড়তেন, তারপর তিন রাকাত পড়তেন। –বুখারী।

মাসআলা-৩৮৮ ঃ নফল নামাজে এক আয়াতকে বার বার পড়া জায়েয।

عن أبي ذر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رواه النسائي وإبن ماجه. (١) (حسن)

হযরত আবু যর (রজিঃ) বলেন, একরাত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজর পর্যন্ত নামাজ পড়েছেন এবং একটি আয়াতকেই বার বার পড়েছিলেন তা হচ্ছে, "যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ। –নাসাঈ, ইবনে মাজা।

মাসআলা-৩৮৯ ঃ তাহাজ্জুদের নামাজ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিম্ন দোয়া দিয়ে শুরু করতেন।

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته فقال: **«اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم.** رواه مسلم. (٢)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) যখন তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য খাঁড়া হতেন তখন শুরুতে এই দোয়া পড়তেন, "হে আল্লাহ! জিব্রীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা অদৃশ্য এবং দৃশ্য সব বিষয়েই তুমি সুবিদিত। তোমার বান্দাগণ যে সব বিষয়ে পারস্পরিক মতভেদ করেছে তম্মধ্যে তুমি তোমার অনুমতিক্রমে আমাকে যাহা সত্য সেই দিকে পথ প্রদর্শন করো, নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাকো। –মুসলিম।

---

১. সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১১১০, মেশকাত নং-১১৩৭।

২, মুসলিম শরীফঃ ৩/১০৯, হাদীস নং-১৬৮১।

صــلاة التراويح

তারাবীর নামাজের মাসায়েল

মাসআলা-৩৯১ ঃ তারাবীর নামাজ অতীতের সকল ছগীরা গুনাহ মাফ হওয়ার কারণ।

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسـول الله صلى الله عليـه وسلم قـال: **من قـام رمـضـان إيمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه.** رواه البخارى (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং ছাওয়াবের আশায় রমজান মাসে কিয়াম (তারাবীর নামজ) করে, তার অতীতের সমূহ গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।" –বুখারী।

মাসআলা-৩৯২ ঃ কিয়ামে রমজান বা তারাবীর নামাজ অন্যান্য মাসে তাহাজ্জুদ বা কিয়ামুল্লাইলের দ্বিতীয় নাম।

মাসআলা-৩৯৩ ঃ তারাবীর নামাজের মাসনূন রাকাতের সংখ্যা আট। বাকী বেশীর কোন বিশেষ সংখ্যা নেই। যার যত ইচ্ছা পড়তে পারবে।

عن أبي سلمة بن عبد الرحن رضى الله عنه أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان فقالت ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة. يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثا. رواه البخارى. (٢)

হযরত আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান (রজিঃ) হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমজান শরীফে রাত্রের নামাজ কি রকম পড়তেন? হযরত আয়েশা (রজিঃ) উত্তরে বললেন, রমজান গায়রে রমজান উভয় সময়ে নবী করীম (সাঃ) রাত্রের নামাজ এগার রাকাতের চেয়ে বেশী পড়তেন না। প্রথমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিলম্ব করে চার রাকাত পড়তেন। পরে সেভাবেই আরো চার রাকাত পড়তেন। অতঃপর তিন রাকাত পড়তেন। –বুখারী।

মাসআলা-৩৯৪ ঃ তারাবীর নামাজের সময় এশার নামাজের পর থেকে ফজর হওয়া পর্যন্ত।

মাসআলা-৩৯৫ ঃ তারাবীর নামাজ দুই দুই রাকাত পড়া ভাল।

মাসআলা-৩৯৬ ঃ বেতরের এক রাকাত আলগ পড়া সুন্নাত।

عن عـائشـة رضى الله عنهـا قـالت: كـان النبى صلى الله عليـه وسلم يصلى فـيـمـا بين أن يفرغ من صـلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. متفق عليه. (٣)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) এশা এবং ফজরের নামাজের মধ্যকার সময়ে এগার রাকাত নামাজ পড়তেন প্রত্যেক দু'রাকাতের পর সালাম ফিরাতেন অতঃপর সব নামাজকে বেতর বানাতেন আলগ এক রাকাত পড়ে। –বুখারী, মুসলিম ।

---

১. মুখতাছারুল বুখারী–যুবায়দীঃ হাদীস-৩৫।

২. বুখারী শরীফঃ ১/৪৭০, হাদীস নং-১০৭৬।

৩. মুসলিম শরীফঃ ৩/৬১, হাদীস নং-১৫৮৮।

মাসআলা-৩৯৭ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে শুধু তিন দিন জামাতের সহিত তারাবীর নামাজ পড়েছেন। এতে আট রাকাত ব্যতীত বেতরের তিন রাকাতও শামিল ছিল।

মাসআলা-৩৯৮ ঃ এ তিন দিনে হুজুর (সাঃ) আলাদাভাবে তাহাজ্জুদও পড়েননি এবং বেতরও পড়েননি। জামাতের সহিত যা পড়েছেন তাই তাঁর জন্য সবকিছু ছিল।

মাসআলা-৩৯৯ ঃ মহিলারা তারাবীর নামাজের জন্য মসজিদে যেতে পারবে।

عن أبي ذر رضى الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقى سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا فى السادسة وقام بنا فى الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يقم بنا حتى بقى ثلاث من الشهر فصلي بنا فى الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح؟ قال السحور. رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه وصححه الترمذى. (١) (صحيح)

হযরত আবু যর (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে রোজা রেখেছি। নবী করীম (সাঃ) আমাদেরকে তারাবীর নামাজ পড়িয়েছেন। যখন রমজানের সাত দিন বাকী ছিল অর্থাৎ তেইশ তারিখে রাত্রি তৃতীয়াংশ যখন চলে গেছিল তখন হুজুর (সাঃ) আমাদেরকে তারাবী পড়িয়েছেন। চব্বিশ তারিখে আর পড়াননি পঁচিশ তারিখের রাত যখন অর্ধেক হয় তখন তারাবী পড়িয়েছেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কতই না ভাল হত যদি আপনি আমাদেরকে নিয়ে সারা রাত নফল নামাজ পড়াতেন। হুজুর (সাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি ইমাম মসজিদ থেকে চলে আসা পর্যন্ত ইমামের সাথে জামাতে নামাজ পড়েছে সে সারারাত ইবাদত করার ছাওয়াব পাবে। এরপর যখন সাতাশ তারিখ হয়ে গেছে তখন আবার নামাজ পড়িয়েছেন এবার পরিবারবর্গ মহিলা সবাইকে নামাজেরজন্য আহবান করেছিলেন। আর ছুবহে ছাদেক পর্যন্ত নামাজ পড়তেই ছিলেন। –তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

মাসআলা-৪০০ ঃ ফরজ ব্যতীত অন্য নামাজে দেখে দেখে কোরআন পড়া জায়েয।

كانت عائشة رضى الله عنها يؤمها عبدها ذكوان من المصحف. رواه البخارى تعليقا. (٢)

হযরত আয়েশা (রজিঃ)-এর দাস যকওয়ান কোরআন মজীদ দেখে দেখে নামাজ পড়াতেন। –বুখারী তালীক, তাগলীকুত তালীক-ইবনে হাজার আসকালানীঃ ২/২৯০, ২৯১।

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: **لم يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلث ليال.** رواه أبوداؤد. (٣) (صحيح)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তিন রাত্রের কম সময়ে কোরআন খতম করেছে সে কোরআন বুঝেনি। –আবুদাউদ।

মাসআলা-৪০২ ঃ একরাত্রে কোরআন মজীদ খতম করা সুন্নাতের বরখেলাফ।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: لا أعلم نبى الله قرء القرآن كله حتى الصباح. رواه ابن ماجه. (٤) (صحيح)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একরাত্রে কোরআন খতম করেছেন বলে আমার জানা নেই। –ইবনে মাজা।

মাসআলা-৪০৩ ঃ প্রত্যেক দুই অথবা চার তারাবীর পর তাসবীহ পড়ার জন্য বিরতী দেয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা-৪০৪ ঃ তারাবীর নামাজের পর উচ্চস্বরে দরূদ শরীফ পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

১. *সহীহ্ সুনানিত্ তিরমিজিঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৬৪৬।*

২. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩০৬।*

৩. *সহীহ্ সুনানি আবি দাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১২৪২।*

৪. *সহীহ্ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১১০৮।*

صــــلاة الــــسـفر
কছরের নামাজের মাসায়েল

মাসআলা-৪০৫ ঃ সফরে নামাজ কছর (অর্থাৎ চার রাকাতকে দুই রাকাত) করে পড়তে হবে।

عن يعلى بن أمية رضى الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذى كفروا فقد أمن الناس؟ فقال عمر رضى الله عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقتة. رواه مسلم. (١)

হযরত য়া'লা ইবনে উমাইয়া (রজিঃ) বলেন, আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে আরজ করলাম, আল্লাহপাকতো বলেছেন, "যদি তোমরা কাফেরদের পক্ষ থেকে কোন রকম ফিতনার আশংকা কর তাহলে নামাজ কছর করাতে কোন দোষ দেবে না।" এখন তো নিরাপত্তার যুগ (সুতরাং কছর না করা দরকার)। হযরত উমর (রজিঃ) বললেন, তুমি যে কথায় আশ্চার্যান্বিত হয়েছে আমিও সে ব্যাপারে আশ্চর্য বোধ করেছিলাম এবং রাসূলে আকরাম (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম উত্তরে তিনি বললেন, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য একটি ছদকা। তোমরা আল্লাহর ছদকা গ্রহণ কর।" –মুসলিম।

মাসআলা-৪০৬ ঃ দীর্ঘ সফর সামনে থাকলে শহর থেকে বের হওয়ার পর কছর করা যেতে পারে।

عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذى الحليفة ركعتين. متفق عليه. (٢)

হযরত আনস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনা শরীফে জোহরের নামাজ চার রাকাত পড়েছেন এবং জুলহুলাইফা গিয়ে আছরের নামাজ দু'রাকাত পড়েছেন। - বুখারী, মুসলিম।

বিঃদ্রঃ 'জুলহুলাইফা' মদীনা শরীফ থেকে ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

মাসআলা-৪০৭ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কছরের জন্য দূরত্বের নির্দিষ্ট সীমা বর্ণনা করেননি। ছাহাবায়ে কেরাম (রজিঃ) থেকে ৯, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪২, ৪৫ মাইল এর বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।

মাসআলা-৪০৮ ঃ এ সকল বর্ণনার মধ্যে ৯ মাইলের বর্ণনাটি অধিক সহীহ মনে হয়।

عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائى رضى الله عنه قال سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. شعبة الشاك. رواه أحمد ومسلم. وأبوداؤد (٣) (صحيح)

হযরত শুবা হযরত ইয়াহ্য়া ইবনে য়াযীদ হুনায়ী (রজিঃ) থেকে বর্ণনা করতেছেন, ইয়াহ্য়া বলেছেন, আমি হযরত আনস (রজিঃ)কে জিজ্ঞাসা করেছি কছরের নামাজ সম্পর্কে, তদউত্তরে হযরত আনস (রজিঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তিন মাইল অথবা তিন ফরসখ (নয় মাইল) সফর করতেন তখন নামাজকে কছর করতেন। মাইল নাকি ফরসখ এ ব্যাপারে ইয়াহ্য়ার শাগরিদ শু'বার সন্দেহ আছে। –আহমদ, মুসলিম আবুদাউদ।

---

১. মুসলিম শরীফঃ ৩/২, হাদীস নং-১৪৪৩।

২. মুসলিম শরীফঃ ৩/৬, হাদীস নং-১৪৫২।

৩. মুসলিম শরীফঃ ৩/৭, হাদীস নং-১৪৫৩।

عن وهب رضى الله عنه قال: صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. رواه البخارى. (١)

হযরত ওয়াহাব (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মিনায় নিরাপত্তার সময়কালে আমাদেরকে কছরের সাথে নামাজ পড়িয়েছেন। –বুখারী।

عن إبن عمر وإبن عباس رضى الله عنهم كانا يصليان ركعتين ويفطران فى أربعة برد فما فوق ذلك اخرجه الحافظ فى فتح البارى. (٢)

হযরত ইবনে উমর ও হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) চার 'বুরদ' অর্থাৎ ৪৮ মাইল গেলে কছর করতেন এবং রোজা ইফতার করতেন।

মাসআলা-৪০৯ ঃ কছরের জন্য নির্দিষ্ট সময় ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নির্ধারণ করে যাননি। ছাহাবায়ে কেরাম (রজিঃ) থেকে ৪, ১৫ এবং ১৯ এর বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এর মধ্যে ১৯ দিনের রেওয়ায়েতটি অধিক সত্য মনে হচ্ছে আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৪১০ ঃ ১৯ দিনের চেয়ে বেশী কোথাও অবস্থান করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকলে তখন নামাজ পূর্ণ পড়া চাই।

عن إبن عباس رضى الله عنهما قال: أقام النبى صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا و إن زدنا أتممنا. رواه البخارى. (٣)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সফরে এক জায়গায় ১৯ দিন অবস্থান করেছিলেন তখন হুজুর (সাঃ) নামাজকে কছর অর্থাৎ দু দু'রাকাত পড়েছেন। তাই আমরাও কোথাও এসে ১৯ দিন অবস্থান করলে নামাজ কছর করতাম। তবে ১৯ দিনের চেয়ে বেশী অবস্থান করলে তখন নামাজ পূর্ণ পড়ে নিতাম। –বুখারী।

মাসআলা-৪১১ ঃ সফরকালে জোহর-আছর এবং মাগরিব এশা একত্রে পড়া জায়েয।

মাসআলা-৪১২ ঃ জোহরের সময় সফর শুরু করলে জোহর এবং আছরের নামাজ এক সাথে পড়তে পারবে। আর যদি জোহরের পূর্বে সফর শুরু করে তখন জোহরের নামাজ বিলম্ব করে আছরের সময় উভয় নামাজ এক সাথে পড়া জায়েয হবে। এরূপভাবে মাগরিব ও এশার নামাজ এক সাথে পড়তে পারবে।

عن معاذبن جبل رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفى المغرب مثل ذلك إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما . رواه أبوداؤد والترمذى (٤) (صحيح)

---

১. *বুখারী শরীফঃ ১/৪৪৯, হাদীস নং-১০১৭।*

২. *ফতহুল বারীঃ ২/৫৬৫।*

৩. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৪৪৯, হাদীস নং-১০১৪।*

৪. *সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১০৬৭।*

হযরত মুআয ইবনে জবল (রজিঃ) বলেন, 'তাবুক' যুদ্ধের সময় যখন সফর শুরু করার পূর্বে সূর্য ঢলে যেত তখন নবী করীম (সাঃ) জোহর-আছর একত্রে পড়ে নিতেন। আর যদি সূর্য ঢলার পূর্বে সফরের ইচ্ছা করতেন তখন জোহরের নামাজকে বিলম্ব করে আছরের সময় উভয় নামাজ একসাথে পড়তেন। এমনিভাবে যদি সফর শুরু করার পূর্বে সূর্য ডুবে যেত তখন মাগরিব-এশা একত্রে পড়ে নিতেন। আর যদি সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্বে সফর শুরু করতেন তখন মাগরিবের নামাজ বিলম্ব করতেন এবং এশার সময় উভয় নামাজ পড়ে নিতেন। –আবুদাউদ, তিরমিজি।

মাসআলা-৪১৩ ঃ জামাতের সহিত দু'নামাজ এক সাথে আদায় করার সুন্নাত তরীকা নিম্নরূপ।

عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما مختصر . رواه أحمد ومسلم والنسائى. (١)

হযরত জাবের (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) যখণ 'মুযদালাফায়' আসলেন তখন মাগরিব-এশা এক আযান ও দু'একামত দিয়ে পড়েছিলেন। উভয় নামাজের মধ্যে কোন সুন্নাত পড়েননি। –আহমদ, মুসলিম, নাসাঈ।

মাসআলা-৪১৪ ঃ কছরে ফজর, জোহর, আছর এবং এশার নামাজ দু'দুরাকাত। আর মাগরিবের নামাজ তিন রাকাত।

মাসআলা-৪১৫ ঃ মুসাফির মুকীমের ইমাম বনতে পারবে।

মাসআলা-৪১৬ ঃ মুসাফির ইমাম নামাজ কছর করবে কিন্তু মুকীম মুক্তাদিগণ পরে নামাজ পূর্ণ করে দিবে।

عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: ما سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صلى ركعتين حتى يرجع وإنه اقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة يصلى بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: «يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين آخرتين فإنا قوم سفر» . رواه أحمد. (٢)

হযরত ইমরান ইবনে হুছাইন (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যেক সফরে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত নামাজকে কছর করতেন। মক্কা বিজয়ের সময় হুজুরপাক (সাঃ) আঠার দিন মক্কা শরীফে ছিলেন। সেখানে মাগরিব ব্যতীত সব নামাজ দু'দু রাকাত পড়াতেন। সালাম ফিরার পর বলতেন, হে মক্কাবাসী! তোমরা নিজ নিজ নামাজ পুরা কর, আমরা মুসাফির। –আহমদ।

মাসআলা-৪১৭ ঃ সফরে বেতর পড়া জরুরী। এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য 'বেতেরর নামাজ' অধ্যায়ে মাসআলা নং-৩৬৬ দ্রষ্টব্য।

সফরকালে ফরজ নামাজ সমূহের রাকাতের সংখ্যা

নামাজ	ফরজ	সুন্নাত
ফজর	২	২
জোহর	২	–
আছর	২	–
মাগরিব	৩	–
এশা	২	১ বেতর
জুমা	২	–

বিঃদ্রঃ-সফরকালে মুসাফিরকে জুমার নামাজের পরিবর্তে জোহরের নামাজের কছর আদায় করা উচিত। তবে মুসাফির যদি জামে মসজিদে নামাজ আদায় করে তখন অন্যান্যদের সাথে সেও জুমাই আদায় করবে।

১. মুসলিম শরীফঃ ৪/২৪৮, হাদীস নং-২৮১৭।
১. আহমদঃ ৪/৪৩১।

মাসআলা-৪১৮ ঃ জলপথ, আকাশ পথ ও স্থলপথের যে কোন যানবাহনে ফরজ নামাজ আদায় করা যাবে।

মাসআলা-৪১৯ ঃ কোন ভয় না থাকলে সওয়ারীর উপর দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া চাই। অন্যথায় বসে পড়তে পারবে।

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلى في السفينة قال: **صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق.** رواه الدارقطني والبزار (١) (صحيح)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে কস্তিতে (নৌকায়) নামাজ পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করাহলে তিনি বলেন, "যদি ডুবে যাওয়ার ভয় না থাকে তাহলে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় কর।" –দারাকুতনী।

মাসআলা-৪২১ ঃ সুন্নাত এবং নফলসমূহ সওয়ারীর উপর বসে পড়া যায়।

মাসআলা-৪২১ ঃ নামাজ শুরু করার পূর্বে সওয়ারীর মুখ কেবলার দিকে করে নেওয়া চাই। পরে যেদিকেই হোক তাতে কোন অসুবিধে হয় না।

মাসআলা-৪২২ ঃ যদি সওয়ারীরমুখ কেবলার দিকে করা সম্ভব না হয় তাহলে যেদিকে আছে সেদিক হয়ে নামাজ আদায় করতে পারবে।

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلى على راحلته تطوعا إستقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به. رواه أحمد وأبوداود. (٢) (حسن)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সওয়ারীর উপর নামাজ পড়ার ইচ্ছা করতেন তখন তাকে কেবলামুখী করে নিতেন। নিয়ত বাঁধার পর সওয়ারী যেদিকে যেতে চাইত যেতে দিতেন এবং নিজে নামাজ পড়ে নিতেন। –আহমদ, আবুদাউদ।

মাসআলা-৪২৩ ঃ সফরে দু'ব্যক্তি হলে তাদেরকেও আযান দিয়ে জামাতের সহিত নামাজ আদায় করতে হবে।

عن مالك بن حويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: **إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبر كما.** رواه البخاري. (٣)

হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রজিঃ) থেকে বর্ণিত যে, দু'ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন নবী (সাঃ) তাদেরকে বললেন, যখন নামাজের সময় হবে তখন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে নামাজ পড়াবে। –বুখারী।

---

১. সহীহুল জামিউস সাগীরঃ ৩য় খন্ড, হাদীস নং-৩৬৭১।

২. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১০৮৪।

৩. বুখারী শরীফঃ ১/২৯৯, হাদীস নং-৬১৮।

মাসআলা-৪২৪ ঃ সফরে সুন্নাত সমূহ নফলের সমমান হয়ে যায়।

كان إبن عمر رضى الله عنه صلى بمنى ركعتين ثم يأتى فراشه فقال حفص أى عم لو صليت بعدها ركعتين قال لو فعلت لأتممت الصلاة مختصر. رواه مسلم. (١)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) মিনায় নামাজ কছর করে নিজের বিছানায় চলে আসতেন। হযরত হাফ্স বললেন, চাচাজান! যদি কছর করার পর দু'রাকাত সুন্নাত আদায় করতেন তাহলে কত ভাল হত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, যদি সুন্নাত পড়া দরকার হত তাহলে আমি ফরজকে পূর্ণ পড়ে নিতাম। –মুসলিম।

মাসআলা-৪২৫ ঃ মুসাফির মুক্তাদিকে মুকীম ইমামের পিছনে নামাজ পূর্ণ পড়তে হবে।

عن نافع أن إبن عمر رضى الله عنهما أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلواته. رواه مالك. (٢)

হযরত নাফে (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) মক্কা শরীফে দশ রাত অবস্থান করেছিলেন তখন নামাজ কছর করতেন। কিন্তু যখন ইমামের পিছে পড়তেন তখন পূর্ণ পড়তেন। –মালিক।

১. মুসলিম শরীফঃ ৩/১১, হাদীস নং-১৪৬৪।

২. মুয়াত্তা মালিক, পৃ-১০৫।

جمع الصلاة
নামাজ জমা করার মাসায়েল

মাসআলা-৪২৬ ঃ বৃষ্টিরকারণে দুই নামাজ জমা অর্থাৎ একত্রে পড়া যায়।

عن نافع أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهم كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء فى المطر جمع معهم. رواه مالك. (١)

হযরত নাফে বলেন, "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) শাসকবর্গের সাথে বৃষ্টির সময় মাগরিব এবং এশার নামাজ একত্র পড়তেন।" –মালিক।

মাসআলা-৪২৭ ঃ অতীতের কাজা নামাজগুলোকে উপস্থিত নামাজের সাথে জমা করে পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা-৪২৮ ঃ সফরের সময় দুই নামাজ একত্রে পড়া জায়েয। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৪১১ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-৪২৯ ঃ দুই নামাজকে একত্রে পড়ার জন্য আযান একবার দিবে কিন্তু ইকামত আলগ আলগ দুইবার দিতে হবে।

মাসআলা-৪৩০ ঃ সফরাবস্থায় কছর করে জমা করতে হবে। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৪১৩ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা-৪৩১ ঃ অসফর অবস্থায় নামাজ জমা করলে পুরা পড়তে হবে।

عن إبن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا . متفق عليه. (٢)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে (জুহুর এবং আছরের) আট রাকাত এবং (মাগরিব ও এশার) সাত রাকাত একসাথে পড়েছি।" –বুখারী, মুসলিম।

---

১. *সালাত অধ্যায়, সফর ও অসফরে দুই নামাজ একত্রে পড়া।*

২. *আল্লু'লউ ওয়াল্মারজানঃ প্রথম খন্ড, হাদীসনং-৪১১।*

صلاة الجنائز
জানাযার নামাজের মাসায়েল

মাসআলা-৪৩২ ঃ জানাযার নামাজের ফজীলত।

عن أبی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتی يصلی فله قيراط ومن شهد حتی تدفن كان له قيراطان. قال: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. رواه البخاری (١)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হবে এবং নামাজ পড়বে সে এক কীরাত ছাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে সে দুই কীরাত পাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুই কীরাত অর্থ কি? উত্তরে বললেন, দুই কীরাত অর্থ বড় বড় দুই পাহাড়ের সমান ছাওয়াব পাবে।" –বুখারী।

মাসআলা-৪৩৩ ঃ জানাযার নামাজে শুধু কিয়াম ও চারটি তাকবীর আছে, রুকু সেজদা নেই।

মাসআলা-৪৩৪ ঃ গায়েবী জানাযার নামাজ পড়া জায়েয।

عن أبی هريرة رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم نعی النجاشی فی اليوم الذی مات فيه خرج إلی المصلی فصف بهم وكبر أربعا . متفق عليه. (٢)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) লোকজনকে নাজাশীর মৃত্যুর খবর সেদিনই দিয়েছিলেন যেদিন সে ইন্তেকাল করেছেন। তারপর ছাহাবীদেরকে নিয়ে ঈদগাহে গমন করলেন। অতঃপর তাঁদেরকে কাতারবন্ধি করলেন এবং চারটি তাকবীর বলে জানাযার নামাজ পড়ালেন।" –বুখারী।

মাসআলা-৪৩৫ ঃ লোকজনের সংখ্যা দেখে কম-বেশী কাতার বানাতে হবে।

মাসআলা-৪৩৬ ঃ জানাযার নামাজের জন্য কাতারের সংখ্যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

عن جابر رضی الله عنه يقول: قال النبی صلی الله عليه وسلم قد توفی اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه . قال: فصففنا فصلی النبی صلی الله عليه وسلم ونحن صفوف. رواه البخاری. (٣)

হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আজ আবিসিনিয়ার একজন পূণ্যবান ব্যক্তি ইন্তেকাল করেছেন, চল তার জন্য জানাযার নামাজ পড়ি। হযরত জাবের বলেন, আমরা কাতারবন্দী হলাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজ পড়ালেন, আমরা কয়েক কাতার ছিলাম।- বুখারী।

মাসআলা-৪৩৭ ঃ প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা পড়া সুন্নাত।

عن إبن عباس رضی الله عنهما أن النبی صلی الله عليه وسلم قرأ علی الجنازة بفاتحة الكتاب. رواه الترمذی وأبوداؤد وابن ماجة. (٤) (صحيح)

হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) জানাযার নামাজে সূরা ফাতেহা পড়েছেন। –তিরমিজি, আবুদাউদ।

---

১. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৫৪০, হাদীস নং-১২৩৮।*
২. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৫৪২, হাদীস নং-১২৪৫।*
৩. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৫৩৯, হাদীস নং-১২৩৪।*
৪. *সহীহু সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১২১৫।*

عن طلحة بن عبد الله بن عوف رضى الله عنه قال صليت خلف إبن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. (١)

হযরত তালহা (রজিঃ) বলেন, "আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ)-এর পিছে জানাযার নামাজ পড়েছি। তাতে তিনি সূরা ফাতেহা পড়লেন তারপর বললেন, স্মরণ রাখ, এটি সুন্নাত।" –বুখারী।

মাসআলা-৪৩৮ ঃ প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা, দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ শরীফ, তৃতীয় তাকবীরের পর দোয়া এবং চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরানো সুন্নাত।

মাসআলা-৪৩৯ ঃ জানাযার নামাজে আস্তে বা জোরে উভয় নিয়মে কেরাত পড়া জায়েয।

মাসআলা-৪৪০ ঃ সূরা ফাতেহার পর কোরআন মজীদের কোন সূরা সাথে মিলানোও জায়েয।

عن طلحة بن عبد الله رضى الله عنهما قال: صليت خلف إبن عباس رضى الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته قال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة. رواه البخارى وأبوداؤد والنسائى والترمذى. (٢) (صحيح)

হযরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ (রজিঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের পিছনে জানাযার নামাজ পড়েছি তিনি সূরা ফাতেহার পর অন্য একটি সূরা উচ্চস্বরে পড়েছেন যা আমরাও শুনেছি। যখন নামাজ শেষ করলেন, তখন আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাত ধরে কেরাত সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি উত্তরে বললেন, আমি উচ্চস্বরে এজন্যই কেরাত পড়েছি যেন তোমরা জানতে পার যে এটি সুন্নাত। –বুখারী, আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি।

عن أبى أمامة بن سهل رضى الله عنه أنه أخبره رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعآء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ فى شىء منهن ثم يسلم سرا فى نفسه. رواه الشافعى. (٣) (صحيح)

হযরত আবু উমামা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি এক ছাহাবী থেকে বর্ণনা করতেছেন, জানাযার নামাজে ইমামের জন্য প্রথম তাকবীরের পর চুপে চুপে সূরা ফাতেহা পড়া, দ্বিতীয় তাকবীরের পর নবী করীম (সাঃ)-এর উপর দরূদ পড়া, তৃতীয় তাকবীরের পর এখলাছের সহিত মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা, উচ্চস্বরে কিছু না পড়া এবং চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরানো সুন্নাত। –শাফেঈ

মাসআলা-৪৪১ ঃ দরূদ শরীফের পর তৃতীয় তাকবীরে নিম্নে বর্ণিত যে কোন একটি দোয়া পড়া দরকার।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: **«اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لاتحرمنا أجره ولا تفتنا بعده»**. رواه أحمد وأبوداؤد والترمذى وإبن ماجة. (٤) (صحيح)

---

১. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৫৪৩, হাদীস নং-১২৪৭।
২. আহকামুল জানায়েয–শায়খ আলবানী, পৃ-১১৯।
৩. মুসনাদুশ শাফেঈঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৫৮১।
৪. সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১২১৭, মেশকাত নং-১৫৮৫।

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জানাযার নামাজে এই দোয়া পড়তেন। 'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, নর ও নারীদেরকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছো তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো, আর যাদেরকে মৃত্যু দান করো তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাহার সওয়াব হতে বঞ্চিত করোনা এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না। –আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

عن عوف بن مالك رضى الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. (١)

হযরত আউফ ইবনে মালেক (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এক জানাযার নামাজ পড়িয়েছিলেন, তাতে যে দোয়াটি পড়েছেন তা আমি মুখস্থ করে ফেলেছি। দোয়াটি হল এই 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করো, তার উপর রহম করো, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখো, তাকে মাফ করো, মর্যাদার সাথে তার আতিথেয়তা করো। তার বাসস্থানটা প্রশস্থ করে দাও, তুমি তাকে ধৌত করে দাও, পানি বরফ ও শিশির দিয়ে, তুমি তাকে গুনাহ হতে এমনভাবে পরিষ্কার করো যেমন সাদা কাপড় ধৌত করে ময়লা বিমুক্ত করা হয়। তার এই (দুনিয়ার) ঘরের বদলে উত্তম ঘর প্রদান করো, তার এই পরিবার হতে উত্তম পবিরার দান করো, তার এই জোড়া হতে উত্তম জোড়া প্রদান করো এবং তুমি তাকে বেহেস্তে প্রবেশ করাও, আর তাকে কবরের আযাব এবং দোযখের আযাব হতে বাঁচাও। হযরত আউফ বলেন, এই দোয়া শুনে আমার আকাংখা হয়েছিল যে, যদি আমিই হতাম সে মৃত ব্যক্তি। –মুসলিম।

মাসআলা-৪৪২ ঃ ছোট শিশুর জানাযার নামাজে নিম্ন দোয়া পড়া সুন্নাত।

قال الحسن رضى الله عنه يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: «اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا وأجرا». رواه البخاري تعليقا (٢)

হযরত হাসান (রজিঃ) এক শিশুর জানাযার নামাজ পড়িয়েছেন তথায় সূরা ফাতেহার পর এই দোয়া পড়তেন, "হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী নেকী এবং সওয়াবের ওসীলা বানাও। –বুখারী।

মাসআলা-৪৪৩ ঃ জানাযার নামাজ পড়ানোর জন্য ইমামকে পুরুষের মাথার বরাবর এবং মহিলাদের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়ানো উচিত।

عن أبي غالب، قال رأيت أنس بن مالك رضى الله عنه صلى على جنازة رجل فقام حيال رأسه فجيئ بجنازة أخرى، بامرأة. فقالوا: يا أبا حمزة! صل عليها، فقام حيال وسط السرير. فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة! هكذا رأيت رسول الله قام من الجنازة مقامك من الرجل وقام من المرأة مقامك من المرأة؟ قال: نعم! فأقبل علينا، فقال: احفظوا. رواه ابن ماجة. (٣) (صحيح)

---

১. *মুসলিম শরীফঃ ৩/৩৪৫, হাদীস নং-২১০২।*

২. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৫৪৩।*

৩. *সহীহ ইবনে মাজাঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-১২১৪।*

হযরত গালেব হান্নাথ (রজিঃ) বলেন, আমাদের সামনে একদা হযরত আনস (রজিঃ) এক পুরুষের জানাযার নামাজ পড়ালেন এবং তিনি লাশের মাথার পার্শ্বে দাঁড়ালেন তারপর আর একটি মহিলার জানাযার নামাজ পড়ালেন এবং তাতে লাশের মধ্যখানে দাঁড়ালেন। আমাদের সাথে তখন হযরত আলা ইবনে যিয়াদও উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুরুষ-মহিলার মধ্যে ইমামের জায়গা পরিবর্তনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু হামযা! রাসূল করীম (সাঃ)ও কি পুরুষ এবং মহিলার জানাযায় এভাদে দাঁড়াতেন? হযরত আনস (রজিঃ) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, এভাবেই দাঁড়াতেন। –আহমদ, ইবনে মাজা, তিরমিজি, আবুদাউদ।

মাসআলা-৪৪৪ ঃ জানাযার নামাজের প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠান চাই।

عن إبن عمر رضى الله عنهما أنـه كان يرفع يـديه فى جميع تكبيرات الجنازة . رواه البخارى. (١)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) জানাযার নামাজের সকল তাকবীরে হাত উঠাতেন। –বুখারী/তালীক।

মাসআলা-৪৪৫ ঃ জানাযার নামাজে উভয় হাত বক্ষে বাঁধা সুন্নাত।

عن طاؤوس رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو فى الصلاة. رواه أبوداؤد. (٢) (صحيح)

হযরত তাউস (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে শক্তভাবে বক্ষে বাঁধতেন।" –আবুদাউদ।

মাসআলা-৪৪৬ ঃ জানাযার নামাজ এক সালাম দিয়ে শেষ করাও জায়েয।

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسلمية واحدة. رواه الدارقطنى والحاكم والبيهقى. (٣) (حسن)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) চার তাকবীর এবং এক সালামে জানাযার নামাজ পড়ালেন।" –দারাকুতনী, হাকেম।

মাসআলা-৪৪৭ ঃ মসজিদে জানাযার নামাজ পড়া জায়েয।

মাসআলা-৪৪৮ ঃ মহিলা মসজিদে জানাযার নামাজ পড়তে পারে।

عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضى الله عنها لما توفى سعد بن أبى وقاص فقالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلى عليه فأنكر ذلك عليها فقالت: والله لقد صلى رسول الله على ابنى بيضآء فى المسجد سهيل وأخيه. رواه مسلم. (٤)

হযরত আবু সালমা (রজিঃ) বলেছেন, "যখন সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রজিঃ) ইন্তেকাল করলেন, তখন হযরত আয়েশা (রজিঃ) বললেন, জানাযা মসজিদে নিয়ে আস আমিও যেন পড়তে পারি। লোকজন তা খারাপ মনে করলেন, তখন হযরত আয়েশা (রজিঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'বয়দা' এর দুই ছেলে সুহাইল ও তার ভাইয়ের জানাযা মসজিদে পড়েছেন।" –মুসলিম।

---

১. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৫৩৯।
২. সহীহু সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৬৮৭।
৩. আহকামুল জানায়েয-শায়খ আলবানী, পৃ-১২৮।
৪. মুসলিম শরীফঃ ৩/৩৫৩, হাদীস নং-২১২২।

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. رواه الطبراني. (١) (حسن)

হযরত আনস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) আমাদেরকে কবরস্থানে জানাযার নামাজ পড়া থেকে নিষেধ করেছেন। –তাবরানী।

মাসআলা-৪৫০ ঃ কবরস্থান থেকে পৃথক কবরের উপর জানাযা পড়া জায়েয।

মাসআলা-৪৫১ ঃ লাশ দাফন করার পর কবরের উপর জানাযা পড়া জায়েয।

عن إبن عباس رضي الله عنهما قال: إنتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. متفق عليه. (٢)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক নতুন কবর দিয়ে গমন করলেন এবং সে কবরের উপর নামাজ পড়লেন, ছাহাবায়ে কেরামগণ (রজিঃ)ও তাঁর পিছনে কাতার বেঁধে নামাজ পড়লেন। হুজুর (সাঃ) সে জানাযার নামাজে চার তাকবীর বললেন। –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৪৫২ ঃ একাধিক লাশের উপর একবার নামাজ পড়াও জায়েয।

মাসআলাঃ ৪৫৩/১ একাধিক লাশের মধ্যে মহিলা পুরুষ উভয় থাকলে তখন পুরুষের লাশ ইমামের নিকটবর্তী এবং মহিলার লাশ কেবলার দিকে করা চাই।

عن مالك رضي الله عنه أنه بلغه أن عثمان إبن عفان وعبد الله بن عمر وأباهريرة رضي الله عنهم كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. رواه مالك. (٣)

ইমাম মালেক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত উসমান হযরত ইবনে উমর ও হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) মহিলা-পুরুষদের উপর একসাথে জানাযার নামাজ পড়তেন। পুরুষদেরকে ইমামের নিকটবর্তী এবং মহিলাদেরকে কেবলার দিকে করে রাখতেন। –মালেক।

---

১. *আহকামুল জানায়েয–শায়খ আলবানীঃ পৃ-১০৮।*

২. *মুসলিম শরীফঃ ৩/৩৩৪, হাদীস নং-২০৭৮।*

৩. *মুয়াত্তা ইমাম মালেক, পৃ-১৫৩।*

صـــلاة الـــعـيــديــن
দুই ঈদের নামাজের মাসায়েল

মাসআলা-৪৫৩ ঃ ঈদুল ফিতরের নামাজের জন্য যাওয়ার পূর্বে কোন মিষ্টি দ্রব্য খাওয়া সুন্নাত।

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراً. رواه البخاري. (١)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদের দিন খেজুর না খেয়ে ঈদগাহে রওয়ানা করতেন না। আর তিনি বেজোড়া খেজুর খেতেন।" –বুখারী।

মাসআলা-৪৫৪ ঃ ঈদের নামাজের জন্য পায়ে হেঁটে আসা-যাওয়া সুন্নাত।

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. رواه إبن ماجة. (٢)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ) পায়ে হেঁটে ঈদগাহে আসা যাওয়া করতেন।" –ইবনে মাজা।

মাসআলা-৪৫৫ ঃ ঈদগাহে আসা এবং যাওয়ার রাস্তা পরিবর্তন করা সুন্নাত।

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. (٣)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) ঈদগাহে আসা এবং যাওয়ার রাস্তা পরিবর্তন করে নিতেন। –বুখারী শরীফ।

মাসআলা-৪৫৬ ঃ ঈদের নামাজ বসতির বাইরে খোলা মাঠে পড়া সুন্নাত।

মাসআলা-৪৫৭ ঃ ঈদের নামাজের জন্য মহিলাদেরকে ঈদগাহে যাওয়া চাই।

عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيض عن مصلاهن. متفق عليه . (٤)

হযরত উম্মে আতিয়্যা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আদেশ দেন যেন আমরা দু'ঈদে ঋতুবতী এবং পর্দার আড়ালের মহিলাদের ঈদগাহে নিয়ে আসি। ফলে তারা যেন মুসলমানদের সাথে নামাজ এবং দোয়ায় শরীক থাকতে পারেন,তবে ঋতুবতীরা নামাজ পড়া থেকে বিরত থাকবে। –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৪৫৮ ঃ ঈদের নামাজের জন্য আযানও নেই একামতও নেই।

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم وأبوداود والترمذي (٥)

হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রজিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে আযান-একামত বিহীন অনেকবার ঈদের নামাজ পড়েছি। –মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিজি।

---

১. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৪০২, হাদীস নং-৮৯৯।
২. সহীহু সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১০৭১।
৩. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৪১৪, হাদীস নং-৯২৯।
৪. মুসলিম শরীফঃ ৩/২৪৪, হাদীস নং-১৯২৬।
৫. মুসলিম শরীফঃ ৩/২৪১, হাদীস নং-১৯২১।

মাসআলা-৪৫৯/১ ঃ দু'ঈদের নামাজে বারটি তাকবীর বলতে হয়। প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে সাত, আর দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর বলা সুন্নাত।

عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبى هريرة فكبر فى الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفى الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. رواه مالك (ارواء الغليل: ٣/١١٠) (صحيح) (١)

হযরত নাফে বলেন, "আমি হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ)-এর সাথে ঈদুল ফিতর এবং কোরবানীর ঈদের নামাজ পড়েছি। প্রথম রাকাতে তিনি কেরাতের পূর্বে সাত তাকবীর বললেন, আর শেষ রাকাতে কেরাতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর বললেন।" –মালেক, ইরওয়াউল গালীলঃ ৩/১১০।

মাসআলা-৪৫৯ ঃ উভয় ঈদের নামাজে প্রথমে নামাজ অতঃপর খুতবা দেয়া সুন্নাত।

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر و عمر رضى الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه . (٢)

হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ), আবুবকর ও উমর উভয় ঈদের নামাজ খুতবার পূর্বে আদায় করতেন।" –বুখারী।

মাসআলা-৪৬০ ঃ ঈদের নামাজের পূর্বে ও পরে কোন নামাজ নেই।

عن إبن عباس رضى الله عنهما قال خرج النبى صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. رواه أحمد والبخارى ومسلم. (٣)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদের দিন নামাজের জন্য তাশরীফ নিলেন এবং দু'রাকাত নামাজ পড়ালেন এর পূর্বেও কোন নামাজ পড়েননি এবং পরেও কোন নামাজ পড়েননি। –মুসলিম।

মাসআলা-৪৬১ ঃ ঈদের নামাজের পর ঘরে ফিরে দুই রাকাত নামাজ পড়া মুস্তাহাব।

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايصلى قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين . رواه ابن ماجة. (٤) (حسن)

হযরত আবুসাঈদ খুদরী (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদের পূর্বে কোন নামাজ পড়তেন না, যখন ঈদ পড়ে ঘরে ফিরতেন তখন দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন।" –ইবনে মাজা।

মাসআলা-৪৬২ ঃ যদি জুমার দিন ঈদ চলে আসে তখন উভয় নামাজ পড়াই ভাল। কিন্তু ঈদের পর যদি জুমার স্থানে জোহরের নামাজ আদায় করা হয় তাও জায়েয আছে।

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. رواه أبوداؤد وإبن ماجة. (٥) (صحيح)

---

১. মুয়াত্তা ইমাম মালেকঃ সালাত অধ্যায়, ঈদের নামাজে কিরাত অনুচ্ছেদ।

২. বুখারী শরীফঃ ১/৪০৪, হাদীস নং-৯০২।

৩. মুসলিম শরীফঃ ৩/২৪৪, হাদীস নং-১৯২৭।

৪. সহীহ্ সুনানি ইবনে মাজা ঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১০৬৯।

৫. সহীহ্ সুনানি ইবনেমাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১০৮৩।

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেন, তোমাদের আজকের দিনে দু'ঈদ একত্রিত হয়ে গেছে (এক ঈদ, দ্বিতীয় জুমা) কেউ চাইলে তার জন্য জুমার স্থানে ঈদের নামাজ যথেষ্ট হবে। কিন্তু আমরা ঈদ ও জুমা উভয় পড়ব। –আবুদাউদ, ইবনে মাজা।

মাসআলা-৪৬৩ ঃ মেঘের কারণে শাওয়ালের চাঁদ দেখা না গেলে পরে রোজা রাখার পর চাঁদ দেখা যাওয়ার খবর পাওয়া গেলে তখন রোজা ভেঙ্গে দেয়া আবশ্যক।

মাসআলা-৪৬৪ ঃ যদি সূর্য ঢলার পূর্বে চাঁদের খবর পাওয়া যায় তখন সেদিনেই ঈদের নামাজ পড়ে নিবে। আর যদি সূর্য ঢলার পর খবর পাওয়া যায় তখন দ্বিতীয় দিন নামাজ পড়ে নিবে।

عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار رضي الله عنهم قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي (١) (صحيح)

হযরত আবু উমাইর ইবনে আনস (রজিঃ) আপন এক আনসারী চাচা থেকে বর্ণনা করতেছেন, তাঁরা বললেন, মেঘের কারণে আমরা শাওয়ালের চাঁদ দেখিনি তাই আমরা রোযা রেখেছি। পরে দিনের শেষভাগে এক কাফেলা আসল। তারা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে রাত্রে চাঁদ দেখেছে বলে সাক্ষী দিল। নবী করীম (সাঃ) লোকজনকে সে দিনের রোজা ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দিলেন এবং তার পরের দিন সকালে ঈদের নামাজে আসার জন্য বললেন। –মুসলিম, আহমদ, আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

মাসআলা-৪৬৫ ঃ উভয় ঈদের নামাজ দেরীতে পড়া অপছন্দনীয়।

মাসআলা-৪৬৬ ঃ ঈদুল ফিতরের নামাজের সময় এশরাকের নামাজের সময়ে হয়।

عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. رواه أبوداؤد وابن ماجة. (٢) (صحيح)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ছাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রজিঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার নামাজের জন্য লোকজনের সাথে ঈদগাহে গিয়েছিলেন ইমাম সাহেব নামাজে দেরী করতেছেন দেখে তিনি বৈরীভাব প্রকাশ করেছেন এবং বললেন, আমরাতো এসময়ে নামাজ পড়ে ফারেগ হয়ে যেতাম। তখন এশরাকের সময় ছিল।–আবুদাউদ, ইবনে মাজা।

মাসআলা-৪৬৭ ঃ ঈদগাহে আসা-যাওয়ার সময় তাকবীর বলা সুন্নাত।

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. رواه الشافعي. (٣)

হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) ঈদের দিন সকাল সকাল সূর্য উদয়ের সাথে সাথে ঈদগাহে তাশরীফ আনয়ন করতেন এবং ঈদগাহ পর্যন্ত তাকবীর বলতে বলতে যেতেন এবং ঈদগাহে পৌছার পরও তাকবীর বলতেন। যখন ইমাম বসে যেতেন তখন তাকবীর বলা ছেড়ে দিতেন। –শাফেঈ।

---

১. *সহীহ্ সুনানি আবুদাউদ, ১ম খন্ড, হাদীস নং-১০৬২।*

২. *সহীহ্ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১০০৫।*

৩. *নায়লুল আওতারঃ ৩/৩৫১।*

মাসনূন তাকবীরঃ

الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. (١)

মাসআলা-৪৬৮ ঃ যদি কেউ ঈদের নামাজ না পায় অথবা রোগের কারণে ঈদগাহে যেতে না পারে তখন একা একা দু'রাকাত নামাজ পড়ে নিবে।

أمر أنس بن مالك رضى الله عنه مولاه ابن أبى عتبه بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون فى العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. رواه البخارى تعليقا. (١)

হযরত আনস (রজিঃ) আপন দাস ইবনে আবী উত্বাকে 'যাবিয়া' গ্রামে নামাজ পড়ার আদেশ দিলেন। তিনি গ্রামবাসীদের একত্রিত করলেন। সবাই মিলে শহরবাসীদের ন্যায় নামাজ আদায় করলেন এবং তাকবীর বললেন। হযরত ইকরামা (রজিঃ) বলেন, গ্রামবাসীরা ঈদের দিন জমা হবে এবং ইমামের ন্যায় দু'রাকাত নামাজ আদায় করবে। হযরত আতা (রহঃ) বলেন, যখন কোন ব্যক্তির ঈদের নামাজ ছুটে যাবে তখন সে দু'রাকাত আদায় করে নিবে। –বুখারী/তালীক ।

---

১. ইবনু আবিশায়বা ঃ ২/২/২, শায়খ আলবানী হযরত ইবনে মাসউদ (রজিঃ)-এর এই আছারকে বিশুদ্ধ বলেছেন, ইরওয়াউল গালীলঃ ৩/১২৫।

২. বুখারী শরীফঃ ১/৪১৪ (অনুচ্ছেদ)।

صلاة الاستسقاء
এস্তেস্কার নামাজের মাসায়েল

মাসআলা-৪৬৯ ঃ এস্তেস্কা (অর্থাৎ আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা) এর নামাজের জন্য নিতান্ত বিনয়তা, নম্রতা এবং লাঞ্ছনা অবস্থায় বের হওয়া চাই।

মাসআলা-৪৭০ ঃ এস্তেস্কার নামাজ বসতির বাইরে খোলা মাঠে জামাতে পড়া চাই।

عن إبن عباس رضى الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الإستسقآء متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى. رواه الترمذى وأبوداؤد والنسائى وإبن ماجة. (١) (حسن)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এস্তেস্কার নামাজের জন্য অতি বিনয়তা, নম্রতা এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় বের হলেন এবং সেই অবস্থায় নামাজের স্থানে পৌছলেন।" –তিরমিজি।

মাসআলা-৪৭১ ঃ এস্তেস্কার নামাজে আযান ও ইকামত নেই।

মাসআলা-৪৭২ ঃ এস্তেস্কার নামাজ দুই রাকাত।

মাসআলা-৪৭৩ ঃ এস্তেস্কার নামাজে উচ্চস্বরে কেরাত পড়তে হয়।

عن عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. رواه البخارى. (٢)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অতঃপর মানুষের দিকে পিঠ দিয়ে কেবলামুখী হয়ে দোয়া করলেন। তারপর চাদর উল্টালেন। অতঃপর দুই রাকাত নামাজ পড়ালেন, তাতে উচ্চস্বরে কেরাত পড়লেন।" –বুখারী।

মাসআলা-৪৭৪ ঃ বৃষ্টির জন্য দোয়া করার সময় হাত উঠান চাই।

মাসআলা-৪৭৫ ঃ এস্তেস্কার নামাজের পর দোয়ায় হাত এতটুকু উঠাবে যেন হাতের পিঠ আসমানের দিকে হয়।

عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم إستسقى فأشار بظهر كفيه إلى السمآء. رواه مسلم. (٣)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ) এস্তেস্কার নামাজে হাতের পিঠ আসমানের দিকে করতেন।" –মুসলিম।

মাসআলা-৪৭৬ ঃ বৃষ্টি প্রার্থনা করার মসনূন দোয়াসমূহঃ

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: **اللهم اسق عبادك وبهآئمك وانشر رحمتك وأحى بلدك الميت.** رواه أبوداؤد. (٤) (حسن)

---

১. *সহীহ্ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১০৩২।*

২. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৪২৭, হাদীস নং-৯৬৩।*

৩. *মুসলিম শরীফঃ ৩/২৫৫, হাদীস নং-১৯৪৫।*

৪. *সহীহ্ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১০৪৩।*

হযরত আমর ইবনুল আস (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বৃষ্টির দোয়ায় বলতেনঃ "হে আল্লাহ্! তুমি তোমার বান্দাগণকে এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলিকে পানি পান করাও, তোমার রহমত পরিচালনা কর আর তোমার মৃত শহরকে সজীব করো। – আবুদাউদ।

عن أنس رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه قال: **اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا**. رواه البخارى. (١)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উভয় হাত উপরে উঠিয়ে তিনবার বললেন, "আল্লাহুম্মা আগিছ্না।" –বুখারী।

মাসআলা-৪৭৭ ঃ বৃষ্টি বর্ষণের সময় দোয়া।

عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: **«اللهم صيبا نافعا»** متفق عليه. (٢)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) যখন বৃষ্টি হতে দেখতেন তখন বলতেন, হে আল্লাহ! মুষলধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষাও। –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৪৭৮ ঃ বৃষ্টির আধিক্যের ক্ষতি থেকে বাঁচার দোয়াঃ

عن أنس بن مالك رضى الله عنه رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال. **«اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجرة»**. متفق عليه. (٣)

হযরত আনস ইবনে মালেক (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সাঃ) বৃষ্টি বন্ধের জন্য হাত উঠিয়ে দোয়া করে বলতেন, "হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ করো, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! উঁচু ভূমিতে ও পাহাড় পর্বতে, উপত্যকা অঞ্চলে এবং বনাঞ্চলে বর্ষন করো।" –বুখারী, মুসলিম।

---

১. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৪২২, হাদীস নং-৯৫৩।

২. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৪২৮, হাদীস নং-৯৬৯।

৩. মুসলিম শরীফঃ ৩/২৫৬, হাদীস নং-১৯৪৮।

صلاة الخوف
আশঙ্কার নামাজ

মাসআলা-৪৭৯ ঃ ভয়ের নামাজের জন্য সফর শর্ত নয়।

মাসআলা-৪৮০ ঃ ভয়ের নামাজের ব্যাপারে রাসূল করীম (সাঃ) থেকে কয়েকটি নিয়ম প্রমাণিত আছে। যুদ্ধের পরিস্থিতি সাপেক্ষে যেভাবে সুযোগ হয় সেইভাবে আদায় করবে।

মাসআলা-৪৮১ ঃ যদি ভয় সফরে হয় তাহলে চার রাকাত ওয়ালী নামাজ (জোহর, আছর এবং এশা) কে দুই রাকাত পড়বে। অর্ধেক সৈন্য ইমামের পিছনে এক রাকাত পড়ে রণক্ষেত্রে চলে যাবে এবং তথায় আর এক রাকাত পড়ে নিবে। এসময়ে বাকী সৈন্যরা ইমামের পিছনে আসবে এবং এক রাকাত পড়ে রণক্ষেত্রে চলে যাবে এবং বাকী নামাজ তথায় আদায় করবে।

মাসআলা-৪৮২ ঃ যদি ভয় অসফর অবস্থায় হয় তাহলে চার রাকাত ওয়ালী নামাজ পূর্ণ পড়বে। অর্ধেক সৈন্য ইমামের পিছনে দুই রাকাত আদায় করে বাকী দুই রাকাত যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পড়বে। ততক্ষণে বাকী সৈন্যরা এসে ইমামের পিছনে দুই রাকাত পড়বে আর দুই রাকাত যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পড়বে।

عن إبن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا و قاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهولاء ركعة. رواه مسلم. (١)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধের সময় সেনাদলের একভাগকে নিয়ে এক রাকাত নামাজ পড়ালেন তখন বাকী সৈন্যরা শত্রুর সাথে মোকাবেলা করতেছিল। অতঃপর এক রাকাত আদায়কারী সেনারা শত্রুর সামনে এল এবং অন্য সেনারা এসে হুজুরের পিছনে এক রাকাত পড়ল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুই রাকাতের পর সালাম ফিরালেন। তারপর সাহাবীগণ প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ভাবে এক রাকাত আদায় করলেন।" –মুসলিম।

عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. متفق عليه. (٢)

হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, "রেকা যুদ্ধের সময় আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম। নামাজের ইকামত হলে রাসূল (সাঃ) সৈনিকদের অর্ধেক নিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়ালেন তারপর তারা চলে গেলেন। অতঃপর বাকী সৈন্যরা আসলে তাদেরকে নিয়ে আর দুই রাকাত পড়ালেন। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হলো চার রাকাত আর সাহাবীদেরহলো দুই দুই রাকাত। –বুখারী

---

১. *মুসলিম শরীফঃ ৩/১৮৫, হাদীস নং-১৮১২।*

২. *মুনতাকাল আখবার, সালাতুল খাউফ অধ্যায়, হাদীস নং-১৭০৩।*

মাসআলা-৪৮৩ ঃ বেশী ভয় হলে যেভাবে পারে সেভাবেই নামাজ পড়বে।

عن إبن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا. رواه إبن ماجة. (١) (صحيح)

হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) ভয়ের নামাজের নিয়ম বলতে গিয়ে বলেছেন, "যদি আশংকা বেশী হয় তাহলে পায়ে হেঁটে বা সাওয়ারী অবস্থায় যেভাবেই পারে নামাজ পড়ে নিবে।" –ইবনে মাজা।

মাসআলা-৪৮৪ ঃ যুদ্ধের পরিস্থিতি বুঝে নামাজ কাজাও করতে পারে।

عن عبد الله رضى الله عنه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد إلا في بنى قريظة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بنى قريظة وقال آخرون لا نصلى إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت قال فما عنف واحدا من الفريقين. رواه مسلم. (٢)

হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, "যেদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আহযাব যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলেন সেদিন ঘোষণা দিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি বনু কুরায়যায় গিয়ে নামাজ পড়বে। তখন কিছু লোক নামাজ কাজা হওয়ার ভয়ে রাস্তাতেই নামাজ পড়ে নিল কিন্তু অন্য কিছুরা বললঃ আমরা যেখানেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, সেখানেই নামাজ পড়ব যদিও কাজা হয়ে যায়। নবী করীম (সাঃ) উভয় দলের কাউকে কিছু বললেন না। –মুসলিম।

---

১. *সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১০৪৭।*

২. *মুসলিম শরীফঃ কিতাবুল জিহাদ, বাবুল মগাদারাতি বিল গায়বি।*

صلاة الكسوف والخسوف
কুসুফ খুসুফের নামাজের মাসায়েল

মাসআলা-৪৮৫ : কুসুফ (সূর্যগ্রহণ) অথবা খুসুফ (চন্দ্রগ্রহণ)-এর নামাজের জন্য আযানও নেই, একামতও নেই।

মাসআলা-৪৮৬ : কুসুফ- খুসুফের নামাজের জন্য লোকজনকে একত্রিত করতে হলে 'আচ্ছালাতু জামেয়াতুন' বলা উচিত।

عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا «الصلاة جامعة» فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات فى ركعتين وأربع سجدات. رواه مسلم. (١)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জমানায় সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, তখন হুজুর (সাঃ) একজন আহবানকারী পাঠালেন, সে 'আচ্ছালাতু জামেয়াতুন' বলে মানুষগণকে নামাজের দিকে আহবান করলেন। যখন লোকজন একত্রিতহয়ে গেলো তখন হুজুর (সাঃ) অগ্রসর হয়ে তাকবীর বললেন এবং দুই রাকাতে চার রুকু এবং চার সিজদা করলেন। -মুসলিম।

মাসআলা-৪৮৭ : যখন সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হবে তখন জামাতের সহিত দু'রাকাত নামাজ আদায় করা চাই।

মাসআলা-৪৮৮ : সূর্য অথবা চন্দ্রগ্রহণের নামাজ দু'রাকাত। প্রত্যেক রাকাতে গ্রহণ অপেক্ষা কম বা বেশী সময় পর্যন্ত এক, দুই বা তিন রুকু করতে পারা যায়।

عن جابر رضى الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم شديد الحر فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. رواه مسلم. (٢)

হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে তীক্ষ্ণ রোদ্রের সময় সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, তখন হুজুর (সাঃ) ছাহাবীদের নিয়ে নামাজ পড়েছিলেন, সে নামাজে তিনি দীর্ঘ কেয়াম করেছেন ছাহাবীরা দাঁড়াতে দাঁড়াতে পড়ে যেতে লেগেচিলেন, তারপর দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত রুকু করলেন, তারপর মাথা তুলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন, তারপর পুনরায় দীর্ঘক্ষণ রুকু করলেন। অতঃপর দু'টি সেজদা করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকাতও এভাবেই পড়লেন, ফলে দু'রাকাতে চার রুকু এবং চার সেজদা হল। -মুসলিম।

মাসআলা-৪৮৯ : কুসুফ অথবা খুসুফের নামাজে উচ্চস্বরে কেরাত পড়া চাই।

عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها. رواه الترمذى. (٣) (صحيح)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ) সূর্য গ্রহণের নামাজ পড়ালেন, তাতে উচ্চস্বরে কেরাত পড়লেন।" -তিরমিজি।

মাসআলা-৪৯০ : গ্রহণের নামাজের পরে খুতবা দেয়া সুন্নাত।

عن أسماء رضى الله عنها قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد. رواه البخارى. (٤)

হযরত আসমা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) গ্রহণের নামাজ থেকে যখন ফারেগ হলেন তখন সূর্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তারপর হুজুর (সাঃ) খুতবা প্রদান করলেন, আল্লাহর প্রশংসার পর 'আম্মাবাদ' বলে শুরু করলেন। -বুখারী।

---

১. *মুসলিম শরীফঃ ৩/২৬৬, হাদীস নং-১৯৬২।*
২. *মুসলিমশরীফঃ ৩/২৭০, হাদীস নং-১৯৬৯।*
৩. *সহীহ্ সুনানিত তিরমিজিঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৪৬৩।*
৪. *সহীহ আল বুখারীঃ ১/৪৪৩, হাদীস নং-৯৯৬।*

صلاة الاستخارة

এস্তেখারার নামাজের মাসায়েল

মাসআলা-৪৯১ ঃ দুই অথবা ততোধিক বৈধ কাজের মধ্য থেকে একটাকে নির্বাচন করতে হলে তখন এস্তেখারার দোয়া পড়ে আল্লাহর কাছে উত্তম কাজের প্রতি একাগ্রতা সৃষ্টি হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা সুন্নাত।

মাসআলা-৪৯২ ঃ দুই রাকাত নামাজ পড়ে এই দোয়া পড়া চাই।

মাসআলা-৪৯৩ ঃ যদি একবারে মনকে স্থির করার ব্যাপারে একাগ্রতা সৃষ্টি না হয় তাহলে এ কাজটি বারবার করবে।

عن جابر رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة فى الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل «**اللهم إنى استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرلى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى أو قال فى عاجل أمرى وآجله فأقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى أو قال فى عاجل أمرى وآجله فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان ثم رضنى ويسمى حاجته** . رواه البخارى (١)

হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে সকল কাজের জন্য এস্তেখারার দোয়া এভাবেই শিখাতেন যেভাবে কোরআন মজীদের কোন সূরা শিখাতেন। হুজুর (সাঃ) বলতেন, যখন কোন লোক কোন কাজের ইচ্ছা করে তখন দুই রাকাত নফল আদায় করবে পরে এই দোয়া করবে।

"হে আল্লাহ! আমি তোমার ইলমের মাধ্যমে তোমার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরতের মাধ্যমে তোমার নিকট শক্তি কামনা করছি এবং তোমার মহান অনুগ্রহের প্রার্থনা করছি, কেননা, তুমি শক্তিধর, আমি শক্তিহীন। তুমি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি শব্দযোগে অথবা মনে মনে উল্লেখ করবে) তোমার জ্ঞান মোতাবিক যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়া, ইহলোক ও পরলোকের জন্য কল্যাণকর হয় তবে উহা আমার জন্য নির্ধারিত কর এবং উহাকে আমার জন্য সহজলভ্য করে দাও, তারপর উহাতে আমার জন্য বরকত দাও। পক্ষান্তরে এইকাজটি তোমার জ্ঞান মুতাবিক যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা, আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ইহকালের ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর হয় তবে তুমি উহা আমার নিকট হতে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকে উহা হতে দূরে সরিয়ে রাখ এবং যেখানেই কল্যাণ থাকুক, আমার জন্য সে কল্যাণ নির্ধারিত করে দাও। অতঃপর তাতেই আমাকে পরিতুষ্ঠ রাখ।" –বুখারী শরীফ।

---

১. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৪৭৫, হাদীস নং-১০৮৮।

صـــلاة الضحى
চাশতের নামাজের মাসায়েল

মাসআলা-৪৯৪ ঃ ফজরের নামাজ আদায় করার পর সেই জায়গায় বসে চাশতের নামাজের অপেক্ষা করা এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করার ছাওয়াব এক হজ্ব এবং এক ওমরা সমান।

عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فى جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال: قال رسول الله تامة، تامة. رواه الترمذى (١) (حسن)

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সহিত পড়েছে অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত সে স্থানে বসে আল্লাহর যিকির করেছে এবং তারপর দুই রাকাত নামাজ পড়েছে আল্লাহপাক তাকে সম্পূর্ণ এক হজ্ব ও উমরার ছাওয়াব দান করবেন।" –তিরমিজি ।

عن زيد بن أرقم رضى الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: **صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.** رواه مسلم. (٢)

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রজিঃ) কিছু লোকজনকে চাশ্‌তের নামাজ পড়তে দেখে বললেন, "লোকেরা কি জানে না যে নামাজের জন্য এই ওয়াক্তের চেয়ে অন্য ওয়াক্ত বেশী উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আওয়াবীন নামাজের সময় তখনই যখন উটের বাছুরের পা জ্বলে।" –মুসলিম।

মাসআলা-৪৯৫ ঃ চাশ্‌তের নামাজ চার রাকাত পড়া উত্তম।

মাসআলা-৪৯৬ ঃ চাশ্‌তের চার রাকাত নামাজ আদায়কারীর সারা দিনের সকল দায়িত্ব আল্লাহপাক নিজেই নিয়ে নেন।

عن أبى الدرداء وأبى ذر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال إبن آدم إركع لى أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. رواه الترمذى (٣) (صحيح)

হযরত আবুদ্দরদা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহপাক বলেছেন, হে আদম সন্তানগণ! দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাকাত নামাজ পড়, আমি তোমার সারাদিনের দায়িত্ব নিয়ে নিব।" –তিরমিজি।

বিঃদ্রঃ-চাশ্‌তের নামাজ কমে দুই রাকাত আর বেশীতে বার রাকাত পড়া যায়, কিন্তু চার রাকাত পড়া বেশী উত্তম।

---

১. *সহীহ্ সুনানিত্ তিরমিজি–শায়খ আলবানী, প্রথম খন্ড নং-৪৮০।*

২. *মুখতাছারু সহীহিমুসলিম–আলবানীঃ নং-৩৬৮।*

৩. *সহীহ্ সুনানিত তিরিমিজি, প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৩৯৫।*

صلاة التوبة
তাওবার নামাজ

মাসআলা-৪৯৭ ঃ কোন বিশেষ পাপ অথবা সাধারণ পাপ থেকে তাওবা করার নিয়তে ওযু করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করার পর আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহপাক অবশ্যই ক্ষমা করে দেন।

عن علي إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شآء أن ينفعني به. وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف صدقته، وإنه حدثني أبوبكر، وصدق أبوبكر قال: سمعت رسول الله يقول ما من رجل يذنب ذنبا. ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله، إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ..... إلى آخر الآية» رواه الترمذي. (١) (حسن)

হযরত আলী (রজিঃ) বলেন, আমি যখনই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে কোন হাদীস শুনতাম তা থেকে আল্লাহপাক যতটুকু উপকার আমাকে পৌছাইতে চাইতেন তা আমি পাইতাম। আর যখন কোন সাহাবী থেকে হাদীস শুনতাম তখন আমি তার থেকে শপথ গ্রহণ করতাম। সে শপথ করে বললে তা আমি বিশ্বাস করতাম। এই হাদীসটি আমাকে আবুবকর (রজিঃ) বলেছেন এবং উনি সত্যই বলেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, যখন কোন ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হয়ে যায় অতঃপর ওযু করে দুই বা চার রাকাত নামাজ পড়ে এবং আল্লাহর কাছে তাওবা-এস্তেগফার করে তখন আল্লাহতায়ালা তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেন। তারপর এই আয়াতটি পড়লেন যার অর্থ হল 'তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দকাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলু মকরে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না।" –তিরমিজি।

تحية الوضوء والمسجد
তাহিয়্যাতুল মসজিদ ও তাহিয়্যাতুল ওযুর মাসায়েল

মাসআলা-৪৯৮ ঃ ওযু করার পর দুই রাকাত নামাজ আদায় করা সুন্নাত।

মাসআলা-৪৯৯ ঃ তাহিয়্যাতুল ওযু জান্নাতে প্রবেশের কারণ।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر يابلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجي عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. (٢)

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদা ফজরের নামাজের পর হযরত বেলাল (রজিঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে বেলাল! ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত কোন্ নফল আমলের উপর তোমার বড় আশা হয় যে, তোমায় ক্ষমা করে দেয়া হবে? কেননা আমি বেহেশতে আগে আগে তোমার চলার আওয়াজ শুনেছি। হযরত বেলাল (রজিঃ) বলেন, আমি এর চেয়ে বেশী আশান্বিত কোন আমল করিনি যে, দিবারাত্র যখনই ওযু করি তখন যা তৌফিক হয় নামাজ পড়ি। –বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা-৫০০ ঃ মসজিদে ঢুকে বসার পূর্বে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা সুন্নাত।

عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه. (٣)

হযরত কাতাদা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে তখন বসার পূর্বে দু'রাকাত নামাজ পড়বে।" –বুখারী, মুসলিম।

---

১. সহীহু সুনানিত তিরমিজিঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৩৩৩।
২. বুখারী শরীফঃ ১/৪৭০, হাদীস নং-১০৭৮।
৩. বুখারী শরীফঃ ১/৪৭৫, হাদীস নং-১০৮৯।

سجدة الشكر
সিজদায়ে শোকরের মাসায়েল

মাসআলা-৫০১ ঃ কোন নেয়ামত প্রাপ্ত হলে অথবা খুশীর শুভালগ্নে সিজদায়ে শোকর আদায় করা সুন্নাত।

عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. رواه ابن ماجة. (١) (حسن)

হযরত আবু বকরা (রজিঃ) বলেন, "নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে আনন্দদায়ক কোন খবর আসলে তখন তিনি আল্লাহ্পাককে শোকরিয়া জ্ঞাপনার্থে সিজদা করতেন।" –ইবনে মাজা।

মাসআলা-৫০২ ঃ দরূদ শরীফের প্রতিদান জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দীর্ঘক্ষণ সিজদায়ে শোকর আদায় করেছেন।

عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خشيت أن يكون الله قد توفاه قال: فجئت أنظر فرفع رأسه فقال: مالك؟ فذكرت له ذلك قال: فقال: إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك أن الله عزوجل يقول لك من صلى عليك صلاة صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. رواه أحمد. (٢) (صحيح)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদা ঘর থেকে বের হলেন এবং খেজুর বাগানে তশরীফ নিলেন। সেখানে অনেক্ষণ পর্যন্ত সিজদাবস্থায় ছিলেন। আমার মনে মনে ভয় হল, হয়ত আল্লাহ্পাক তাকে ইহকাল থেকে নিয়ে গেছেন। আমি দেখতে আসলাম, তখন রাসূল করীম (সাঃ) মাথা উঠালেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কি হল? তখন তিনি বললেন, জিব্রাঈল (আঃ) এসে আমাকে বলেছে হে মুহাম্মদ! আমি কি আপনাকে একটি সুসংবাদ দিব না? আল্লাহপাক বলতেছেন, "যে ব্যক্তি আপনার উপর দরূদ পড়বে আমি তাঁকে দয়া করব যে ব্যক্তি আপনাকে সালাম বলবে আমি তার উপর শান্তি অবতীর্ণ করব।" –আহমদ।

---

১. সহীহ্ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১১৪০।

২. ফাজলুস্‌সালাতি আলান্নবী-আলবানী, হাদীস নং-৭।

مسائل متفرقة
বিভিন্ন মাসায়েল

মাসআলা-৫০৩ : অসুস্থ ব্যক্তি যেভাবেই পারে নামাজ পড়বে।

عن عمران بن حصين رضى الله عنه كانت بى بواسير فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه أحمد والبخارى وأبوداؤد والنسائى والترمذى وابن ماجة. (١)

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রজিঃ) বলেন, "আমি 'বাওয়াসীর' রোগী ছিলাম। নামাজ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে পড়তে পারলে দাঁড়িয়ে পড়, বসে পড়তে পারলে বসে পড় অথবা শুয়ে পড়তে পারলে শুয়ে শুয়ে পড়।" –বুখারী।

মাসআলা-৫০৪ : নিদ্রার তাড়না থাকলে প্রথমে নিদ্রা পূর্ণ করবে তারপর নামাজ পড়বে।

عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم فى الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. رواه مسلم. (٢)

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যখন কারো নামাজে ঘুম আসে তখন তাকে প্রথম ঘুম পুরা করে নিতে হবে। কারণ ঘুমানোবস্থায় নামাজ পড়লে হয়ত ক্ষমা প্রার্থনার স্তরে নিজেকে গালি দিয়ে বসবে।" –মুসলিম।

মাসআলা-৫০৫ : এশার পূর্বে ঘুমানো এবং পরে কথা বলা অপছন্দনীয়।

عن أبى برزة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. رواه البخارى. (٣)

হযরত আবু বরজা বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এশার পূর্বে শুয়ে পড়া এবং পরে কথাবার্তা বলাকে অপছন্দ করতেন।" –বুখারী।

মাসআলা-৫০৬ : এক ওয়াক্তের ফরজ নামাজ ফরজ মনে করে দুইবার পড়া জায়েয নয়।

عن ابن عمر رضى الله عنه قال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: **«لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين»**. رواه أحمد وأبوداؤد والنسائى. (٤) (صحيح)

হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, একই দিনে একই ওয়াক্তের ফরজ নামাজ দুইবার পড়িও না। –আহমদ, আবুদাউদ, নাসাঈ।

মাসআলা-৫০৭ : ফরজ আদায়ের পর সুন্নাতের জন্য স্থান পরিবর্তন করা চাই যেন ফরজ-নফলের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে।

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. رواه أبوداؤد. (صحيح) (٥)

---

১. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৪৫৭, হাদীস নং-১০৪৭।
২. মুসলিম শরীফঃ ৩/১২৩, হাদীস নং-১৭০৫ ।
৩. সহীহ আল বুখারীঃ ১/২৬১, হাদীস নং-৫৩৫।
৪. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৫৪১ ।
৫. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৮৮৫ ।

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা কি (ফরজ নামাজের পর) নিজের জায়গা থেকে আগে, পিছে বা ডানে-বামে সরে দাঁড়াতে পার না?" –আবুদাউদ ।

মাসআলা-৫০৮ ঃ নিদ্রার তাড়নার কারণে রাত্রের নামাজ বা অন্য কোন আমল রয়ে গেলে তখন ফজর এবং জোহরের মধ্যখানে আদায় করা যেতে পারে।

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنه قرأه من الليل. رواه الترمذي. (١) (صحيح)

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাতের নিয়মিত আমল ছেড়ে ঘুমে পড়েছে অতঃপর ফজর এবং জোহরের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করেছে আল্লাহপাক তাকে রাতের আমলের ছাওয়াব দান করবেন।" –তিরমিজি ।

মাসআলা-৫০৯ ঃ আঙ্গুল দিয়ে তাসবীহ পড়া সুন্নাত।

عن يسيرة رضى الله عنها و كانت من المهاجرات قالت: قال لنا: رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالانامل فإنهن مسئولات مستنطقات ولا تفعلن فتنسين الرحمة. رواه الترمذي وأبوداؤد. (٢) (حسن)

হযরত য়ুসাইরা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা 'সুবহানাল্লাহি' 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' এবং 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস' বলা নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও এবং আঙ্গুল দিয়ে তা গণনা কর। কেননা কিয়ামতের দিন আঙ্গুলসমূহ জিজ্ঞাসিত হবে এবং তাদের দ্বারা কথা বলানো হবে। সুতরাং তাসবীহ থেকে গাফিল হয়ে গেলে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।" –আবুদাউদ, তিরমিজি ।

মাসআলা-৫১০ ঃ সাহারা বা জঙ্গলে একাকী নামাজের ছাওয়াব।

عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل بارض قى فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، و إن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لايرى طرفاه. رواه الرزاق (٣) (صحيح)

হযরত সালমান (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি জঙ্গলে থাকে আর নামাজের ওয়াক্ত হয়ে যায়, তকন সে ওযু করবে আর পানি না পাইলে তায়াম্মুম করবে অতঃপর ইকামত দিয়ে নামাজ পড়লে তার দুই ফেরেশতাও তার সাথে নামাজ পড়ে। আর যদি আযান-ইকামত উভয় দিয়ে নামাজ পড়ে তাহলে তার পিছনে এত বেশী আল্লাহর সৈনিকরা নামাজ পড়েন যে, তাদের উভয় কেনারা দেখা যায় না।" –আবদুর রাজ্জাক ।

সমাপ্ত

---

১. *সহীহু সুনানি তিরমিজিঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১১৬৫ ।*

২. *সহীহু সুনানিত তিরমিজিঃ ৩য় খন্ড, হাদীস নং-২৮৩৫ ।*

৩. *মুখতাছারুত তারগীব ওয়াত্‌তারহীবঃ হাদীস নং-১০৮ ।*